রুদ্রসেন

মহা বি সেক্ষপীয়র প্রণীত ওথেলো নাটকের
অনুবাদ।

শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা, ৪১নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশিত।

১৩১২

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ



প্রণয়ে ও আলাপে, অন্তরে ও বাহিরে

যাঁহার শিশুর সরলতা ;

কবিতায় যাঁহার বনফুলের চারুতা,

বসন্তের সুষমা ;

নিঃস্বার্থ প্রেম যাঁহার জীবনের

চিরব্রত ;

সেই আদর্শ কবি, সুহৃৎ-প্রধান

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনকে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহার প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা।

সেক্ষপীয়রের অন্যান্য বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায় ওথেলো নাটকও সমগ্র জগতের কাব্য। ইহা জাতিবিশেষের অথবা দেশবিশেষের জন্য লিখিত নহে। ইহাতে চরিত্রসমূহের যে সকল ক্রমবিকাশ চিত্রিত হইয়াছে, ঘটনানিচয়ের সমাবেশে জীবন-স্রোতের তরঙ্গসমূহের যে ঘাত-প্রতিঘাত প্রদর্শিত হইয়াছে, মনুষ্য-জীবনের আলোক ও অন্ধকারের যে সৌন্দর্য্যময় ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেরও সম্পূর্ণ উপযোগী।

ওথেলোর বঙ্গানুবাদ সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকগণের সহজে বোধগম্য করিবার জন্য, চরিত্র ও দৃশ্যাবলীর বিদেশীয় নামের পরিবর্ত্তে দেশীয় নাম দেওয়া হইয়াছে। দেশীয় লৌকিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, সকল স্থানের আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নহে। এই জন্য কোন কোন স্থানের কেবল ভাবানুবাদ করিতে হইয়াছে, ও কোন কোন স্থানের বৈদেশিক ভাব, দেশীয় চিত্রের সঙ্গে অসংলগ্ন হইবে এই আশঙ্কায়, একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। যথা, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে—ইয়াগো, ইমিলিয়া ও দেস্‌দিমনার কথোপকথনের কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আশা করি, সহৃদয় পাঠক এই পুস্তকে যে সকল ত্রুটী ও ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

রুদ্রসেন

নাটকের পাত্র-পাত্রীগণ।

বিকানিরের রাজা। (Duke of Venice)

বভ্রুবাহন (Brabantio) ... ... রাজমন্ত্রী।

গোলকনাথ (Gratiano) ... ... বভ্রুবাহনের ভ্রাতা।

মধুসূদন (Lodovico) ... ... ঐ আত্মীয়।

রুদ্রসেন (Othello) ... বিকানিরের সৌরবংশসম্ভূত সেনাপতি।

কেশব (Cassio) ... ... ঐ প্রতিনিধি সেনাপতি।

গোবিন্দপ্রসাদ (Iago) ... ঐ সহকারী সেনাপতি।

রঘুনাথ (Roderigo) ... বিকানিরবাসী ভদ্রলোক।

চন্দ্রনাথ (Montano) ... অচলগড়ের সেনাপতি।

চন্দ্রাবতী (Desdemona) ... ... বভ্রুবাহনের কন্যা ও রুদ্রসেনের স্ত্রী।

অমলা (Emilia) ... ... গোবিন্দপ্রসাদের স্ত্রী।

মেনকা (Bianca) ... ... কেশবের রক্ষিতা রমণী।

দূতগণ, অনুচরগণ, সভাসদ্‌গণ, নাগরিকগণ,

সৈন্যগণ, নাবিকগণ, বাদ্যকরগণ,

ইত্যাদি।

রুদ্রসেন



প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বিকানিরের রাজপথ

(রঘুনাথ ও গোবিন্দপ্রসাদের প্রবেশ।)

রঘু। বাস্! আর কাজ নাই, বুঝেছি গোবিন্দ!
এই কি উচিত? আমার টাকার থলি
খুলিলে মনের সাধে যত ইচ্ছা হ'ল;
শেষে কিনা জেনে শুনে এই প্রতারণা?

গোবি। একি দায়! ধৈর্য্য ধর, শুন যাহা বলি;
স্বপ্নে যদি জেনে থাকি এ সকল কথা,
মিত্রভাবে আর তুমি ভেবোনা আমারে।

রঘু। বলিতে যে তুমি ঘৃণা কর রুদ্রসেনে?

গোবি। নরাধম আমি, যদি সত্য নহে ইহা।
তিনজন বড়লোক এই শহরের,
প্রতিনিধি পদ দিতে আমারে তাহার,
পাগড়ি খুলিয়া তারে করিল মিনতি;

যোগ্য আমি এ পদের তাও আমি জানি ;
কিন্তু সৌর-সেনাপতি, অন্ধ অহঙ্কারে,
আত্ম-অভিমানে তৃণজ্ঞান করি' সবে,
সুদীর্ঘ বক্তৃতা করি' কি দিল উত্তর ?
"মনোনীত করিয়াছি প্রতিনিধি মম।"
কেমন সে প্রতিনিধি, জান কি তাহারে ?
নামৃতা মুখস্থ বটে আছে তার খুব !
কেশব তাহার নাম, বঙ্গদেশবাসী,
উন্মত্ত নারীর প্রেমে ; জন্মাবধি কভু
পশে নাই রণস্থলে অসি হাতে ল'য়ে ;
সমর-প্রাঙ্গণে সেনা সাজাতে সুদক্ষ
নবীনা নারীর মত ; বীরপণা তার
শুধু পুঁথিগত ; বচনেতে মহাবীর,
কাজে কিন্তু নয় ; সেই হ'ল মনোনীত।
আমি যে বর্ব্বরে দেখালেম কত বার,
যোধপুরে, আজ্মীরে, আরো কত স্থানে
ঘোর রণে, কতশত বৈরিদল-সনে
বীরত্বের পরিচয়, সে নহে কিছুই।
আমা' হ'তে শ্রেষ্ঠ সেই ঘুঁটিগোনা বীর !
দেখ দেখি পাষণ্ডের বিচার কেমন ?
প্রতিনিধি-সেনাপতি হইল কেশব,

রহিলাম সহকারী আমি বর্ব্বরের !

রঘু। বাসনা আমার, হই জল্লাদ তাহার।

গোবি। কি করি, উপায় নাই !—হা ধিক্ দাসত্বে !
কাজেই সহিতে হ'ল হেন অবিচার।
আজকাল এই রীতি হ'য়েছে নূতন ;
উপেক্ষিত যোগ্যজন, স্নেহে অনুরোধে,
যার পদ সে না পায়—পায় অন্যজন।
বিচার করিয়া দেখ ইহা কি সম্ভব,
অনুরক্ত রব আমি রুদ্রসেন-প্রতি ?

রঘু। তবে কেন বৃথা আর সঙ্গে যাই তার ?

গোবি। নিরাশ হ'ওনা দাদা ! দেখ না কি করি ;
প্রতিশোধ লব, তাই সঙ্গে যাই তার।
সকলে হয় না প্রভু ; সকল প্রভুর
সেবা মনোমত নহে সম্ভব সতত।
এ জগৎ-মাঝে আছে কত শত হেন
প্রভুভক্ত, পদানত, মূর্খ চাটুকার,
গোলামি করিতে তারা এত ভালবাসে,
দিনরাত খেটে মরে গর্দ্দভের মত,
উদর পূরা'তে শুধু ; আর অবশেষে,
বৃদ্ধ হ'লে অর্দ্ধচন্দ্র পায় পুরস্কার !
এমন গোলামি দাদা, করে না গোবিন্দ।

আছে হেন লোক যারা রাখিয়া গোপনে
অন্তরের ভাব সদা, জানায় বাহিরে
প্রভুকাজে অনুরাগ ; জাগে কিন্তু মনে
অবিরত—স্বার্থসিদ্ধি হইবে কেমনে !
মিষ্ট মুখে তুষ্ট করি' প্রভুর হৃদয়,
উদ্ধার করিয়া লয় কার্য্য আপনার ;
বুদ্ধিমান্ তারা—আমি তাহাদেরি মত।
গোবিন্দ না হ'য়ে, যদি হইতাম আমি
সেনাপতি রুদ্রসেন, হেন আচরণ
কভু নাহি করিতাম কহিনু তোমারে।
শুন রঘুনাথ, তুমি জানিও নিশ্চয়,
সাধ ক'রে শুধু আমি করি না গোলামি।
সাধিতে আপন কাজ, এই তোষামোদ
করি রুদ্রসেনে। লোকে জানে আমি তার
পরম সুহৃৎ ; কিন্তু জানেন বিধাতা,
গূঢ় অভিসন্ধি সদা জাগিছে অন্তরে ;
ভাবি মনে, কিসে হবে স্বার্থের সাধন।
বাহিরে সরল ভাব দেখায়ে সবারে,
রাখিয়া গোপনে মনে বাসনা মনের,
মন-সাধে অবশেষে সাধিব স্বকাজ ;
যখন দেখিব পূর্ণ হ'ল মনোরথ,

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া লব অবসর।
অন্তরেতে নহি আমি বাহিরে যেমন।

রঘু। কত ভাগ্যবান্ হায়, * চৌড়া-সেনাপতি !
এতকাল পরে চন্দ্রাবতী অবশেষে
হয় যদি তার !

গোবি। জাগাও পিতারে তার ;
অনুসর রুদ্রসেনে, দেখ কোথা যায়।
আনন্দ বিষাদে তার কর পরিণত ;
ঘোষণা করিয়া দাও প্রতি রাজপথে ;
চন্দ্রার আত্মীয়গণে কহ এ বারতা ;
বাস করে যদি গিয়া সুখের সদনে,
বিষময় কর সেথা জীবন তাহার ;
অমৃতের পূর্ণকুম্ভে অন্ততঃ তাহার,
বিন্দুমাত্র হলাহল কর বরিষণ।

রঘু। মন্ত্রীর ভবন এই ; ডাকি উচ্চ স্বরে।

গোবি। ডাক, অতি তীব্র স্বরে, ভীম কোলাহলে ;
অকস্মাৎ জনপূর্ণ বিস্তীর্ণ নগরে,
প্রচণ্ড অনলশিখা দেখিয়া নিশীথে,
কোলাহল করে যথা নাগরিকগণ।

রঘু। উঠ ! সর্ব্বনাশ হ'ল—মন্ত্রী মহাশয় !

* রাজপুতানার প্রচলিত ভাষায় সৌরকে "চৌড়া" বলে।

গোবি। উঠ! জাগ! ওহে বভ্রু! চোর! চোর! চোর!
অন্বেষণ কর গিয়া অন্তঃপুরে তব!
দেখ সেথা আছে কি না তনয়া তোমার,
ধনরত্ন আর যত! চোর! চোর! চোর!

(উপরে জানালার সমীপে বভ্রুবাহনের প্রবেশ।)

বভ্রু। কিসের এ কোলাহল? কি হ'য়েছে হেথা?
রঘু। আছে তব অন্তঃপুরে পরিবার সব?
গোবি। রুদ্ধ আছে গৃহদ্বার?
বভ্রু। কেন? কি হ'য়েছে?
গোবি। হায় মন্ত্রী, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে তোমার!
তস্কর প্রবেশি' গৃহে, ক'রেছে হরণ
জীবন-সর্ব্বস্ব তব! কর অন্বেষণ;
দেখ গিয়ে অন্তঃপুরে লজ্জা যদি থাকে!
বভ্রু। পাগল বুঝিরে তোরা?
রঘু। মন্ত্রী মহাশয়,
চিনিতে আমারে তুমি পার নাই বুঝি?
বভ্রু। আমি তো চিনি না তোরে!
রঘু। আমি রঘুনাথ।
বভ্রু। সেই রঘুনাথ? আবার এখানে তুই?
নিষেধ ক'রেছি তোরে আসিতে আমার

দুয়ার-সমীপে। বলিয়াছি তোরে আমি
সরল অন্তরে, অসম্ভব আশা তোর
পরিণয় মম-কন্যা-সনে। তবু আজ
মদ্যপানে মাতোয়ারা, নির্ভয়-হৃদয়,
কি সাহসে পুনঃ তুই আসিয়া হেথায়,
সুষুপ্ত ছিলাম আমি, জাগালি আমায়ে ?

রঘু। মন্ত্রী মহাশয়! মহাশয়! মহাশয়!

বভ্রু। কিন্তু এর প্রতিশোধ, জানিও নিশ্চয়,
দিতে পারি আমি তোরে ইচ্ছা যদি করি।

রঘু। বলিতে এসেছি যাহা শুন মহাশয়!

বভ্রু। আমার প্রাসাদে চোর! অসম্ভব কথা!
রাজমন্ত্রী আমি ; আমার এ সৌধ নহে
কৃষক-কুটীর!

রঘু। শুন মন্ত্রী মহাশয়,
তোমারি মঙ্গল-তরে আসিয়াছি হেথা।

গোবি। চাপিয়াছে ভূত বুঝি ঘাড়েতে তোমার,
আমাদের কথা তাই শুনি' এ সময়,
হিতাহিত-জ্ঞান তুমি গিয়াছ ভুলিয়া ?

বভ্রু। কে তুই পাষণ্ড ?

গোবি। আর তুমি—রাজমন্ত্রী!

বভ্রু। প্রতিফল পাবে তুমি শুন রঘুনাথ।

রঘু। করিও উচিত যাহা ; কিন্তু কহি শুন,—
জানি না সম্মতি তব আছে কি না এতে,
(ভাব দেখি' বোধ হয় থাকিতেও পারে !)—
সুন্দরী তনয়া তব, এ ঘোর নিশীথে,
নরাধম, পশুতুল্য রুদ্রসেন-সনে
করিয়াছে পলায়ন গৃহ ত্যাগ করি'।
তোমার আদেশে যদি হ'য়ে থাকে ইহা,
অন্যায় ক'রেছি বটে আসিয়া হেথায়.।
কিন্তু নাহি জান যদি আজি এ ঘটনা,
অনুচিত ক্রোধ তবে। বৃথা অপমান
করি আপনারে আমি, কি সাধ্য আমার ?
চন্দ্রাবতী করিয়াছে ঘোর প্রতারণা
আপনার সনে ; কুল-শীল-মানে আজ
দিয়া জলাঞ্জলি, করিয়াছে পলায়ন
নীচ-কুলোদ্ভূত সেই রুদ্রসেন-সনে,
থাকিবার স্থান যার নাহি এ জগতে।
সন্ধান করিয়া দেখ অন্তঃপুরে গিয়া,
আছে কি না চন্দ্রাবতী ; প্রবঞ্চনা যদি,
বিচার-আসনে আমি হইব দণ্ডিত।
বজ্র। কে আছিস্, শীঘ্র আন্ প্রদীপ জ্বালিয়া !
সত্য বুঝি হ'ল আজ নিশার স্বপন !

কাঁপিছে হৃদয় মম শুনি এ বারতা !
কোথা ওরে ভৃত্যগণ !—আয় ত্বরা করি' !

[ভিতরে প্রস্থান।

গোবি। বিদায় এখন তবে ; থাকিলে হেথায়,
অনিষ্ট ঘটিতে পারে। প্রকাশ্যে বৈরিতা
রুদ্রসেন-সনে—নহে বিহিত আমার ;
জানিতে পারিবে সব থাকি যদি হেথা।
আজিকার ঘটনায় বিরাগ জন্মিতে
পারে রাজার অন্তরে ; কিন্তু পদচ্যুত
রুদ্রসেনে করিবারে নাহিক ক্ষমতা।
আক্রমিতে সৌরদ্বীপ ভট্টি-দস্যুদল
সজ্জিত সমরে আজি ; রুদ্রসেন বিনা
কে আছে এমন যুঝিবে তাদের সনে ?
নরক-যন্ত্রণা-সম ঘৃণা করি তারে ;
স্বকার্য্য সাধিতে কিন্তু দেখাইব তবু
বাহ্যিক প্রণয়। যাই তবে তার কাছে ;
অতিথিশালায় তারে পাইবে দেখিতে।
সঙ্গে ল'য়ে এস তুমি মন্ত্রী-অনুচরে,
সেইখানে হবে আজ আবার সাক্ষাৎ।

[প্রস্থান।

(বক্রবাহন ও আলোকহস্তে ভৃত্যগণের প্রবেশ।)

বক্র। হায়! এযে সত্য কথা, চন্দ্রা গৃহে নাই!
জীবনে আমার ধিক্! মৃত্যু বাঞ্ছনীয়।
বল রঘুনাথ, তারে কোথা দেখেছিলে?
দুঃখিনী বালিকা হায়!—বলিলে না তুমি
রুদ্রসেন-সনে?—কি বিষম বিড়ম্বনা!
কন্যার জনক হ'তে কে চাহিবে আর?
চিনিলে কেমনে তারে?—ভাবি নাই কভু,
চন্দ্রা প্রতারণা হেন করিবে আমারে!
ব'লেছিল কিছু যবে দেখিলে তাহারে?
আরো আলো আন্ তোরা। আত্ম-বন্ধু যত
আছে মম, ডাক্ সবে।—বল রঘুনাথ,
হ'য়েছে কি এতক্ষণে বিবাহ তাদের?

রঘু। আমার তো বোধ হয়—হ'য়েছে বিবাহ।

বক্র। হায় ভগবান্! চন্দ্রা কেমনে আসিল
অন্তঃপুর হ'তে? পিতৃসনে তনয়ার
একি প্রবঞ্চনা? আজি হ'তে যেন হায়!
দেখে যদি শতগুণ পিতা তনয়ার,
তবুও তাহারে যেন না করে বিশ্বাস।
আছে কি হে রঘুনাথ, ইন্দ্রজাল হেন,
সরলা বালিকা যাতে হয় আত্মহারা?
পুরাণে কি পড়িয়াছ?

রঘু। শুনিয়াছি বটে।

বজ্র। দাদাকে ডাকৃরে তোরা!—দিলাম না কেন
বিবাহ তোমার সনে!—চল চারিদিকে।
জান কি তাদের দেখা পাইব কোথায়?

রঘু। চলুন আমার সঙ্গে বহু লোক ল'য়ে,
দেখাইয়া দিব আমি কোথায় তাহারা।

বজ্র। দয়া করি' সঙ্গে চল। প্রতি গৃহ হ'তে
ছুটিয়া আসিবে লোক আমারে দেখিয়া।
সশস্ত্র হইয়া সবে চল্ ত্বরা করি',
নিশার প্রহরিগণে আন্‌রে ডাকিয়া!
চল সখা রঘুনাথ, পাবে পুরস্কার।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—অপর রাজপথ।

(রুদ্রসেন, গোবিন্দপ্রসাদ ও আলোকহস্তে ভৃত্যগণের প্রবেশ।)

গোবি। সংগ্রামে অরাতি কত ক'রেছি নিধন;
কিন্তু ইচ্ছা করি' কভু পারি না করিতে
নরহত্যা, পাপভয়ে; নতুবা নিশ্চয়,
অস্থিচূর্ণ এতদিনে করিতাম তার।

রুদ্র। ভালই ক'রেছ।

গোবি। কিন্তু গালি দেয়, কত

নিন্দা করে আপনারে ; একি প্রাণে সয় ?
অতি কষ্টে ক্রোধাবেগ করিয়া শমিত,
পাপভয়ে শুধু তারে করিয়াছি ক্ষমা।
সে যা হ'ক্, সত্য করি' বলুন আমারে,
বিবাহ কি হইয়াছে মন্ত্রীকন্যা-সনে ?
নৃপতির প্রিয়পাত্র মন্ত্রী অতিশয়,
আশঙ্কা আমার মনে হয় সদা,—অবশেষে
কাড়ি' ল'য়ে যায় মন্ত্রী কন্যা আপনার ;
না জানি আবার কিবা অনর্থ ঘটায় !

রুদ্র। করুন যা' অভিরুচি তাঁর। করিয়াছি
বহুকাল রাজসেবা ; আবেদন তাঁর
শুনিবে না কেহ। আবশ্যক হয় যদি,
জানিবে সকলে,—রাজকুলে জন্ম মম ;
নহি আমি কুলে শীলে হীন কোন মতে।
প্রাণের সহিত ভাল নাহি বাসিতাম
যদি সুমুখী চন্দ্রারে, তবে কি গোবিন্দ,
করিতাম বিনিময় স্বাধীন জীবন
জলধির যাবতীয় রত্নরাজি-তরে ?
একি ! কে আসিছে এরা আলোক লইয়া ?

গোবি। এরা মন্ত্রী-অনুচর। প্রস্থান করুন
প্রভু, গৃহের ভিতরে।

রুদ্র। লুকাইব কেন ?
দেখুক জগৎ আজ গৌরব, মর্য্যাদা,
আর নিষ্পাপ হৃদয় ক্ষুণ্ণ নহে মম।
এরা মন্ত্রী-অনুচর ?

গোবি। এ নহে তাহারা !

রুদ্র। রাজদূতগণ সঙ্গে প্রতিনিধি মম।

(কেশব ও রাজদূতগণের প্রবেশ।)

কি সংবাদ বন্ধুগণ ! এত রাত্রে কেন ?

কেশ। সেনাপতে, নৃপবর আপনার সনে
সাক্ষাৎ করিতে চান্ মুহূর্ত্ত-ভিতরে,
রাজকার্য্য-হেতু।

রুদ্র। সে কি ? কি সংবাদ বল !

কেশ। সৌরাষ্ট্র-প্রদেশ হ'তে এসেছে সংবাদ,
ভট্টিদস্যুদল আজি সজ্জিত সমরে
আক্রমিতে সৌরদ্বীপ। দূতগণ-মুখে
শুনি' এ বারতা, সভাসদ্‌গণ সবে
আপনার প্রতীক্ষায় সভায় আসীন ;
ত্বরায় এসেছে দুত আপনার তরে।

রুদ্র। মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর, আসিব এখনি।

[প্রস্থান।

কেশ। গোবিন্দ, এখানে কেন সেনাপতি আজ ?

গোবি। আজ অনেক টাকার মাল মেরেছেন
চৌড়া মহাশয়,
তিনি থাক্‌বেন সুখে জন্মের মতন
ভাগ্যে যদি সয় !

কেশ। কি অর্থ ইহার ?

গোবি। বিবাহ হ'য়েছে তাঁর।

কেশ। কার সঙ্গে হ'ল ?

গোবি। বলি সব, শুন সবে।

(রুদ্রসেনের পুনঃ প্রবেশ।)

এস তবে যাই, সেনাপতি মহাশয় !

রুদ্র। চল তবে।

কেশ। দেখুন আবার কত লোক !

গোবি। এতো দেখি মন্ত্রী ! সাবধান হও প্রভো !
মন্দ অভিসন্ধি আছে অন্তরে ইহার।

(বভ্রুবাহন, রঘুনাথ ও সশস্ত্র সৈন্যগণের প্রবেশ।)

রুদ্র। হইও না অগ্রসর !

রঘু। মন্ত্রী মহাশয়,
এই সেই রুদ্রসেন !

বভ্রু। মার তস্করেরে !

(উভয় দলের অসি নিষ্ক্রমণ।)

গোবি। এস তবে রঘুনাথ, তুমি আর আমি!
রুদ্র। কাজ নাই, কোষবদ্ধ কর তরবারি;
হারাইবে ধার অসি শিশির লাগিলে।
মন্ত্রী মহাশয়, সম্মান করি তোমারে
বয়োবৃদ্ধ বলি'; অস্ত্রে নাহি প্রয়োজন।
বজ্র। ওরে রে তস্কর! কোথা রেখেছিস্ বল্
তনয়া আমার, তুই? জানিরে দুর্বৃত্ত
ইন্দ্রজালে বশীভূত ক'রেছিস্ তারে;
নতুবা সম্ভব কভু, সরলা বালিকা,
সুশীলা সুন্দরী হেন,—হৃদয় কাঁপিত
যার বিবাহের নামে, পরিণয়প্রার্থী
কত উচ্চকুলোদ্ভূত, সুন্দর যুবক,
উপেক্ষিয়া তা' সবারে,—অবশেষে কিনা
ত্যজিয়া পিতার গৃহ, হাসায়ে জগৎ,
কৃষ্ণকায় চোড়ে আজ পতিত্বে বরিল,
আতঙ্কে শিহরে' উঠে হেরিলে যাহারে!
কে বলিবে, অনুমান সত্য নহে মম?
মায়াজালে বদ্ধ করি' অবলা বালায়,
কোমল হৃদয় তার, ঔষধের গুণে,
ক'রেছিস্ কলুষিত। প্রমাণ করিব

আমি, অসম্ভব নহে—সত্য এ ঘটনা।
করিলাম বন্দী তোরে; সমাজবিরুদ্ধ,
আর নীতিবিগর্হিত, ইন্দ্রজাল-বিদ্যা!
ঘোর অপরাধী তুই।—বন্দী কর্ এরে;
যাইতে না চায়—জোর ক'রে ল'য়ে চল্।

রুদ্র। ক্ষান্ত হও বীরগণ! করি হে নিষেধ,
স্বপক্ষ বিপক্ষ মম উভয়েরে আমি।
যুদ্ধের বাসনা যদি থাকিত আমার,
জানি না কি যুদ্ধ আমি করিব কেমনে?
বলুন আমারে তবে মন্ত্রী মহাশয়,
কোথায় যাইতে হবে বিচারের তরে?

বভ্রু। কারাগারে আপাততঃ ল'য়ে যাব তোরে,
রাজার সমীপে শেষে হইবে বিচার।

রুদ্র। যাই যদি কারাগারে, তুষ্ট কি হবেন
রাজা? দূতগণ তাঁর দেখুন এসেছে,
লইতে আমারে শীঘ্র তাঁহার নিকটে,
গুরুতর রাজকার্য্য-হেতু।

দূত। মন্ত্রিবর,
সত্য কথা। সমবেত রাজার সভায়
সভাসদ্গণ। গেছে দূত আপনারো
কাছে।

বভ্রু।   এ নিশীথে রাজা সভায় বসিয়া!
ল'য়ে চল্ এরে ; আমারো এ আবেদন
গুরুতর অতি। স্বয়ং নৃপতি কিম্বা
সভাসদ্‌গণ—হইবেন মর্ম্মাহত,
শুনিয়া আমার এই দুঃখের কাহিনী।
হেন দুরাত্মার যদি না হয় বিচার,
নীচ জন উচ্চ পদ পাইবে এবার।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—মন্ত্রণা-ভবন।

(রাজা ও সভাসদ্‌গণ উপবিষ্ট।)

রাজা। যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে কিছু মাত্র ঐক্য নাই। সুতরাং এর মধ্যে কোন সংবাদই বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয় না।

প্রথম সভা। বাস্তবিক এই সকল পত্রে নানাবিধ পার্থক্য লক্ষিত হ'চ্চে। আমি যে পত্র পেয়েছি তাতে লেখা আছে যে, একশত সাতটি রণতরি সজ্জিত হ'য়েছে।

রাজা। আমার পত্রে একশত চল্লিশ রণতরির কথা লেখা আছে।

দ্বিতীয় সভা। আর আমার পত্রে দুই শত রণতরির কথা

লেখা আছে। কিন্তু এ সকল পার্থক্য সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, অনেকগুলি ভট্টি-রণতরি সৌরাষ্ট্রদ্বীপের দিকে অগ্রসর হ'চ্চে।

রাজা। তাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং এই সকল পত্রে নানাবিধ পার্থক্য আছে ব'লে, আমাদের নিশ্চিত হ'য়ে থাকা কোন মতেই উচিত নয়। আমার মতে আমাদের এখনি প্রবল-পরাক্রম শত্রুদলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। —এই যে মন্ত্রিবর ও সেনাপতি রুদ্রসেন আস্‌চেন!

(বভ্রুবাহন, রুদ্রসেন, গোবিন্দপ্রসাদ, রঘুনাথ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

রাজা। বীর রুদ্রসেন! যাও শীঘ্রগতি তুমি
সৌরাষ্ট্র-নগরে; সমবেত সেথা আজ
এ রাজ্যের চিরবৈরী ভট্টি-দস্যুদল।
[বভ্রুবাহনের প্রতি]
মন্ত্রিবর! আজ ঘোর বিপত্তি-সময়,
আশা ছিল দিবে তুমি সুমন্ত্রণা। কিন্তু—

বভ্রু। ক্ষম অপরাধ প্রভো! আসি নাই আজি
হেথা রাজকার্য্য-হেতু। যে ঘোর বিষাদে
কাতর হৃদয় মম, তিলমাত্র নাহি স্থান

অন্ত-চিন্তা-তরে। ভাঙ্গিলে নদীর সেতু,
প্রবল প্রবাহে যথা ছুটে স্রোতস্বতী—
ডুবায়ে ভাসায়ে সব যা পড়ে সম্মুখে,
আকুল তেমতি আমি বিষাদ-তরঙ্গে।

রাজা। কেন? কি হ'য়েছে বল—কিসের বিষাদ?

বজ্র। হায়! হায়! কন্যা মম!

রাজা ও
সভাসদ্। মৃত্যু হ'য়েছে?

বজ্র। আমার নিকটে বটে মৃত্যুর সমান!
কুহকে, ঔষধগুণে বশ করি' তারে,
কোমল হৃদয় তার করি' কলঙ্কিত,
ল'য়ে গেছে তারে চোর মম গৃহ হ'তে!
প্রকৃতির বিপর্য্যয়, বিচিত্র এমন,
ইন্দ্রজাল বিনা ইহা সম্ভব কি কভু?

রাজা। এ সাহস যার, চাতুরী করিয়া কন্যা
হ'রেছে তোমার, আপনি বিচার করি'
লিখিবে দণ্ডাজ্ঞা তার রুধির-অক্ষরে;—
পুত্রসম প্রিয় কেন হ'ক্ না সে জন।

বজ্র। ধন্য মহারাজ! সেই অপরাধী নহে
অন্য আর কেহ—এই সৌর-সেনাপতি,
প্রভুর আদেশে আজ সভায় আসীন।

রাজা ও
সভাসদ্। একি নিদারুণ কথা!
রাজা। কহ রুদ্রসেন,
উত্তর কি দাও তুমি শুনিতে বাসনা।
বভ্রু। উত্তর কি আছে আর? সত্য এ সকলি।
রুদ্র। শুনুন রাজন্! প্রবলপ্রতাপ প্রভো!
সত্য আমি আনিয়াছি বৃদ্ধের তনয়া;
বিবাহ ক'রেছি তারে—এই অপরাধ
মম—নহে অন্য কিছু। মিষ্ট সম্ভাষণ
আর মধুর বচন, জানি না কেমন;
সপ্তমবর্ষীয় শিশু ছিলাম যখন,
সে অবধি এ জীবন ক'রেছি যাপন
সমর-প্রাঙ্গণে; এ বিপুল ধরাধামে
যুদ্ধ বিনা আর কিছু না পারি বর্ণিতে;
অক্ষম উত্তর দিতে আত্ম-সমর্থনে।
তবে যদি ধৈর্য্য ধরি' শুন দয়া করি',
নিবেদিব প্রভো! প্রণয়ের কথা মম।
কহিব স্বরূপ, সত্য, সরল কাহিনী;—
কি কুহকে, কোন্ ইন্দ্রজালে, কি ঔষধে,
কিম্বা কি কৌশলে, কোন্ মোহমায়া-জালে,
(অভিযুক্ত আজি আমি এই অপরাধে)—
লভিনু কেমনে আমি তনয়া তাঁহার।

বক্র। মূর্ত্তিময়ী সরলতা ! শান্ত ধীর এত
প্রকৃতি তাহার,—ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা সদা
হেরি' আপনারে ; এমন সরলা বালা,
প্রকৃতি, বয়স, রূপ, কুল, মান সব,
দিল কিনা জলাঞ্জলি চৌড়ার প্রণয়ে—
ভয় পায় হেরি' যার বিকট আকার ?
বিবেকবিহীন অতি নিশ্চয় সে জন,
যে বলে সম্ভব কভু হয় এ জগতে,
চারুশীলা প্রকৃতির হেন মতিভ্রম।
পৈশাচিক ইন্দ্রজাল, কে কহিবে নহে
কারণ ইহার ? কহিছি আবার তাই,
কুহকে নির্ম্মিত কোন ঔষধ প্রয়োগে
করিয়াছে বশ তারে এই দুষ্টমতি !

রাজা। শুন মন্ত্রিবর, চাক্ষুষ প্রমাণ কিছু
আছে কি ইহার ? সম্ভব কি অসম্ভব
কে বলিতে পারে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনা।

১ম সভা। কিন্তু রুদ্রসেন, কহ তুমি সত্য করি',—
ইন্দ্রজালে কিম্বা কোন ঔষধ প্রয়োগে
ক'রেছ কি বশীভূতা সরলা বালায় ?
হইয়া সম্মত কিম্বা তোমরা উভয়ে,
করিয়াছ হৃদয়ের প্রেম-বিনিময় ?

রুদ্র। মিনতি আমার, ডাকি সেই রমণীরে
এই সভাস্থলে, জিজ্ঞাসা করুন তারে
পিতার সম্মুখে তার। মন্দ আচরণ
করিয়াছি আমি, যদি কহে সে রমণী,
পদচ্যুত করি' মোরে, জীবন-দণ্ডাজ্ঞা
মম কর অনুমতি।

রাজা। ডাক তবে তারে।

রুদ্র। গোবিন্দ, চন্দ্রারে শীঘ্র ল'য়ে এস তুমি।

[গোবিন্দপ্রসাদ ও অনুচরগণের প্রস্থান।

ততক্ষণ দেব, যদি হয় অনুমতি,
ধর্ম্মসাক্ষী করি' আমি কহিব সকল,
কেমনে উভয়ে মোরা উভয়ের প্রতি
হইলাম অনুরাগী।

রাজা। বল, রুদ্রসেন।

রুদ্র। পিতা বালিকার করিতেন স্নেহ মোরে ;
নিমন্ত্রণ করি' তাই আপন আলয়ে,
করিতেন অনুরোধ বর্ণিতে আমায়,
জীবনের ইতিহাস—পূর্ব্বাপর সব।
যুদ্ধ, অবরোধ, অদৃষ্ট-কাহিনী মম
বর্ণিতাম আমি সব শৈশব অবধি।
কহিনু তাঁহারে কত বিপদ্-কাহিনী,

বিচিত্র ঘটনা কত সাগরে, সংগ্রামে ;
ভীষণ সমরভূমে বাঁচিনু কেমনে,
কেমনে দুর্দ্দান্ত অরি ক্রীতদাস করি'
বিক্রয় করিল মোরে ; লভি' অব্যাহতি,
কেমনে আবার ফিরিলাম কত দেশে,
গভীর গহ্বর, জনশূন্য মরুস্থলী,
অভ্রভেদী গিরিচূড়া, অরণ্য, পর্ব্বত,
দেখিলাম কত নর বিপুল ধরায়,
কহিতাম একে একে আমি তাঁরে সব ;—
নরমাংসভোজী কত রাক্ষসের কথা
ভয়ঙ্কর-রূপ নর দেখিলাম কত—
মস্তক উপরে যার স্কন্ধ বিরাজিত।
অতীব আগ্রহে চন্দ্রা শুনিত এসব,
গৃহকার্য্যে অবসর পাইলে তখনি
অতৃপ্ত শ্রবণে কথা শুনিত আমার।
এক দিন একাকিনী বসিয়া বিরলে,
কহিল আমারে বালা অতীব আগ্রহে,
"জীবনের ইতিহাস পূর্ব্বাপর সব,—
অংশমাত্র তার শুধু শুনিয়াছি আমি,—
শুনিবারে কৌতূহল হ'তেছে আমার।"
সম্মত হইনু আমি। বর্ণিতাম যবে
শৈশবে যাতনা আমি সহিয়াছি যত,

ভাসিত বদন তার নয়ন-সলিলে ;
কহিত কাতর প্রাণে বিষাদে নিশ্বাসি',
"মরি কি বিচিত্র তব করুণ কাহিনী ?
কে কবে শুনেছে হায় ! জগতে এমন ?
হায় ! কেন শুনিলাম এ সকল কথা ?"
আবার কহিত, "হায় রে ! বিধাতা যদি
এ হেন পুরুষ করি' সৃজিতেন মোরে !
ধন্য তুমি ! থাকে যদি বন্ধু কেহ তব,
প্রেমাকাঙ্ক্ষী মম, শিখাইয়া দিও তারে
কহিবারে এ কাহিনী এমনি করিয়া,
মন-প্রাণ তার করে সমর্পিব আমি ।"
বুঝিয়া তখন আমি মনোভাব তার,
কহিলাম তারে নিজ অন্তরের কথা ।
বিষাদ-কাহিনী শুনি' হ'ল বিগলিত
কোমল হৃদয়, তাই সে বাসিল ভাল ।
ভাল বাসিলাম আমি—দেখিলাম যবে,
গলিল হৃদয় তার মম দুঃখ শুনি' ।
এই ইন্দ্রজাল মম, কহিলাম সব ;—
আসিয়াছে চন্দ্রা, করুন জিজ্ঞাসা তারে ।

(চন্দ্রাবতী, গোবিন্দপ্রসাদ ও অনুচরগণের প্রবেশ ।)

রাজা । শুনিয়া এ সব কথা, আমারো তনয়া
হইত মোহিতা ! তাই বলি মন্ত্রিবর,

নাহি প্রয়োজন বৃথা এ কলহে আর ;
ভগ্ন তরবারি ভাল রিক্ত হস্ত হ'তে।

বজ্র। শুনুন, কি বলে চন্দ্রা—মিনতি আমার।
কহে যদি, মিথ্যা অভিযোগ মম, কিম্বা
নিজে সে সম্মতা হ'য়ে ক'রেছে বিবাহ—
অভিশপ্ত হব আমি। কহ বৎসে! তবে,
এ রাজ-সভায় যাঁরা সমবেত আজ,
কে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয় অতি?

চন্দ্রা। পূজনীয় পিতৃদেব! দুই জন হেথা
আরাধ্য আমার। তুমি মম জন্মদাতা,
শিক্ষাগুরু, ইহলোকে পরম আরাধ্য ;—
কিন্তু পতি মম হেথা। জননী আমার,
ত্যজি' পিতৃধাম যথা পতিসেবা-তরে,
পূজিতেন ভক্তিভরে তোমার চরণ,
সম্মানভাজন পতি তেমনি আমার।

বজ্র। ক্ষান্ত হও বৎসে! খুব শিক্ষা দিলে মোরে।
মহারাজ! রাজকার্য্য করুন এখন।
পালিব পরের কন্যা আপন করিয়া,
চাহি না ইহারে তবু। শুন রুদ্রসেন,
দিলাম তোমারে আজ অতি সমাদরে—
লভিয়াছ যারে তুমি—প্রাণপণে আমি

রাখিতাম যারে তোমার নিকট হ'তে।
এই সুখ বৎসে! নাহি আর কন্যা মম;
নতুবা হ'তেম নিষ্ঠুর জনক, হেরি'
দৃষ্টান্ত তোমার, রক্ষা-হেতু তাহাদের।
মহারাজ! কার্য্য শেষ হ'য়েছে আমার।

রাজা। সুমন্ত্রণা শুন মন্ত্রি! দিতেছি তোমারে,
নবীন দম্পতি এই যেন অবশেষে
লভিতে আবার পারে প্রসাদ তোমার।
উপায় নাহিক যবে বিষাদে কি ফল?
ডুবিলে আশার তরি তরঙ্গ সম্বল।
অতীত-অনর্থ-তরে করিলে রোদন,
ডেকে আনা হয় তাতে অনর্থ নূতন।
অদৃষ্ট-লিখন যাহা নাহি প্রতিকার,
কাতর না করে তারে ধৈর্য্য আছে যার।
যে হাসে যখন চোর করে পলায়ন,
চোরের উপর চুরি করে সেই জন।
বিষাদে ব্যথিত যার চিত্ত অকারণ,
ডেকে আনে অমঙ্গল নিজে সেই জন।

বজ্র। দিন না আসিতে তবে ভট্টি-দস্যুদলে,
ধৈর্য্য ধরি' ব'সে রব আমরা সকলে।
মধুর সান্ত্বনা-বাক্য ভাল লাগে তার,

যাতনায় ক্লিষ্ট নহে অন্তর যাহার।
কাতর হৃদয় যার মানে না সান্ত্বনা,
ধৈর্য্যের আশ্রয় তার বৃথা বিড়ম্বনা।
সুধাসম কারো কাছে প্রবোধ-বচন,
কাহারো হৃদয়ে করে বিষ বরিষণ।
অদৃষ্ট নিষ্ঠুর কিম্বা অতি প্রীতিময়,
উপদেশ গ্রহণের নহে এ সময়।

এখন প্রার্থনা, মহারাজ, দয়া ক'রে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন।

রাজা। ভট্টিদস্যুদল বিপুল আয়োজনে, সিন্ধুতীরে সৌরাষ্ট্র-দ্বীপের অচলগড় দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হ'চ্চে! রুদ্রসেন, এই স্থানের বিষয়, তোমার নিকট কিছুই অবিদিত নয়। সেখানে চন্দ্রনাথ নামে একজন অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি আছেন সত্য, কিন্তু সকলের মত, এই দুরূহ ব্যাপারে তুমি তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত। তাই তোমাকে আপাততঃ নব পরিণয়ের প্রীতিময় আনন্দ উৎসব পরিত্যাগ ক'রে, এই অতি ভীষণ, বিপদ্-সঙ্কুল যুদ্ধ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।

রুদ্র। মহারাজ! অভ্যাসের কঠোর শাসনে,
সংগ্রামের শরশয্যা আমার নিকটে
কোমল কুসুম-শয্যা-সম। সত্য কহি,
অতুল আনন্দে আমি করি আলিঙ্গন

বিপদেরে। শিরোধার্য্য প্রভুর আদেশ।
কিন্তু মহারাজ! আজি করি এ মিনতি,
দেহ যোগ্য অনুমতি চন্দ্রাবতী-তরে,
কোথায়, কাহার সনে, কি ব্যয়ে, কি রূপে,
সসম্ভ্রমে, নিরাপদে, থাকিতে সে পারে।

রাজা। আপাততঃ পিতৃগৃহে, আপত্তি তোমার
যদি নাহি থাকে।

বভ্রু। সেখানে হবে না স্থান!

রুদ্র। আমিও চাহি না।

চন্দ্রা। আমিও না চাহি তাহা।
মনঃক্লেশ পাইবেন পিতা, থাকি যদি
নয়ন-সম্মুখে তাঁর। সরলা বালিকা
আমি, দয়া করি' শুনিয়া মিনতি মম,
করুন বিধেয় যাহা।

রাজা। কহ, কি মিনতি?

চন্দ্রা। ত্যজি পিতৃধাম আর সম্পদ-বিভব,
আসিয়াছি আমি রুদ্রসেন-সহবাসে,—
বিদিত জগতে তাহা। হৃদয় আমার
অসংখ্য সদ্‌গুণে দেব! বিমোহিত তাঁর;
হেরিয়া অনিন্দ্য রূপ হৃদয়ে তাঁহার,
পবিত্রহৃদয় এই বীরের প্রণয়ে,

উৎসর্গ ক'রেছি আমি জীবন আমার।
যাবেন সংগ্রামে তিনি, আর একাকিনী
থাকিব হেথায় আমি নিরুদ্বেগ মনে,
পতিব্রতা রমণীর এই কি বিহিত ?
দেহ অনুমতি দেব! সঙ্গে যাই তাঁর।

রুদ্র। দেহ আজ্ঞা মহারাজ! জানেন বিধাতা,
আত্মসুখ-তরে, ভিক্ষা নাহি মাগি আমি,
নহি আমি ইন্দ্রিয়ের দাস এ বয়সে,
চাহি তুষিবারে পবিত্র হৃদয় তার।
ভাবিও না প্রভো! সঙ্গে গেলে চন্দ্রাবতী,
যে দুরূহ মহাব্রতে নিয়োজিত আমি,
রমণীর সহবাসে ভুলিব তাহায়।
কন্দর্পের শরে যদি হ'য়ে বিমোহিত,
ক্রীড়ার পুত্তলি-তরে আত্মহারা হ'য়ে,
অবহেলা করি আমি কার্য্য আপনার,—
খণ্ড খণ্ড করি' এই শিরস্ত্রাণ মম,
পরে যেন নারীগণ নূপুর করিয়া!
সহস্র বিপদে যেন হ'য়ে নিপতিত,
ঘৃণিত হইয়া থাকি, এ জগত-মাঝে!

রাজা। কর অভিরুচি যাহা; সঙ্গে ল'য়ে যাও—
কিম্বা রাখ হেথা তারে; আবশ্যক অতি
অবিলম্বে যুদ্ধ-যাত্রা আজি সিন্ধুতীরে।

১ম সভা। অন্য রাত্রে যেতে হবে।

রুদ্র। অতীব আনন্দে।

রাজা। প্রভাতে আবার কল্য, সভাসদ্‌গণ!
হইব সকলে সমবেত এ সভায়।
রুদ্রসেন, রেখে যাও কোন লোক হেথা,
শুনিবে সংবাদ সব তার প্রমুখাৎ,
আবশ্যক যাহা কিছু হবে, ভবিষ্যতে।

রুদ্র। থাকিবে রাজন্, হেথা সহকারী মম,
অতীব বিশ্বস্ত আর সাধু এইজন;
ইঁহারি নিকটে আমি রাখিব চন্দ্রারে।
রাজ-অনুমতি হ'লে, আসিবেন ইনি
আমার নিকটে ল'য়ে প্রভুর আদেশ।

রাজা। সভাভঙ্গ আজি তবে।—শুন মন্ত্রিবর!
অতুল ধর্ম্মের জ্যোতি অতি মনোহর,
জামাতা তোমার তাই পরম সুন্দর!

১ম সভা। বীর রুদ্রসেন! তবে বিদায় এখন।
রাখিও যতনে সদা এ নারী-রতন।

বভ্রু। দেখিও ইহারে সৌর! অতি সাবধানে।
চক্ষু যদি থাকে তব দেখিতে পাইবে,
এ নারী পিতার মত পতিরে ছলিবে।

[রাজা, বভ্রুবাহন ও সভাসদ্‌গণের প্রস্থান।

রুদ্র। [স্বগত] তিলমাত্র নাহি তাহে সন্দেহ আমার !
[প্রকাশ্যে] গোবিন্দ, তোমার কাছে রাখিব চন্দ্রারে,
থাকিবেন ভার্য্যা তব নিকটে তাঁহার ;
আসিও সত্বর তুমি, ল'য়ে উভয়েরে।
চল চন্দ্রা, অর্দ্ধ যাম মাত্র আছে আর
অবকাশ মম ; সময় সংক্ষিপ্ত অতি।

[রুদ্রসেন ও চন্দ্রাবতীর প্রস্থান।

রঘু। গোবিন্দ !

গোবি। কি বল, ভায়া ?

রঘু। বল, কি করি এখন ?

গোবি। কেন ? শয্যায় শয়ন ক'রে সুখে নিদ্রা যাও !

রঘু। আমি এখনি জলে ডুবে ম'র্‌ব।

গোবি। তা হ'লে আর আমি তোমাকে ভালবাস্‌ব না। এ কুমতি তোমার কেন হ'ল, ভায়া ?

রঘু। বেঁচে থাক্‌লে যখন যন্ত্রণা বই আর কিছুই নাই, তখন বেঁচে থাকাই কুমতি। আর মরণ হ'লে যখন যন্ত্রণার অবসান হয়, তখন মরণই একমাত্র ঔষধ।

গোবি। কি ঘৃণার কথা ! এই আমার আটাশ বৎসর বয়স হ'ল, এর মধ্যে,—যত দিন থেকে ক্ষতি আর লাভের বিচার ক'র্‌তে শিখেছি,—আমি এমন একটীও লোক দেখ্‌লেম না যে, নিজের ভাল নিজে ক'র্‌তে জানে। যদি আমি বলি, একটা

কুচরিত্রা সামান্যা স্ত্রীলোকের জন্য জলে ডুবে ম'র্‌ব, তা হ'লে আমি মানুষ নই—বানর!

রঘু। কি করি বল। স্বীকার করি, এ রকম অন্ধ ভালবাসা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়। কিন্তু এর প্রতিবিধান করা আমার মনের ধর্ম্ম নয়।

গোবি। মনের ধর্ম্ম আবার কি? এ সব তো কথার কথা। আমরা কেমন হব, কি ক'র্‌ব, সে তো আমাদেরই হাত। আমাদের এই দেহ বাগানের মত, আর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা সেই বাগানের মালী। বাগানে কাঁটা হবে, কি ফুলের গাছ জন্মাবে, সে তো আমাদেরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কাঁটা গাছ, ফুলের গাছ, শাক-সব্‌জী, তরু-লতা, যার বীজ রোপণ ক'রে চাষ ক'র্‌ব, তারি আবাদ হবে। আলস্য করি, ঘাস জন্মে জমি অকর্ম্মণ্য হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বে। আর যদি পরিশ্রম করি, তো এই জমিতে আবার ফল-ফুলের বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। সে কেবল আমাদেরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বই তো নয়। আমাদের ষড়রিপু আর ইন্দ্রিয় সকলকে দমন কর্‌বার জন্য যদি আমাদের মনে বিবেক-শক্তির প্রাধান্য না থাকে, তা হ'লেই বিষম অনর্থ সংঘটিত হয়। কিন্তু আমাদের অন্তরের অস্থিরতা, প্রবল বাসনা, দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়-লালসাকে আয়ত্তাধীন রাখ্‌বার জন্য আমাদের হৃদয়ে বিবেকশক্তি আছে।

রঘু। আমার পক্ষে তো এ অসম্ভব।

গোবি। সে কেবল তোমার ইন্দ্রিয়-লালসা তোমার স্বাধীন ইচ্ছার আয়ত্তাধীন নয় ব'লে। ভায়া! ধৈর্য্য ধ'রে মানুষের মত কাজ কর। ছি—ছি! জলে ডুবে ম'র্‌বে? বনবিড়াল আর জঙ্গ্‌লী কুকুরকে জলে ডুবিয়ে মার। তুমি কেন জলে ডুবে ম'র্‌তে যাবে? আমি তো অঙ্গীকার ক'রেছি, তোমার কার্য্য উদ্ধার ক'রে, আমি চিরকাল তোমার সঙ্গে সৌহার্দ্যসূত্রে বদ্ধ থাকৃব। এখন যে আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌ব, তার সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে।—তুমি ভায়া! এখন কেবল টাকার যোগাড় কর।—আমার সঙ্গে যুদ্ধস্থলে সৌরাষ্ট্রদ্বীপে চল। ছদ্মবেশে, কৃত্রিম দাড়ি প'রে চল, যেন কেহ না তোমাকে চিন্‌তে পারে।—কিন্তু ভাই, টাকা সঙ্গে লও।—নিশ্চয় জানিও, এই চৌড়া-সেনাপতির প্রতি চন্দ্রাবতীর প্রেম বড় আর অধিক দিন টেকৃচে না!—টাকার যোগাড় কর।—আর রুদ্রসেনের চন্দ্রাবতীর উপর ভালবাসাও কিছু অধিক দিন স্থায়ী হবে না। যেমন বহ্বারম্ভ দেখেছিলে, লঘুক্রিয়াও আবার তেমনি দেখ্‌তে পাবে! এই চৌড়া জাতির মনের পরিবর্ত্তন বড়ই শীঘ্র হ'য়ে থাকে।—তুমি টাকার গাঁট্‌রি বেঁধে নিয়ে চল!—চৌড়া মহাশয়ের নিকট এখন যা আকের মত মিষ্টি, কিছু দিনের মধ্যে তাই আবার চিরেতার মত তেতো হ'য়ে উঠ্‌বে। চন্দ্রাবতীরও আবার নবীন নাগরের দরকার হবে। যখন এই চৌড়ার সহবাসে তার তৃপ্তি জন্মাবে, তখন সে নিজের ভ্রম বুঝ্‌তে পার্‌বে।

এতে কোন সন্দেহ নাই!—তাই ব'ল্‌চি ভায়া! টাকার যোগাড় কর। যদি ম'র্‌তেই হয়, তবে ডুবে মরার চেয়ে যাতে মৃত্যুটা একটু সুখের হয় তাই কর! যদি একটা কাপুরুষ চৌড়ার প্রেম, আর একটা চতুরা দুষ্টা নারীর লোক দেখান সতীত্ব, আমার বুদ্ধির নিকট, আর নরকের যাবতীয় প্রেতগণের কৌশলের নিকট অতি সামান্য জিনিস হয়, তা হ'লে নিশ্চয় জানিও, চন্দ্রাবতী তোমারি হবে!—সেই জন্য ব'ল্‌চি, টাকা নিয়ে চল।—হায়! হায়! ডুবে ম'র্‌বে? এমন কথা মনেও স্থান দিও না। মনের সাধে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে মজা কর। তাকে একবার পেয়ে যদি তোমাকে ফাঁসী যেতেও হয়, সেও সুখের বিষয়; কিন্তু তাকে ছেড়ে একলা ডুবে ম'র্‌বে? ছি! এও একটা কথা? ডুবে ম'র্‌লে তো আর সে তোমার সঙ্গে যাবে না।

রঘু। যদি আশার উপর নির্ভর ক'রে আমি বেঁচে থাকি, তা হ'লে তুমি আমায় সম্পূর্ণ সাহায্য ক'র্‌বে কিনা বল।

গোবি। আমার বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।—এখন যাও, টাকার পন্থা দেখ।—আমি তোমাকে বার বার ব'লেচি, আবার ব'ল্‌চি,—আমি রুদ্রসেনকে ঘৃণা করি। আমার প্রাণের ভিতর শেল বিদ্ধ র'য়েচে! তোমারও তাই! এস, দু'জনে মিলে তার সর্ব্বনাশ করি। যদি তার চন্দ্রা তোমার হয়, তুমিও মজা ক'র্‌বে আর আমিও তামাসা দেখ্‌ব। ভবিষ্যতের পেটে যে কত ঘটনা আছে, কালে সে সকলি দেখ্‌তে পাবে।—এখন

শীঘ্র যাও; টাকার যোগাড় কর গিয়ে।—কাল আবার পরামর্শ ক'র্‌ব।

রঘু। প্রভাতে আবার কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

গোবি। তুমি আমার বাড়ীতে এস।

রঘু। আমি অতি প্রত্যূষেই তোমার কাছে আস্‌ব।

গোবি। আচ্ছা! এখন যাও তবে। [রঘুনাথের কিঞ্চিৎ দূরে গমন।] শুন—ওহে রঘুনাথ!

রঘু। [ফিরিয়া আসিয়া] কি ব'ল্‌চ?

গোবি। আর তো এখন জলে ডুবে মর্‌বার ইচ্ছা নাই? কি বল?

রঘু। না—আর আমার মনের সে ভাব নাই। আমি এখনি গিয়ে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় ক'র্‌ব।

[প্রস্থান।

গোবি। এইরূপে মূর্খজনে প্রতারিয়া সদা,
করি অর্থের সঞ্চয়। নতুবা বিফল
এই অভিজ্ঞতা মম ইহ-সংসারের,
অপব্যয় করি যদি সময় আমার—
কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হেন কাপুরুষ-সনে,
বিনা অর্থলাভ আর কৌতুক প্রচুর!
ঘৃণা করি রুদ্রসেনে; কিন্তু সেনাপতি
মনে ভাবে—আমি তার পরম সুহৃৎ;

অনুকূল ইহা অতি কার্য্য-সিদ্ধি-তরে।
কেশব ইহারি যোগ্য ; কিন্তু কি উপায়ে ?—
কাড়ি' ল'য়ে পদ তার, তাহারেই ল'য়ে
আবার করিব পূর্ণ পৈশাচিক ব্রত !
কিন্তু কেমনে হইবে ? ভাবি' দেখি পুনঃ ;—
ফেলিব কুহক-জালে মূর্খ রুদ্রসেনে,
কহিব তাহারে আমি, বরষিয়া বিষ
শ্রবণ-কুহরে তার, "কেশবের দেখি
তোমার ভার্য্যার সনে বড় মাখামাখি !"
রমণীমোহন রূপ আছে কেশবের,
সহজে সন্দেহ হবে তাহার উপরে।
সরলপ্রকৃতি সাধু সৌর-সেনাপতি
সংসারের কপটতা বুঝিতে না পারে,—
অনায়াসে আমি তারে, যে দিকে চাহিব,
নাক ধরি' ঘুরাইব গর্দ্দভের মত।
ঠিক্ তবে এই ! রোপণ করিনু বীজ।
নরক রজনী দোঁহে মিলিয়া এখন,
সম্পূর্ণ করিবে মম কল্পনা ভীষণ !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য। সৌরাষ্ট্রদ্বীপ—সিন্ধুতীর

(চন্দ্রনাথ ও নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ।)

চন্দ্র। সমুদ্র-উপরে কিছু পাইছ দেখিতে ?

১ম নাগ। উত্তাল তরঙ্গ আর জলদ ভীষণ ;
আকাশের তলে কিম্বা সাগর-উপরে,
তরণীর চিহ্ন মাত্র না পাই দেখিতে।

চন্দ্র। হেন ভয়ঙ্কর ঝড় দেখি নাই কভু !
দুর্ভেদ্য অচল-গড় কাঁপিছে সঘনে।
পর্ব্বত-সমান অই তরঙ্গের মাঝে,
প'ড়েছে তরণী যত চূর্ণ হ'য়ে গেছে ;—
না জানি কি পরিণাম পাইব শুনিতে !

২য় নাগ। পরাজিত, বিতাড়িত ভট্টিদস্যুদল।
সফেন তরঙ্গরাশি দেখুন চাহিয়া,
প্রতিহত হইতেছে জলদের ক্রোড়ে।
পবন-আঘাতে সিন্ধু নাচিয়া ছুটিয়া,
বিস্তারিয়া বীচিমালা উত্তাল ভীষণ,
উন্মত্ত হ'য়েছে আজ সৃষ্টি সংহারিতে !

পবন-বিক্ষুব্ধ হেন সাগর-তরঙ্গে,
এমন ভীষণ লীলা দেখি নাই কভু !

চন্দ্র। এ ঘোর-তরঙ্গ-মাঝে ভট্টিদস্যুদল
হইয়াছে নিমজ্জিত রণতরি-সহ।

(তৃতীয় নাগরিকের প্রবেশ।)

৩য় নাগ। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, শুন সুসংবাদ।
তুমুল-ঝটিকা-মাঝে পড়ি' অরিদল,
করিয়াছে পলায়ন ত্যজি' রণ-সাধ।
বিকানির সেনাদল আসিবে এখনি,
শত্রুতরি নিমজ্জিত সাগর-ভিতরে।

চন্দ্র। কোথায় শুনিলে তুমি কহ এ সংবাদ ?

৩য় নাগ। প্রতিনিধি-সেনাপতি কেশবের মুখে
শুনিলাম এ বারতা। বীর রুদ্রসেন
বিজয়-গৌরবে হেথা আসিছেন পুনঃ।

চন্দ্র। সুসংবাদ অতি। ধন্য বীর রুদ্রসেন !

৩য় নাগ। কেশব কাতর কিন্তু সেনাপতি-তরে ;
তরণী তাঁহার ঘোর তরঙ্গের মাঝে।

চন্দ্র। বিধাতা করেন যেন নিরাপদ তাঁরে।
স্বচক্ষে হেরেছি আমি বীরত্ব তাঁহার,
বীর-শ্রেষ্ঠ রুদ্রসেন। চল সবে যাই,—
চল যেথা উপনীত সেনাগণ সব ;

দেখি কত দূরে আসিলেন রুদ্রসেন,
উড়াইয়া জয়ধ্বজা জলধি-হৃদয়ে,
নীলসিন্ধু-সহ যথা অম্বর মিশিছে।

৩য় নাগ। আসিবেন, আশা, তিনি মুহূর্ত্ত-ভিতরে।

(কেশবের প্রবেশ।)

কেশ। ধন্য ধন্য ওহে বীর নাগরিকগণ,
প্রীত যাঁরা সেনাপতি রুদ্রসেন-প্রতি!
রক্ষ হে দেবতাগণ! বীর রুদ্রসেনে,
বিপদে পতিত তিনি তরঙ্গ-মাঝারে।

চন্দ্র। সুদৃঢ় তরণী মাঝে আছেন তো তিনি?

কেশ। অতি দৃঢ় তরি তাঁর, নাবিক সকল
কার্য্যদক্ষ, সুচতুর, বহুদর্শী অতি;
আশা তাই, আসিছেন নিরাপদে হেথা।

(চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ।)

[নেপথ্যে কোলাহল।

কেশ। কিসের এ কোলাহল?

৪র্থ নাগ। নাগরিকগণ
বিজয়-বারতা শুনি' ছাড়িয়া নগর,
দাঁড়াইয়া সিন্ধুতীরে করে জয়ধ্বনি।

কেশ। আসিছেন বোধ করি সেনাপতি তবে।

[নেপথ্যে কামানধ্বনি।

২য় নাগ। আসিতেছে মিত্রতরি নাহিক সংশয়।
কেশ। করি' অনুগ্রহ তবে দেখুন আসিয়া।

[দ্বিতীয় নাগরিকের প্রস্থান।

চন্দ্র। পরিণীত হ'য়েছেন বীর রুদ্রসেন ?
কেশ। সুখের বিবাহ অতি। আদর্শ রমণী !
তুলনা নাহিক যাঁর এ তিন ভুবনে।
বর্ণিতে সে রূপরাশি, সৃষ্টির ললাম,
কবির লেখনী হায় ! মানে পরাজয়,—
চিত্রকর তুলিকায় না পারে আঁকিতে !

(দ্বিতীয় নাগরিকের পুনঃ প্রবেশ।)

কে এসেছে ? কার নৌকা এলেন দেখিয়া ?
২য় নাগ। সহকারী-সেনাপতি গোবিন্দপ্রসাদ।
কেশ। নিরাপদে যথাকালে এসেছেন তাঁরা।
উত্তাল তরঙ্গ কিংবা ঝটিকা ভীষণ,
গভীর জলধি, প্রচ্ছন্ন প্রস্তরখণ্ড,
বালুরাশি, লুক্কায়িত সলিল-ভিতরে,—
অলক্ষ্যে থাকিয়া যারা ডুবায় তরণী,—
ভুলে যায় সবে নিজ প্রকৃতি ভীষণ,
বিমোহিত হ'য়ে যেন রূপ দরশনে—
নিরখিয়া চন্দ্রাবতী ত্রিদিব-সুন্দরী !

চন্দ্র। দেহ পরিচয় তাঁর, কে সেই রমণী ?
কেশ। প্রেম-ডোরে বাঁধা যাঁর বীর রুদ্রসেন।
গোবিন্দপ্রসাদ সঙ্গে লইয়া তাঁহারে,
এসেছেন আজি হেথা বিকানির হ'তে।
দয়াময় জগদীশ ! রক্ষ রুদ্রসেনে ;
বিপদে উদ্ধার কর তরণী তাঁহার।
নিরাপদে উপনীত হইয়া হেথায়,
প্রেম-আলিঙ্গন দিয়া সুমুখী চন্দ্রারে,
শান্ত করি' আমাদের আকুল হৃদয়—
করুন আনন্দে মগ্ন নাগরিকগণে।

(চন্দ্রাবতী, অমলা, গোবিন্দ, রঘুনাথ ও অনুচরগণের প্রবেশ।)

দেখ দেখ, নিরখিয়া অমূল্য রতন
উপনীত নিরাপদে তরণী হইতে।
নাগরিকগণ, ভূতলে পাতিয়া জানু
সম্মুখে দেবীর, কর সম্ভাষণ তাঁরে।
স্বাগত হে দেবি ! স্বর্গবাসী দেবগণ
রাখেন সতত যেন সুখে আপনারে—
বরষি' অমৃতধারা চারি ধারে তব।
চন্দ্রা। কহ ত্বরা করি, পতির সংবাদ মম !
কেশী। নিরাপদ তিনি, আসিবেন শীঘ্র হেথা।

চন্দ্রা। কাতর হ'তেছে কিন্তু হৃদয় আমার ;
কহ, কি কারণে ছাড়িয়া আসিলে তাঁরে ?

কেশ। প্রবল পবন আর তরঙ্গে পড়িয়া
ছাড়িনু তাঁহারে।

[নেপথ্যে নাবিকগণের কোলাহল।

কিসের এ কোলাহল ?

২য় নাগ। করিতেছে সবে শুন, প্রীতি-সম্ভাষণ !
আসিয়াছে মিত্রতরি।

কেশ। দেখুন কে এল।

[২য় নাগরিকের প্রস্থান।

*　　*　　*　　*

[নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি।

একি বাদ্যধ্বনি !

গোবি। এসেছেন সেনাপতি।

চন্দ্রা। চল সিন্ধুতীরে।

কেশ। অই আসিছেন তিনি !

(রুদ্রসেন ও সেনাগণের প্রবেশ।)

রুদ্র। প্রিয়তমে সমর-সঙ্গিনি !

চন্দ্রা। প্রাণেশ্বর।

রুদ্র। বিস্ময়ে, আনন্দ-নীরে ভাসিতেছি আমি,
হেরিয়া তোমারে হেথা। হায়! প্রাণেশ্বরি!
তুফানের পরিণাম এই শান্তি যদি,
ভাসুক প্রলয়-জলে নিখিল জগৎ
তুঙ্গশৈল-সম তরঙ্গ-উপরে উঠি',
পড়ুক তরণী পুনঃ তুফানের তলে,—
আকাশ হইতে পুনঃ পাতালের নীচে।
কি সুখের মৃত্যু যদি মরি এ সময়!
ভয় হয় মনে প্রিয়ে! ভবিষ্যতে আর
ঘটিবে না পূর্ণ সুখ আজিকার মত।
চন্দ্র। বালাই! বিধাতা সদা রাখিবেন সুখে,
বাড়িবে আনন্দ নিত্য প্রণয়ের সনে।
রুদ্র। ইচ্ছা তব দয়াময়! কেমনে বর্ণিব
আজি এ হৃদয়-মাঝে কি অসীম সুখ!
এ সুখের ব্যতিক্রম হয় যদি কভু,
কলহ আমরা যেন করি এইরূপে!

[চুম্বন।

গোবি। [স্বগত] আজি যে বাজিছে বীণা হৃদয়ে তোদের,-
এ বীণার তার হায়! ছিঁড়িব ত্বরায়।
সাধু আমি অতি।

রুদ্র। চল যাই দুর্গ-মাঝে।
সমর হ'য়েছে শেষ শুন বন্ধুগণ!
নিমজ্জিত বৈরিদল। কহ শুনি তবে
আছেন কেমন বাল্যসখাগণ মম?
তোমারে হেরিয়া প্রিয়ে! প্রীত হবে সবে,
কতই যতন তাঁরা করিতেন মোরে।
অসম্বদ্ধ কথা আজ কহিতেছি কত,
আনন্দে সকলি আমি গিয়াছি ভুলিয়া।
গোবিন্দপ্রসাদ, যাও তুমি সিন্ধু-তীরে,
নৌকা হ'তে আন হেথা সামগ্রী সকল।
সমাদরে ল'য়ে এস নাবিকগণেরে,
বহু পরিশ্রম তারা করিয়াছে আজ।
এস চন্দ্রা, দুর্গ-মাঝে শ্রান্তি দূর করি।

[রুদ্রসেন, চন্দ্রাবতী ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

গোবি। শোন রঘুনাথ, তুমি এখনি একবার দুর্গ-মধ্যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি শুনেছি, কাপুরুষ ব্যক্তিও প্রেমের বলে বীর পুরুষ হ'য়ে উঠে। তাই ব'লচি, যদি তোমার মনে সাহস থাকে, এখন আমি যা ব'লব, মন দিয়ে শোন। কেশব আজ রাত্রে বিজয়োৎসবের সময় সুশৃঙ্খলা রক্ষা কর্‌বার ভার ল'য়েছে। আগে তোমাকে বলে রাখি, শোন, চন্দ্রাবতী যে কেশবের প্রণয়ে প'ড়েছে, তাতে আর সন্দেহ নাই।

রঘু। সে কি ?—এ যে অসম্ভব !

গোবি। চুপ ক'রে, মুখ বুজিয়ে, আমি যা বলি তা শোন ! আমার কাছে তুমি শিক্ষা লাভ কর। মনে ক'রে ছাখ, চন্দ্রাবতী প্রথমে চৌড়া-সেনাপতির মুখে কতকগুলো মিথ্যা, আষাঢ়ে গল্প, আর তার নিজের বড়াই শুনে, হঠাৎ একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল। তুমি কি মনে কর, এখনও সে তার মুখে নিজের বড়াই শুনে তাকে ভালবাস্‌তে থাক্‌বে ? তুমি তো ভায়া ! বুদ্ধিমান ! এমন কথা মনেও স্থান দিও না। তার চক্ষের তৃপ্তি তো চাই ? এই ভূতের মত চৌড়াটাকে দেখে, তার চক্ষের কি তৃপ্তি জন্মাবে বল দেখি ? যখন তার ইন্দ্রিয়-বাসনা একটু পরিতৃপ্ত হ'য়ে আস্‌বে, তখনি আবার তার মনে নুতন বাসনা জন্মাবে। সুন্দর রূপ, নবীন বয়স, মধুর ভাব-ভঙ্গি থাকে, এমন একটী নাগরের আবশ্যক হবে। রুদ্রসেনের এ সকল গুণের মধ্যে তো একটীও নাই ! কাজেই চন্দ্রাবতী শীঘ্রই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, কি অপাত্রে প্রণয় দিয়েছে ! তখন এই রুদ্রসেনের উপর তার বিরক্তি আর ঘৃণা জন্মাবে। প্রকৃতি স্বয়ং তাকে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তা হ'তে উপদেশ দিবে। এ কথা যে যুক্তিসিদ্ধ আর ন্যায়সঙ্গত সে সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নাই। তবে বল দেখি ভায়া ! চন্দ্রাবতীর প্রণয়ের উপযুক্ত লোক কেশবের মত আর কে আছে ? এই দুরাত্মা কেশবের কিছু-মাত্র মতি স্থির নাই। সে নিজের দুষ্ট অভিসন্ধি সাধনের জন্য কতই বাহাড়ম্বর করে,

কতই ধর্ম্মের ভাণ করে। এমন চতুর ও বিশ্বাসঘাতক লোক আর দুটী নাই। কি উপায়ে, কোন্ পন্থা অবলম্বন ক'রে, লোকের চোখে ধূলা দিয়ে, নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ক'র্‌বে, সে কেবল সেই চেষ্টাতেই আছে। এর জোড়া মেলা ভার। তা ছাড়া এই কেশব দেখ্‌তে সুশ্রী ও যুবাপুরুষ। তরুণী নারীর মন ভুলাবার জন্য যে সকল গুণের আবশ্যক, সে সকল তার আছে। এমন পাপ কাজ নেই, যা সে না ক'র্‌তে পারে। আর এও নিশ্চয় যে, চন্দ্রাবতী এর মধ্যেই ওর প্রতি আসক্তা হ'য়েছে।

রঘু। আমার তো এ কথা বিশ্বাস হয় না। চন্দ্রাবতীর স্বভাব বড়ই নির্ম্মল।

গোবি। আচ্ছা কেমন নির্ম্মল! সে কথায় কাজ কি? তুমি কি ক্ষেপেছ ভায়া? এ পৃথিবীর অন্য সব মেয়ে মানুষ যেমন, সেও তো তেমনি?—না আর কিছু? তার স্বভাব যদি নির্ম্মল হ'ত, তা হ'লে আর সে এই চৌড়া-সেনাপতির প্রেমে ম'জ্‌ত না! তুমি কি দেখ নাই, সে কি রকম ভাব-ভঙ্গীতে কেশবের সঙ্গে কথা কইতে ছিল?

রঘু। তাতো দেখেছি; কিন্তু তাতে প্রণয়ের চিহ্নতো কিছু দেখ্‌লেম না।

গোবি। যে রকমে তাদের দুজনের চার চক্ষুর মিলন হ'চ্ছিল, তাহাতেই ওদের মনের ভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। কথা কইবার সময় বোধ হ'চ্ছিল যেন দুজনের মুখ আর ঠোঁটের মেশামেশি হয়

আর কি ? যেন ভুজঙ্গের নিশ্বাসের সঙ্গে কোলাকুলি হ'তে লাগ্‌ল। এতে কি তাদের মনের মন্দ অভিসন্ধি স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে না ? তাই ব'ল্‌ছি রঘুনাথ! এই সকল ভাবভঙ্গী দেখেই বুঝে নাও! অধিক আর তোমাকে কি ব'ল্‌ব ? তুমি শুধু আমার কথার মত কাজ কর। আমি তোমাকে বিকানির থেকে এখানে এনেছি। আজ রাত্রে তুমি জেগে থেক। তার পর যা যা ক'র্‌তে হবে, আমি ব'লে দিব। কেশব তোমাকে চেনে না। আমি তোমার নিকটেই থাক্‌ব। তুমি কোন উপায়ে তাকে রাগিয়ে দিও। তুমি খুব চেঁচিয়ে তার সঙ্গে কথা ক'য়ে, কিম্বা তার কাজের উপর কোনও দোষারোপ ক'রে, কিম্বা অন্য কোনও রকমে তাকে রাগিয়ে দিবে। যেমন সুবিধা বুঝ্‌বে তাই ক'র্‌বে।

রঘু। আচ্ছা।

গোবি। কেশব বড় গোঁয়ার। সে হঠাৎ রেগে উঠে। হয়তো তোমাকে মার্‌তেও পারে। এমন ক'রে তাকে উত্তেজনা ক'র্‌বে, যেন তাই করে। এই টুকু ক'র্‌তে পার্‌লেই, আমি সমস্ত নগরের লোককে ক্ষেপিয়ে দিব। তারা সকলে কেশবকে পদ-চ্যুত ক'রে তবে ক্ষান্ত হবে। তার পর আমি যে উপায় অবলম্বন ক'র্‌ব, তাতে তোমার মনোবাঞ্ছা শীঘ্রই পূর্ণ হবে! কিন্তু ভায়া তোমার এই পথের কণ্টকটা দূর না হ'লে, আর কোন আশা নাই।

রঘু। „আমি যদি সুবিধা পাই, তবে নিশ্চয়ই এই রকম ক'র্‌ব।

গোবি। যা যা ব'ল্‌লেম, মনে থাকে যেন। আমার সঙ্গে আবার দুর্গ-মধ্যে সাক্ষাৎ করিও। আমি ততক্ষণ নৌকা থেকে জিনিস-পত্র ল'য়ে আসি। তবে এখন তুমি যাও।

রঘু। আচ্ছা।

[রঘুনাথের প্রস্থান।

গোবি। জানি আমি ভালবাসে কেশব চন্দ্রারে ;
ভালবাসে চন্দ্রা কেশবেরে, নহে ইহা
অসম্ভব। ঘৃণা করি রুদ্রসেনে, কিন্তু
উদার, কোমল, দৃঢ়, প্রকৃতি তাহার,
চন্দ্রার মনের মত পতি প্রিয়তম।
আমিও তো ভালবাসি তারে,—নহে শুধু
ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিবারে,
(থাকিলে থাকিতে পারে ইন্দ্রিয়-লালসা)—
কিন্তু স্থূল কথা, চাহি প্রতিশোধ নিতে।
সন্দেহ, লম্পট চৌড়া ভার্য্যা-সনে মম
করিয়াছে ব্যভিচার ; বিষের জ্বালায়
জ্বলিতেছে অনুক্ষণ হৃদয় আমার !
শান্ত হবে তবে এই হৃদয়ের জ্বালা,
কলঙ্কিনী হবে যবে রমণী তাহার।
করি প্রজ্বলিত কিম্বা অন্তরে তাহার

সন্দেহ-অনল, উন্মত্ত করিব তারে।
মূর্খ রঘুনাথে ল'য়ে সাধিব এ কাজ;
কেশবের সনে তার বিবাদ বাঁধায়ে,—
করিব কেশবে দোষী সৌরের নিকটে।
(কেশবের ভাবভঙ্গী পত্নী-সনে মোর,
দেখিয়া সন্দেহ বড় মনেতে আমার!)
পরম সুহৃৎ সৌর ভাবিয়া আমারে,
দিবে মোরে ধন্যবাদ আর পুরস্কার।
আর আমি, উন্মত্ত করিয়া তারে,
সুখ-শান্তি সব তার করিয়া সংহার,
গর্দ্দভের মত তারে ঘুরায়ে বেড়াব।
এই ঠিক্ তবে! বাকী পরে হবে ঠিক্।
শঠতা নিজের বেশ করিয়া ধারণ,
দেখা দেয় স্পষ্টরূপে কার্য্যসিদ্ধি-কালে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজপথ।

(বাদ্যকর ও বহুসংখ্যক-লোক-সঙ্গে ঘোষণা-পত্র-হস্তে অগ্রদূতের প্রবেশ।)

অগ্রদূত। শোন নগরবাসিগণ! মহামতি বীর সেনাপতি রুদ্রসেন, আজ এই ঘোষণা ক'র্‌তে আদেশ ক'রেছেন যে,

ভট্টি-দস্যুদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'য়ে পলায়ন ক'রেছে; সেইজন্য প্রত্যেক নগরবাসী আজ আনন্দ-উৎসবে নিমগ্ন হউন। নৃত্য, গীত, বাদ্য, আলোক প্রভৃতি যার যাতে অভিরুচি, সেই প্রকারেই সকলে আনন্দ প্রকাশ করুন। এই যুদ্ধজয় ব্যতীত আজ আবার সেনাপতি মহাশয়ের নব পরিণয়ের প্রীতি-উৎসব। তাই তাঁর ইচ্ছা সকলের নিকট প্রকাশ করা হ'ল। দুর্গ-মধ্যস্থ যাবতীয় স্থানে আজ কাহারও প্রবেশ কর্‌বার নিষেধ নাই। বেলা পাঁচটা হ'তে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত যার যেখানে, যে প্রকারে আনন্দ প্রকাশ কর্‌বার ইচ্ছা হয় তা ক'র্‌বেন। পরমেশ্বর সৌরাষ্ট্র-দ্বীপবাসিগণকে ও আমাদের সদাশয় সেনাপতি মহাশয়কে সুখে রাখুন।

তৃতীয় দৃশ্য—দুর্গের অলিন্দ।

(রুদ্রসেন, চন্দ্রাবতী, কেশব ও অনুচরগণের প্রবেশ।)

রুদ্র। কেশব, আজ তুমি স্বয়ং নগর পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌বে। দেখিও, যেন আমরা উৎসবে মত্ত হ'য়ে কোন প্রকার অবৈধ আচরণ না করি।

কেশ। গোবিন্দপ্রসাদকে এ বিষয়ের ভার দেওয়া হ'য়েছে। তবুও আমি স্বচক্ষে সমস্ত দেখ্‌ব।

রুদ্র। গোবিন্দপ্রসাদ অতি সজ্জন। কেশব, তবে আমি এখন বিশ্রাম ক'র্‌তে যাই। কাল প্রত্যূষে আবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।—এস চন্দ্রাবতি!

[রুদ্রসেন, চন্দ্রাবতী ও অনুচরগণের প্রস্থান।

(গোবিন্দপ্রসাদের প্রবেশ।)

কেশ। চল গোবিন্দপ্রসাদ, আমাদিগকে এখনি নগরের শান্তিরক্ষার জন্য যেতে হবে।

গোবি। এখনি? এখনও তো দশটা বাজেনি। আমাদের সেনাপতি মহাশয় দেখ্‌ছি, তাঁর চন্দ্রাবতীর জন্য এত শীঘ্র অন্তঃপুরে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁরই বা দোষ কি?

কেশ। চন্দ্রাবতী নারীকুলে শ্রেষ্ঠা রমণী।

গোবি। আর খুব চতুরা রমণী।

কেশ। বাস্তবিক এমন রূপ জগতে অতুল।

গোবি। কি চক্ষু! নয়ন-বাণে প্রাণ বিদ্ধ করে।

কেশ। অতি মনোহর চক্ষু! কিন্তু আবার কেমন সলজ্জ।

গোবি। কি মধুর স্বর! শুন্‌লে ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয় না কি?

কেশ। বাস্তবিক তিনি রূপে ও গুণে অতুলনীয়া।

গোবি। এস কেশব, আমি আজ এক রকম খুব ভাল মদ আনিয়েছি,—আর কয়েকটী ভদ্রলোককে চৌড়া-সেনাপতির বিবাহ-উৎসবের জন্য মদ্যপান কর্‌বার নিমন্ত্রণ ক'রেছি।

কেশ। আজ না ভাই গোবিন্দপ্রসাদ! অল্প মাত্র পান ক'র্‌লেই আমার নেশা হয়। আমার মতে সুরাপান-প্রথা একেবারে উঠে যাওয়া উচিত।

গোবি। এতে আর ক্ষতি কি? এঁরা সকলেই আমাদের বন্ধু। এক পাত্র বই তো নয়! আমিও তোমার সঙ্গে একটু পান ক'র্‌ব।

কেশ। আমি আজ একবার একটু পান ক'রেছি। তাতে খুব জল মেশান ছিল, কিন্তু তাইতেই আমার নেশা হ'য়েছে! আজ আর পান ক'র্‌তে ভরসা হচ্চে না।

গোবি। সে কি? আজ উৎসবের দিন! আর নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদেরও তো মান রাখা উচিত।

কেশ। তাঁরা কোথায়?

গোবি। তাঁরা বাহিরে আছেন; তাঁদের ডেকে আন না।

কেশ। আন্‌চি। কিন্তু এ আমার ভাল লাগে না।

[প্রস্থান।

গোবি। এক পাত্র আরো যদি পান করে আজ,
হইবে উন্মত্ত—ক্ষিপ্ত কুক্কুরের মত।
মূর্খ রঘুনাথ ভায়া—প্রণয়ে পাগল—
ভাবিয়া চন্দ্রার আজ চাঁদ-মুখ-খানি,
করিয়াছে মধুপান উদর পূরিয়া।
তারেও ডেকেছি হেথা;—আর তিন জন

সম্ভ্রান্ত, গর্ব্বিত অতি নাগরিক-জনে
অনুরোধ করিয়াছি আসিতে এখানে,—
করিয়া নেশায় চুর পূর্ণ-মাত্রা-দানে।
ফে'লিয়া কেশবে এই মাতালের দলে,
বিবাদ বাঁধায়ে দিব ইহাদের সনে।
অই আসিতেছে সব!—দেখি না কি হয়!
মনোরথ পূর্ণ যদি হয়রে আমার,
সুবাতাসে ধীরে ধীরে হ'য়ে যাব পার!

(চন্দ্রনাথ, কেশব, নাগরিকগণ ও ভৃত্যগণের প্রবেশ)

কেশ। সত্য ব'ল্‌চি, এঁদের অনুরোধে আর এক পাত্র পান ক'রে এলেম।

চন্দ্র। সে অতি যৎসামান্য মাত্র।

গোবি। কে আছিস্ রে, মদ নিয়ে আয়!

[গীত]

থাকিও মদিরে! তুমি সহায় আমার,
ধন-জন এ জগতে সকলি অসার।
থাকিলে সহায় তুমি, শমনে না ডরি আমি,
ডুগ্‌ডুগি বাজায়ে হব ভবনদী পার।

কুইরে! মদ নিয়ে এলিনে?

কেশ। সাবাস্! কি মজার গান।

গোবি। এ গান দাদা! আমি উড়িষ্যাদেশে শিখেছিলেম। উড়েদের মত মদ খেতে নিপুণ, আর কোন দেশের লোক নয়। টিকীওয়ালা হিন্দুস্থানীই বল, পেট-মোটা মাড়ওয়ারীই বল, আর তোমার টেরি-কাটা বাঙ্গালীই বল, উড়ের কাছে কেউ লাগে না।

কেশ। সত্য নাকি? উড়েরা মদ খেতে এমন মজ্‌বুত?

গোবি। তা নয় ত আবার কি? এক-আধ বোতলে উড়েরা হিন্দুস্থানীর মত মাটিতে গড়াগড়ি দেয় না, মাড়ওয়ারীর মত হাত-পা ছোঁড়ে না, আর বাঙ্গালীর মত বমি ক'রে মরে না।

কেশ। তবে আর এক পাত্র ঢালা যাক্।

চন্দ্র। তা বই কি! একটু ভাল ক'রেই হ'ক্।

গোবি।

[গীত]

নিকুম্ভ নামেতে রাজা বড় নাম-ডাক,
ছিঁড়িল যখন তাঁর সাধের পোষাক,
ডাকি' রাজা দর্জিবরে, কহিল কাতর স্বরে
"ছিঁড়েছে পোষাক দর্জি! বিষম বিপাক!"
দর্জি চাহে পাঁচসিকি, রাজা বলে, "শুধু ফাঁকি?"
কহে দর্জি, "ফিরে লও পুরানো পোষাক"।"

কেশ। সাবাস্। এটী আরও খুব মজার গান।

গোবি। আবার গাইব না কি ?

কেশ। না—আর না! এসব ভদ্রলোকের কাজ নয়। পরমেশ্বর সকলের উপর। কেউবা নরকে যাবে, কেউবা স্বর্গে যাবে।

গোবি। সত্য বটে।

কেশ। আমার মতে স্বর্গে যাওয়াই ভাল।

গোবি। আমারও তাই মত।

কেশ। কিন্তু আগে আমি যাব—পরে তুমি। আগে প্রতিনিধি—পরে সহকারী।—যেতে দাও ও সব বাজে কথা! এখন এস, কাজে মন দেওয়া যাক্।—হে ঈশ্বর! আমাদের পাপ ক্ষমা করিও।—কেমন মহাশয়, আপনারা কি মনে ক'র্‌চেন, আমার নেশা হ'য়েছে! আমি কেশব—ইনি গোবিন্দ। এই আমার ডান হাত,—আর এই আমার বাঁ হাত; আমার তো কিছুই নেশা হয় নি। এই দেখুন, দাঁড়ালে আমার পা টলে না। যদি আমি বক্তৃতা করি, একটিও বে-ফাঁস্ কথা মুখে থেকে বাহির হবে না!

সকলে। সাবাস্! সাবাস্!

কেশ। তাই ব'ল্‌চি, আপনারা মনে ক'র্‌বেন না, আমার নেশা হ'য়েছে।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। চলুন, আমরাও যাই,—শান্তিরক্ষা করি গিয়ে।

গোবি। লোকটাকে কেমন দেখ্‌লেন মহাশয়! এদিকে খুব উপযুক্ত লোক। যুদ্ধস্থলে এমন বীর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই এক দোষে সব মাটী হ'য়ে গিয়েছে। বড়ই দুঃখের বিষয়! আমার মনে আশঙ্কা হয় যে, সেনাপতি মহাশয় একে যে এত বিশ্বাস করেন, কিন্তু এ ব্যক্তি মদের নেশায় কোন্ দিন সর্ব্বনাশ ঘটাবে।

চন্দ্র। ইনি কি সর্ব্বদাই এই রকম মাতাল হ'য়ে থাকেন?

গোবি। মদ না খেলে ওঁর ঘুম হয় না। একদিন মদ না খেলে উনি সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করেন।

চন্দ্র। তবে তো সেনাপতি মহাশয়কে এ সব কথা জানান উচিত। বোধ করি তিনি এ সব কথা জানেন না। অথবা হয় তো তিনি নিজের উদার-স্বভাববশতঃ, এ ব্যক্তির যে সকল গুণ আছে তাইতেই সন্তুষ্ট হ'য়ে, ওঁর দোষের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না। সত্য কিনা?

(রঘুনাথের প্রবেশ।)

গোবি। [জনান্তিকে] কেমন রঘুনাথ! আর বিলম্ব কেন? কেশবের নিকটে গিয়ে যেমন পরামর্শ দিয়েছিলেম, সেই রকম কর।

[রঘুনাথের প্রস্থান।

চন্দ্র। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সেনাপতি মহাশয় এ রকম একজন মাতালকে নিজের প্রতিনিধি-পদে নিযুক্ত ক'রেছেন! আমার মতে তাঁকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া উচিত।

গোবি। আমা হ'তে তা হবে না। কেশব আমার প্রাণের বন্ধু। যাতে তাঁর এ দোষ সংশোধিত হয়, সে বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌ব। কিন্তু—একি? এ কোলাহল কিসের?

[নেপথ্যে চীৎকার শব্দ।

(রঘুনাথের পশ্চাতে কেশবের বেগে প্রবেশ।)

কেশ। পাজি! বদ্‌মায়েস্‌!

চন্দ্র। কি হ'য়েছে, প্রতিনিধি মহাশয়?

কেশ। এই পাজি লোকটা আমাকে কিনা নীতিশিক্ষা দেয়! মেরে হাড় গুঁড়ো ক'র্‌ব, তা' জানে না!

রঘু। কি? মার্‌বে আমাকে?

কেশ। আমার কথার উপর আবার জবাব ক'র্‌চিস্‌? পাজি!

[রঘুনাথের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত।

চন্দ্র। কি করেন মহাশয়? [কেশবকে নিবারণ করিয়া] ক্ষান্ত হউন।

কেশ। ছেড়ে দাও ব'ল্‌চি, নহিলে এই বোতল দিয়ে তোমার মাথা ভাঙ্গ্‌বঁ।

চন্দ্র। যাও—যাও! তুমিতো মাতাল!

কেশ। আমি মাতাল!

[উভয়ের উভয়কে প্রহার।

গোবি। [রঘুনাথের প্রতি জনান্তিকে]
যাও শীঘ্র করি' কহ বহির্দ্দেশে গিয়া,
অতি উচ্চরবে—"হায়! তুমুল বিদ্রোহ!"

[রঘুনাথের প্রস্থান।

কি করেন আপনারা?—একি ভদ্রোচিত?
কেশব! নিরস্ত হও!—যেতে দিন মহাশয়!
কে কোথায় আছ সবে— এস শীঘ্র করি'!
এরি নাম শান্তিরক্ষা?—এস শীঘ্র সবে!

[নেপথ্যে দামামা-ধ্বনি।

কে বাজায় এ দামামা?—একি সর্ব্বনাশ!
আতঙ্কে নগরবাসী উঠিবে জাগিয়া!
একি হ'ল! একি হ'ল!—কি কর কেশব?
কলঙ্ক তোমার রবে চিরদিন-তরে।

(রুদ্রসেন ও অনুচরগণের প্রবেশ।)

রুদ্র। একি? কি হ'য়েছে?

চন্দ্র। দেখুন, শোণিতধারা
সর্ব্বাঙ্গে বহিছে মোর! মৃত প্রায় আমি।

রুদ্র। ক্ষান্ত হও, থাকে যদি জীবনে মমতা!
গোবি। ছি—ছি! ধিক্ রে কেশব! কি লজ্জার কথা!
কিছুমাত্র নাহি বুঝি হিতাহিত-জ্ঞান?
চেয়ে দ্যাখ—রে নির্লজ্জ তোরা, সেনাপতি
আপনি সম্মুখ-দেশে দাঁড়ায়ে তোদের!
রুদ্র। একি? কহ শীঘ্র করি' কারণ ইহার।
সংগ্রাম-বিজয়ী আজ ক্ষত্র-বীরগণ
পরিণত হ'ল বুঝি ভট্টি-দস্যুদলে!
ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরি' ক্ষান্ত হও এ সময়,
পরিহর ক্রোধ যদি জীবনে মমতা;—
হারাইবে প্রাণ পুনঃ হলে অগ্রসর।
নিবার ভীষণ অই দামামার ধ্বনি,
ত্রাসিত নগরবাসী বিকট নিনাদে।
কহ শুনি শীঘ্র এবে কারণ ইহার,
ধার্ম্মিকপ্রবর তুমি গোবিন্দপ্রসাদ,
মর্ম্মাহত, ম্রিয়মাণ হেরি' এ ঘটনা,
কহ সখে! শীঘ্র করি' ঘটিল কেমনে?
গোবি। কেমনে কহিব প্রভো! এইমাত্র সবে
আনন্দে মগন ছিল উৎসবে উল্লাসে;
না জানি সহসা আজ কোন গ্রহফলে,
জ্ঞানহারা যেন এরা হইল সকলে।

নিষ্কোষিত অসি, অকারণ পরস্পরে
তুমুল সংগ্রাম, ঘটিল যে কি কারণে
পারিনা বলিতে ! কেমনে আরম্ভ হ'ল
এ পাপ-কলহ আজ—জানি না তো তাহা !
নিদারুণ মর্ম্মব্যথা পাইলাম প্রাণে,
আসিলাম যবে হেথা কলহের শেষে !

রুদ্র। কেশব ! কেমনে আজ আত্মহারা হ'লে ?

কেশ। ক্ষম অপরাধ; নাহি শক্তি বলিবার।

রুদ্র। জানিতাম চন্দ্রনাথ গম্ভীরপ্রকৃতি ;—
কিশোর বয়সে অতি ধীর শান্ত বলি'
প্রশংসা করিত সদা সকলে তোমারে।
কহ কেন হ'লে আজ নিন্দারভাজন,
হারাইলে কি কারণে সুনাম তোমার ?

চন্দ্র। অবসন্ন দেহ মম বিষম প্রহারে ;
করুন জিজ্ঞাসা এই কর্ম্মচারী তব
গোবিন্দপ্রসাদে—জানেন সকলি ইনি ;
অক্ষম বর্ণিতে আমি আপনার মুখে।
(অথবা জানি না আজ কি দোষ আমার !)
আততায়ী-আক্রমণে আত্মরক্ষা যদি
হয় অপরাধ,—অপরাধী তবে আমি।

রুদ্র। ক্রোধাবেগ হৃদয়েতে হ'তেছে আমার,

হারাতেছি রিপুবশে হিতাহিত-জ্ঞান।
দণ্ড-বিধানিতে যদি তুলি এই বাহু,
স্তম্ভিত তোমরা হবে, ভীম দণ্ড হেরি'।
তাই বলি, কহ সত্য কারণ ইহার,
কার দোষে ঘটিয়াছে আজি এ ঘটনা।
দোষী যেই জন, হয় যদি প্রিয়তম
যমজ ভ্রাতার সম, তবুও তাহারে
ত্যজিব উরগক্ষতা অঙ্গুলির মত।
একি! যুদ্ধ অবসানে, নিশাকালে—যবে
অশান্ত নগরবাসী সশঙ্ক সতত—
শান্তিরক্ষা-ভার আজ যাদের উপর,
শান্তিভঙ্গ তারা করে? একি ভয়ঙ্কর!
কার দোষে, কহ শীঘ্র গোবিন্দপ্রসাদ!

চন্দ্র। বন্ধুতার অনুরোধে, না কহ যদ্যপি
আদ্যোপান্ত সব কথা নিরপেক্ষ ভাবে,
কাপুরুষ তুমি।

গোবি। এযে বিষম সমস্যা!
কাটিয়া ফেলিব এই রসনা আমার,
কেশবের নিন্দা তবু করিব না কভু।
কিন্তু জানি আমি, যদি কহি সত্য কথা
কেশব হবে না দোষী। শুন সেনাপতি!

দু'জনে ছিলাম হেথা—ইনি আর আমি,
কোথা হ'তে নাহি জানি এল একজন
চীৎকার করিয়া উচ্চ—"বাঁচাও আমারে !"
কেশব পশ্চাতে তার, সক্রোধে তুলিয়া
কোষমুক্ত তরবারি শিরশ্ছেদ-তরে।
তারপর ইনি কেশবের কাছে গিয়া
বিবাদ করিতে তাঁরে করিলা নিষেধ ;—
দৌড়িতে লাগিল সেই আগন্তুক জন,
ধাবমান্ হইলাম পশ্চাতে তাহার—
পাছে ভয়ে জেগে উঠে নাগরিকগণ,
(ঘটিল তাহাই)—কিন্তু সে চলিয়া গেল
অতি দ্রুতপদে। ব্যর্থমনোরথ আমি
ফিরিয়া আসিনু, শুনিতে পাইয়া হায় !
অসির ঝন্ঝনা, আর কেশবের মুখে
অভিশাপ অতি উচ্চরবে। পূর্ব্বে কভু
কটুকথা শুনি নাই আমি তার মুখে।
ক্ষণমাত্র পরে যবে আসিলাম হেথা,
দেখিলাম উভয়ের বিষম সংগ্রাম,—
স্বচক্ষে আপনি তাহা দেখেছেন শেষে।
এ হ'তে অধিক আর জানি না কিছুই।
কিন্তু এ জগতে অভ্রান্ত মানব কবে ?

"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"—শাস্ত্রের বচন।
অন্যায় যদিও আজ করেছে কেশব
সে কেবল ক্রোধাবেশে, প্রহারে যেমন
ক্রোধান্ধ মানব নিজ হিতকারী জনে।
আর ইহাও নিশ্চয়, সেই আগন্তুক-জন
করিয়া থাকিবে তারে ঘোর অপমান,—
ধৈরয ধরিতে তাই পারেনি কেশব।

রুদ্র। বুঝেছি গোবিন্দ, স্বভাবসুলভ তব
সততার গুণে আর বন্ধুতার তরে,
লাঘব করিতে চাহ কেশবের দোষ।
ভালবাসি তোমারে কেশব, কিন্তু আর
আজি হ'তে নহ তুমি প্রতিনিধি মম।

(চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।)

অই দেখ চন্দ্রাবতী আপনি হেথায়!
হবে তুমি দৃষ্টান্তের স্থল।

চন্দ্রা। কি হ'য়েছে?

রুদ্র। ভয় নাই প্রিয়ে! চল বিশ্রাম-ভবনে।

[চন্দ্রনাথের প্রতি]

স্বহস্তে করিব আমি শুশ্রূষা তোমার!
ল'য়ে এস এরে,—সাবধানে শান্তিরক্ষা
করিও গোবিন্দ, শান্ত করি' সকলেরে।

এস চন্দ্রা ! এই মত সৈনিক-জীবন,
রণকোলাহলে ভাঙ্গে—সুখের স্বপন।

(গোবিন্দপ্রসাদ ও কেশব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

গোবি। অধিক আঘাত লেগেছে নাকি ?

কেশ। হাঁ ! এ আঘাত আরোগ্য হবার নয়।

গোবি। পরমেশ্বর না করুন !

কেশ। সুনাম ! সুনাম ! সুনাম !—হায় ! গোবিন্দপ্রসাদ ! আমি সুনাম হারিয়েছি ! এ নশ্বর মানবজীবনে যা কিছু চিরস্থায়ী, তাই হারিয়েছি। পাশব অংশ মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। আমার সুনাম, গোবিন্দ ! আমার সুনাম জন্মের মত গিয়েছে !

গোবি। এই কথা ! আমি ভেবেছিলেম, তুমি কোন শারীরিক আঘাত পেয়েছ। সুনামের আঘাত অপেক্ষা সেই আঘাতই গুরুতর। সুনাম তো অর্থহীন, অমূলক বচন। নির্গুণ জনও সুনাম লাভ করে, আবার গুণবান্ ব্যক্তিও বিনা কারণে সুনাম হারায়। যদি নিজে তুমি নিজের দুর্নাম না কর, তোমার সুনাম যেমন ছিল, এখনও ঠিক্ তেমনই র'য়েছে। তুমি কি জান না, সেনাপতির প্রসাদ পুনঃ প্রাপ্ত হবার অনেক উপায় আছে ? তিনি কেবল ক্রোধবশে তোমাকে আজ পদচ্যুত ক'রেছেন, কিন্তু তাঁর মনোমধ্যে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি নাই। কেবল মাত্র সাধারণের মনোরঞ্জন ও সন্তোষ-বিধানের

জন্য কল্পিত ক্রোধ প্রকাশ ক'রেছেন। তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর,—আবার যেমন ছিলে তেমনি হবে।

কেশ। এমন সদাশয় সেনাপতি আমার মত জঘন্য, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য মাতালের উপযুক্ত নহেন, তা জেনেও কোন্ প্রাণে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইব? এর চেয়ে তাঁর নিকট চিরদিন ঘৃণিত হ'য়ে থাকি, সেও ভাল।—হায়! আমি মাতাল! কত চীৎকার ক'রেছি, কত কটু কথা ব'লেছি, কত অশ্রাব্য ভাষা উচ্চারণ ক'রেছি, কত অবৈধ আচরণ ক'রেছি, অধিক কি, নিজের ছায়ার সঙ্গে উচ্চ চীৎকারে কলহ ক'রেছি! হায়! নিরাকারে মদিরে! এ জগতে যদি তোর যোগ্য নাম থাকে, লোকে যেন তোকে 'পিশাচী' ব'লে সম্বোধন ক'রে!

গোবি। তুমি তরবারি ল'য়ে যে লোকটাকে মার্তে গিয়েছিলে, ও কে? ও কি ক'রেছিল?

কেশ। জানি না ও কে—আর কি ক'রেছিল!

গোবি। এ নাকি আবার সম্ভব!

কেশ। নানা ঘটনা আমার মনে হ'চ্চে, কিন্তু স্পষ্টরূপে কোন কথাই স্মরণ হ'চ্চে না। কলহ হ'য়েছিল মনে আছে, কিন্তু ক কারণে হ'য়েছিল তা কিছুই মনে নাই। হা পরমেশ্বর! মানুষ ইচ্ছা ক'রে বুদ্ধিভ্রংশ কর্‌বার জন্য এমন বিষ কেন খায়? কি আশ্চর্য্য! আমরা আবার সাধ ক'রে, বাহাদুরি ক'রে, আমোদ ও উল্লাসের সহিত মানুষ হ'তে পশুতে পরিণত হই!

গোবি। এখন তো তুমি বেশ আছ। এত শীঘ্র নেশা ছাড়্‌ল কেমন ক'রে ?

কেশ। এতক্ষণ ছিলেম নেশার বশে, এখন আবার ক্রোধের হাতে প'ড়েছি। এক দোষ অন্য দোষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে আমাকে বলে দিচ্চে, "তুই কি অপদার্থ!"

গোবি। আর কাজ নাই, বিস্তর হ'য়েছে! তোমার নীতি-শাস্ত্র ভাই বড়ই কঠোর। আমি স্বীকার করি যে, দেশ, কাল ও অবস্থা বিচার ক'রে দেখ্‌তে গেলে, এ কাজটা গর্হিত হ'য়েছে। কিন্তু যখন হ'য়ে গিয়েছে, তার তো প্রতিকারের চেষ্টা ক'র্‌তে হবে।

কেশ। আমি সেনাপতির নিকটে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌ব, আর তিনি আমাকে ব'ল্‌বেন—"তুমি তো মাতাল!" যদি আমি রাবণের মত দশানন হ'তেম, এই একটী কথায় সে সমস্ত মুখগুলি নিরুত্তর হ'ত! এই ছিলেম মানুষ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাগল, আর কিছুক্ষণ পরেই—পশু! কি আশ্চর্য্য! অমিতমাত্রা সুরাপাত্রে পাপের স্রোত প্রবাহিত হয়—আর তার উপাদান রাক্ষস!

গোবি। না হে! মদের অনেক গুণ, ব্যবহার ক'র্‌তে জান্‌লে হয়! আর কেন মিছে মদের নিন্দা কর? এখন যা বলি শুন। বোধ করি তুমি জান, আমি তোমাকে কত ভালবাসি!

কেশ। সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।—আমি মাতাল!

গোবি। তুমি কেন, সময় গুণে, এ পৃথিবীতে সকলেই তোমার মত মাতাল হ'তে পারে। এখন শুন, যা করা উচিত সে বিষয়ে তোমাকে পরামর্শ দিচ্চি। সেনাপতির স্ত্রীই এখন প্রকৃত পক্ষে সেনাপতি। চন্দ্রাবতীর রূপ-গুণই আজকাল রুদ্রসেনের ধ্যান, জ্ঞান ও আরাধনা। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত স্পষ্ট ক'রে বল;—তোমার পূর্ব্ব স্থান পুনঃ প্রাপ্ত হবার জন্য তাঁকে সাহায্য ক'রতে অনুরোধ কর। তিনি এতই দয়াশীলা, গুণবতী, প্রেমময়ী ও পরহিতাকাঙ্ক্ষিণী যে, তিনি যাচ্ঞার অধিক দান না করা দোষ জ্ঞান করেন। তোমার প্রতি তাঁর স্বামীর অপ্রীতি নিরাকরণ ক'রতে অনুরোধ কর, তা হ'লে আমি স্পর্দ্ধা ক'রে ব'লতে পারি,—তোমার প্রতি সেনাপতির অনুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হবে।

কেশ। উত্তম পরামর্শ দিয়েছ।

গোবি। আমি তোমাকে ভালবাসি ব'লে, কেবল তোমার উপকারের জন্য, অকপট হৃদয়ে এই অনুরোধ ক'রচি।

কেশ। সে বিষয়ে আমার তিল মাত্র সন্দেহ নাই। আমি অতি প্রত্যূষেই চারুশীলা চন্দ্রাবতীর নিকট গিয়ে, তার স্বামীকে আমার জন্য অনুরোধ ক'রতে মিনতি ক'রব। এতে যদি বিফল-মনোরথ হই, তা হ'লে আর উপায়ান্তর নাই।

গোবি। ঠিক্ কথা। এখন তবে বিদায় প্রার্থনা করি। আমাকে আবার নগর পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌তে হবে।

কেশ। তবে এখন যাই।

[প্রস্থান।

গোবি। কে বলে পিশাচ-ব্রত সাধিতেছি আমি?
সুসঙ্গত সুমন্ত্রণা, অকপট ভাবে
দিলাম তো আমি; তুষ্ট করিবারে পুনঃ
রুদ্রসেনে, সদুপায় ইহাই নিশ্চয়।
হইবে সম্মতা অনায়াসে চন্দ্রাবতী
পরহিতরতা, পরের মঙ্গল-তরে,—
উদার প্রকৃতি তার স্বভাবসুলভা।
আর সৌর-সেনাপতি, অনুরোধে তার
ইহকাল-পরকাল পারে বিসর্জ্জিতে।
ক্রীতদাস রুদ্রসেন চন্দ্রার পীরিতে,
ভাঙিতে গড়িতে তারে পারে চন্দ্রাবতী,—
ক্রীড়ার পুত্তলী তার মূর্খ সেনাপতি।
একি! সুমন্ত্রণা তবে দিলাম কেশবে
মনোরথ পূর্ণ তার হইবে যাহাতে?
এই কি আমার যোগ্য—নরপ্রেত আমি?
না—না! এযে হায়! নরকের পবিত্রতা!—
নিরত করিতে নরে অতি ঘোর পাপে!

প্রেতগণ প্রলোভন দেখায় যখন,
এমনি করিয়া তারা করে প্রতারণা,—
সাধুতার ভাণ করে আমারি মতন!
চন্দ্রার সমীপে যবে নির্ব্বোধ কেশব
করিবে মিনতি, আর চন্দ্রা তার তরে
বার বার অনুরোধ করিবে পতিরে,
ঢালি' দিব বিষ তার শ্রবণ-বিবরে,—
"বুঝে দেখ, কেন চন্দ্রা চাহে কেশবেরে!"
যতই করিবে সতী পতিরে মিনতি,
ততই বাড়িবে তার সন্দেহ-অনল।
করিব চন্দ্রার গুণ দোষে পরিণত;—
সরলতা হ'তে তার পাতিব যে ফাঁদ,
একেবারে সকলেরে ফেলিব তাহাতে!

(রঘুনাথের প্রবেশ।)

রঘুনাথ! কি মনে ক'রে?

রঘু। আমাকে বোকা বানিয়ে তো খুব মজা ক'র্‌চ দেখ্‌চি! আমার হাতে যা কিছু ছিল তাও প্রায় শেষ হ'য়ে এল। আজ আবার উত্তমরূপ প্রহারও হ'ল। শেষে দেখ্‌চি বিলক্ষণরূপ শিক্ষা পেয়ে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দেশে ফিরে যেতে হবে!

গোবি। অপদার্থ নর সেই ধৈর্য্য নাহি যার।
একদিনে রোগ কভু হয় কি আরাম?

কৌশল ভরসা শুধু, মন্ত্রবল নাই,
সময়-সাপেক্ষ তাহা জান না কি তুমি ?
মন্দ বা কি হ'ল ? একটু থাইয়া মার,
পদচ্যুত ক'রে দিলে তুমি কেশবেরে।
এতদিন পরে এই ফুটিল যে ফুল,
অচিরাৎ পাকা ফলে হবে পরিণত !
ধৈর্য্য ধর কিছু কাল। রাত নাই আর,
আমোদ-উৎসাহে কাল শীঘ্র কেটে যায়।
আবাসে ফিরিয়া যাও, কোন চিন্তা নাই,
পরে যাহা হবে—সব জানাব তোমায়।

[রঘুনাথের প্রস্থান।

এখন করিতে হবে দু'টি কাজ আর।
পাঠাইব ভার্য্যা মম চন্দ্রার নিকটে,
অনুরোধ করিবারে কেশবের তরে।
ক্ষণকাল রুদ্রসেনে দূরে ল'য়ে গিয়ে,
কেশব করিবে যবে চন্দ্রারে মিনতি,—
আনিব তাহারে তথা ঠিক্ সে সময়।
বড়ই সুযোগ হায় ! ঘ'টেছে এবার,
আলস্যে বিলম্বে কাল কাটাব না আর !

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—দুর্গের সম্মুখ।

(কেশব ও বাদ্যকরগণের প্রবেশ।)

কেশ। তোমরা এইখানে ব'সে বাজাও। আমি তোমাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব। নবদম্পতীর মঙ্গলসূচক একটি তান আলাপ কর।

[বাদ্যকরগণের গীত-বাদ্য।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। ওহে ওস্তাদের দল, তোমাদের এই সকল বাদ্য-যন্ত্র বুঝি নোয়াখালির আম্‌দানি? নইলে এত নাকি সুর কেন?

১ম বাদ্য। সে কি মশায়?

বিদূ। ফুঁ দিলে, বেজে ওঠে—না?

১ম বাদ্য। ঠিক্ ব'লেছেন মশায়।

বিদূ। তবে এত ঘড়্‌ঘড়ানি শব্দ হয় কেন? সে যা হ'ক্, এই টাকা নিয়ে এখন শীগ্‌গির বিদায় হও। সেনাপতি মহাশয় তোমাদের বাজ্‌না শুনে এমনি মোহিত হ'য়েছেন যে, ব'ল্‌চেন—'এরা এখন বিদায় হ'লে বাঁচি!'

১ম বাদ্য। তবে আর বাজাব না।

বিদূ। যদি তোমাদের কাছে এমন কোন বাজ্‌না থাকে, যা বাজালে শব্দ হয় না, তাই বাজাও; কেননা, শুনেছি সেনাপতি মহাশয় যে বাজ্‌না শুন্‌তে পাওয়া যায়, তা বড় পছন্দ করেন না।

১ম বাদ্য। সে রকম বাজ্‌না আমাদের কাছে নেই মশায়।

বিদূ। তবে শীগ্‌গির পাত্তাড়ি গুটিয়ে পিট্টান দাও। পার তো বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে যাও।

[বাদ্যকরগণের প্রস্থান।

কেশ। তুমি আমার একটি কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে কি? তা হ'লে যৎকিঞ্চিৎ উপহারস্বরূপ এই স্বর্ণমুদ্রাটি দিব। সেনাপতি মহাশয়ের স্ত্রীর সখী যখন এখানে আস্‌বেন, তাঁকে ব'ল্‌বে যে, কেশব নামে কোন ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে কিছু ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে।

বিদূ। যদি সে দেখা হায় তো দেখা যাবে।

কেশ। মনে থাকে যেন ভাই!

[বিদূষকের প্রস্থান।

(গোবিন্দপ্রসাদের প্রবেশ।)

এস গোবিন্দ!

গোবি। তুমি বুঝি শয়ন ক'র্‌তে যাও নাই?

কেশ। না, তোমার নিকট হ'তে আস্‌বার পূর্ব্বেই প্রভাত হ'য়েছিল। আমি সাহস ক'রে তোমার স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠিয়েছি। তাঁর নিকট এই প্রার্থনা যে, তিনি চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দিন্।

গোবি। আমি এখনি তাঁকে তোমার নিকট পাঠিয়ে দিচ্চি। আর আমি কৌশলক্রমে সেনাপতিকে কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে ল'য়ে যাব। কেননা, তা হ'লে তোমাদের কথোপ-কথনের সুবিধা হবে।

কেশ। বড় বাধিত হ'লেম।

[গোবিন্দপ্রসাদের প্রস্থান।

আমাদের বঙ্গদেশের মধ্যে এমন পরোপকারী সাধু ব্যক্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

(অমলার প্রবেশ।)

অম। আপনার প্রতি সেনাপতি মহাশয় অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন শুনে বড়ই দুঃখিতা হ'য়েছি। কিন্তু কোন চিন্তা নাই। এইমাত্র চন্দ্রাবতী ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছিল। চন্দ্রাবতী আপনার জন্য অনেক অনুরোধ ক'র্‌ছিলেন। সেনাপতি ব'ল্‌ছিলেন যে, আপনি যাকে প্রহার ক'রেছিলেন, সে ব্যক্তি নাকি অতি সম্ভ্রান্ত ও সদ্বংশজাত। আর তিনি ব'ল্‌লেন যে, যদিও আপনাকে পদ্যচুত করা ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু সুবিধা দেখ্‌লেই আবার আপনাকে পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত ক'র্‌বেন।

কেশ। তবুও আমার এই প্রার্থনা যে, যদি সুবিধা হয় ও অসম্ভব না হয়, তবে আপনি একবার চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।

অম। তবে আমার সঙ্গে চলুন। আমি আপনাকে এরূপ স্থানে ল'য়ে যাব, যেখানে আপনি অসঙ্কোচে চন্দ্রাবতীর নিকটে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত ক'র্‌তে পার্‌বেন।

কেশ। আপনার নিকট চিরঋণে বদ্ধ হ'লেম।

দ্বিতীয় দৃশ্য—দুর্গমধ্যস্থ গৃহ।

(রুদ্রসেন, গোবিন্দপ্রসাদ ও কতিপয় ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

রুদ্র। গোবিন্দপ্রসাদ, এই পত্রখানি নাবিকের হাতে দিয়ে মহারাজের নিকট পাঠিয়ে দাও। আমি এক্ষণে নগর পরিদর্শন ক'র্‌তে যাব, আমার সঙ্গে সেইখানে সাক্ষাৎ করিও।

গোবি। যে আজ্ঞে!

রুদ্র। আপনারা এই দুর্গ-পরিখা দেখ্‌বেন কি?

নাগ। আজ্ঞা হাঁ, আমরা সকলে আপনার সঙ্গে যাচ্চি।

তৃতীয় দৃশ্য—দুর্গসমীপস্থ উদ্যান।

(চন্দ্রাবতী, কেশব ও অমলার প্রবেশ।)

চন্দ্রা। কহিনু নিশ্চয় আমি কেশব তোমারে,
করিব তোমার তরে সাধ্য যাহা মম।

অম। হায় দেবি! স্বামী মোর এত বিষাদিত,
নিজে যেন পদচ্যুত হ'য়েছেন তিনি।
চন্দ্রা। স্বামী তব সাধু অতি। সংশয় কেশব
তুমি করিও না মনে। দেখিবে ত্বরায়,
পতি মম পূর্ব্বমত হবেন তোমার।
কেশ। শুন দেবি দয়াবতী! অদৃষ্টে যা হ'ক্,
চির দিন ক্রীতদাস রহিব তোমার।
চন্দ্রা। জানি তুমি ভালবাস পতিরে আমার,
বহু দিন তাঁর সনে তোমার আলাপ;
আজি হ'তে যদি তিনি দেখান অপ্রীতি,
কল্পিত সে ভাব—শুধু লোক তুষিবারে।
কেশ। কিন্তু দেবি! কত কাল কে বলিতে পারে,
রহিবে কল্পিত সেই অসন্তোষ তাঁর?
অথবা ঘটনাবশে, সামান্য কারণে
ক্রমশঃ বাড়িতে পারে কল্পিত সে ক্রোধ;—
পরিণত হবে শেষে প্রকৃত রোষেতে।
পদচ্যুত হ'য়ে আমি দূরে রব যবে,
ভুলিতে পারেন তিনি এ অধীন জনে।
চন্দ্রা। বৃথা এ সংশয়। সখীর সাক্ষাতে মম
করিনু শপথ, পাইবে আপন স্থান;
পুরাইব প্রাণপণে পণ করি যাহা,

বার বার অনুরোধ করিব তাঁহারে,
অধীর করিব তাঁরে মিনতি করিয়া ;
আহার, শয়ন, কিম্বা বিশ্রামের কালে,
কেবলি কহিব তাঁরে কেশবের কথা ;—
দেখি কত দিন প্রভু করেন উপেক্ষা।
করিও না চিন্তা তুমি। বরঞ্চ জীবন
দিব বিসর্জ্জন—তবু প্রতিজ্ঞা পালিব।

অম। অই দেখ, আসিছেন সেনাপতি হেথা !

কেশ। অনুমতি দেহ দেবি ! যাই আমি তবে।

চন্দ্রা। থাক ক্ষণকাল,—শুন যাহা বলি তাঁরে।

কেশ। আকুল হৃদয় দেবি ! হ'তেছে আমার,
নাহি শক্তি সাধিবারে আপনার কাজ।

চন্দ্রা। থাক কিংবা যাও—কর অভিরুচি যাহা।

[কেশবের প্রস্থান।

(রুদ্রসেন ও গোবিন্দপ্রসাদের প্রবেশ।)

গোবি। ওহো পারি না দেখিতে !

রুদ্র। কি বলিছ তুমি ?

গোবি। কিছু নহে প্রভো ! কিম্বা—জানি না কি বলি।

রুদ্র। চন্দ্রার নিকট হ'তে কেশব না গেল ?

গোবি। কেশব!—কি জানি প্রভো, এ কেমন কথা!
কেশব চোরের মত গেল পলাইয়া
আপনারে দেখি'!

রুদ্র। কেশব তো বোধ হ'ল।

চন্দ্রা। ছিল নাথ, হেথা এক হতভাগ্য জন,
মরমে ব্যথিত তব অসন্তোষ-তরে।

রুদ্র। কে সে?

চন্দ্রা। কেশব—প্রতিনিধি তব। মিনতি
তোমারে তাই, ভালবাস যদি মোরে,
ক্ষমা কর কৃপা করি' অপরাধ তার।
ভালবাসে সে তোমারে প্রাণের সহিত,
জ্ঞানকৃত নহে কভু অপরাধ তার;—
মুখ দেখে' বুঝা যায় মানব-প্রকৃতি।
ডাক তারে নাথ।

রুদ্র। এই না সে চ'লে গেল?

চন্দ্রা। এইমাত্র চ'লে গেল মর্ম্মাহত প্রাণে,—
হ'তেছি আকুল আমি ভাবি' তার ক্লেশ।
অনুমতি কর তারে ফিরিয়া আসিতে।

রুদ্র। আজ আর নহে চন্দ্রা,—পরে দেখা যাবে।

চন্দ্রা। কতদিন পরে?

রুদ্র। শীঘ্র, তব অনুরোধে।

চন্দ্রা। আজ সন্ধ্যার সময় ?

রুদ্র। আজ আর নয়।

চন্দ্রা। কাল সন্ধ্যার সময় ?

রুদ্র। কাল সে সময়
নিমন্ত্রিত দুর্গমধ্যে নাগরিকগণ।

চন্দ্রা। রবিবার, সোমবার,—বল কোন্ দিন ?
তিন দিন হ'তে যেন অধিক না হয় !
অনুতাপে দগ্ধ তার হ'তেছে হৃদয়,
লঘু পাপে গুরু দণ্ড হ'তেছে তাহার ;
যুদ্ধনীতি-বিগর্হিত শুধু তার দোষ,
তা না হ'লে, কভু তিরস্কারযোগ্য নহে
ক্ষুদ্র অপরাধ। বল, পুনঃ কোন দিনে
ডাকিব তাহারে ? হায় ! নাথ, তুমি যদি
করিতে আমারে যত করি অনুরোধ,
বিলম্ব কি করিতাম হইতে সম্মতা ?
কেশব সুহৃৎ তব বহুকাল হ'তে,
ধরিত না তার মুখে প্রশংসা তোমার,—
তারি তরে অনুরোধ করি, তবু তুমি—

রুদ্র। আর নহে,—আসুক্ সে যদি ইচ্ছা তার।
যা চাহিবে তুমি—আমি দিব তা তোমারে।

চন্দ্রা। আপনার তরে আমি চাহি না এ দান,
তোমারি মঙ্গল-হেতু এই অনুরোধ।

করি যদি কভু আমি এ হেন মিনতি,
বিচলিত হবে যাতে প্রণয় তোমার,—
উচিত কি অনুচিত ভাবিও তখন,
সম্মত হইবে কিম্বা হবে অসম্মত।

রুদ্র। সম্মত হ'লেম আমি—চাহি প্রতিদান,
ক্ষণকাল-তরে তুমি যাও অন্তঃপুরে।

চন্দ্রা। তোমার আদেশ নাথ, লঙ্ঘিতে কি পারি?

রুদ্র। যাও তবে প্রিয়ে! আমি আসিব এখনি।

চন্দ্রা। চল সখি!—কর নাথ, অভিরুচি যাহা;
দাসী আমি, আজ্ঞা তব করিব পালন।

[চন্দ্রাবতী ও অমলার প্রস্থান।

রুদ্র। হায় কুহকিনি! ধন্য মন্ত্র তোর! আমি
ভালবাসি তোরে। তোরে না বাসিলে ভাল,
আঁধার জগতে হেরি ভীষণ প্রলয়।

গোবি। সেনাপতি মহাশয়!

রুদ্র। কি বল গোবিন্দ?

গোবি। বিবাহ-প্রস্তাব যবে প্রভুপত্নী-সনে
করেন আপনি,—জানিত কেশব তাহা?

রুদ্র। পূর্ব্বাপর জানিত সে। কেন বল দেখি?

গোবি। অন্য কিছু নহে,—শুধু মনের সন্দেহ।

রুদ্র। কিসের সন্দেহ ?

গোবি। আমি ভাবিতাম আগে,

এ সকল অবিদিত ছিল কেশবের।

রুদ্র। কেশব সন্দেশ-বহ ছিল আমাদের।

গোবি। সত্য নাকি ?

রুদ্র। সত্য নহে—মিথ্যা নাকি তবে ?

এতে কি সন্দেহ বল, হ'তেছে তোমার ?

নির্ম্মলস্বভাব অতি নহে কি কেশব ?

গোবি। নির্ম্মলস্বভাব !

রুদ্র। নিশ্চয় বলিতে পারি।

গোবি। আমি যা বলিতে পারি—

রুদ্র। কি বলিতে পার ?

গোবি। কি আর কহিব প্রভো। কি বলিতে পারি !

রুদ্র। উপহাস তুমি বুঝি করিছ আমারে ?

হৃদয়ে তোমার যেন আছে কোন ভাব

ভয়ঙ্কর অতি, তাই করিছ গোপন ;

নিগূঢ় কারণ আছে নিশ্চয় ইহার।

এইমাত্র যবে কেশব চলিয়া গেল

চন্দ্রার নিকট হ'তে, ব'লেছিলে তুমি,

"পারি না দেখিতে ইহা !"—কি অর্থ ইহার ?

শুনিলে যখন প্রণয়-রহস্য মম

জানিত কেশব সব, ললাট কুঞ্চিত
করি', কহিলে বিস্ময়ে তুমি—"সত্য নাকি ?"
না জানি অন্তর-মাঝে করিছ গোপন
কোন্ কল্পনা ভীষণ। অকপটে খোল
হৃদয়ের দ্বার তব, বন্ধু যদি তুমি।

গোবি। জানেন তো প্রভো! ভালবাসি আপনারে।

রুদ্র। জানি আমি তাহা, আর বিশ্বাস আমার,
প্রেমময় অকপট হৃদয় তোমার,—
স্থির মনে, সাবধানে কথা কহ তুমি ;
তাই আজ মনে এত হ'তেছে আশঙ্কা!
কৃতঘ্ন, কপটাচারী, অবিশ্বাসী জন
করে হেন আচরণ অভ্যাসের দোষে ;
কিন্তু সাধুজন যদি করে, সে কেবল
অন্তর-বিকাশ, পারে না যখন তারা
সম্বরিতে উচ্ছলিত হৃদয়-আবেগ!

গোবি। কেশব নিশ্চয় বটে নির্ম্মলস্বভাব,
নাহিক সন্দেহ তাহে।

রুদ্র। আমি তাই জানি।

গোবি। বাহিরে অন্তরে যদি হ'ত একরূপ,
মানব-প্রকৃতি তবে হ'ত কি সুন্দর!

রুদ্র। সজ্জনের সমভাব অন্তরে বাহিরে।

গোবি। তাই বলিতেছি আমি—কেশব সজ্জন।
রুদ্র। আবার! নিগূঢ় মর্ম্ম আছে এ কথার।
কোন্ ভাবনায় সখে! কহ সত্য করি',
আকুল হ'তেছে আজ অন্তর তোমার?
কহ অকপট ভাবে, কি ভাবিছ মনে?
গোবি। ক্ষমা কর প্রভো মোরে; দাস আমি তব,
আজ্ঞার অধীন, কিন্তু হৃদয় আমার
নহে তব দাস। গোলামের স্বাধীনতা
নাহি কি আমার? কেন তবে দেখাইব,
অন্তরের অন্তস্তলে নিহিত যে ভাব?
হ'তে পারে, মনে আমি ভাবিতেছি যাহা,
অমূলক তাহা আর অতীব ঘৃণিত!—
ভ্রান্তিহীন কবে নর এ বিপুল ভবে?
পবিত্রহৃদয় হেন কে আছে জগতে,
উদয় হয় না কভু মনেতে যাহার,—
অপবিত্র ভাব কিম্বা চিন্তা অমূলক?
রুদ্র। ভাবি' মনে অমঙ্গল হ'তেছে আমার,
করিছ গোপন তবু অন্তরের ভাব;
সুহৃদের যোগ্য নহে হেন ব্যবহার!
গোবি। দয়া করি' শুন তবে মিনতি আমার;
হয়তো হৃদয়ে মম হ'য়েছে উদয়

চিন্তা অমূলক। কহিনু তোমারে প্রভো!
পরদোস নিরখিতে ভালবাসি আমি,
অতীব সন্দিগ্ধ সদা এ পাপ হৃদয়,—
কতই সংশয় মনে হয় অকারণ।
তাই বলি—বিজ্ঞ তুমি—কি কাজ জানিয়া,
কি ভাব হৃদয়ে মম হ'তেছে উদয়?—
অনর্থক, অনিশ্চিত সংশয় কেবল।
শুনিলে অন্তর তব হইবে আকুল,
আমি বা কেমনে মুখে আনিব সে কথা!
রুদ্র। কি কহিছ তুমি হায়! বুঝিতে না পারি!
গোবি। সুনাম অমূল্য নিধি এ জগত-মাঝে,
নর-নারী উভয়ের হৃদয়ের ধন।
চোর যদি ল'য়ে যায় ধন-রত্ন মম,
ক্ষতি নাই তাহে—সেতো অসার কেবল,
এই আছে, এই নাই, অতি ক্ষণস্থায়ী;
কিন্তু যে তস্কর করে সুনাম হরণ,
লাভ তার নাহি তাহে, কিন্তু সে নিশ্চয়
দরিদ্র অপরে করে চিরদিন-তরে।
রুদ্র। দেখিব হৃদয় তব—প্রতিজ্ঞা আমার!
গোবি। এ হৃদয় হ'ত যদি করতলে তব,
দেখিতে না পেতে তবু কি আছে ভিতরে;
আমার হৃদয় এই আমারি নিকটে!

রুদ্র। হা !
গোবি। সাবধান প্রভো ! পড়িও না যেন কভু
সন্দেহের হাতে ; ভ্রমান্ধ সতত সেই
সন্দেহ-রাক্ষস, অট্টহাস্তে ব্যঙ্গ করে
পান করি' মন-সাধে হৃদয়-রুধির !
যে পতি বুঝিয়া মনে ভার্য্যা দ্বিচারিণী
পরিহার করে তারে, ক্লেশ নাহি তার ;
কিন্তু হায় ! কি ঘোর যাতনা অনুক্ষণ
সেই জন পায়, প্রাণের ভিতরে যার
প্রগাঢ়-প্রণয়-সনে বিষম সংশয় !
রুদ্র। একি ভয়ঙ্কর !—ওহো অতীব ভীষণ !
গোবি। সন্তোষ-অমৃত পানে পরিতৃপ্ত-মন,
দরিদ্র পরম সুখী—জানে না বিষাদ।
অতুল বিভবে কিন্তু অসুখী সে জন,
দারিদ্র্যের ভয় সদা অন্তরে যাহার।
হে বিধাতঃ ! রক্ষ নরে সন্দেহ হইতে !
রুদ্র। কেন ?—কেন বার বার ?—ভাবিছ কি তুমি
সন্দেহের দাস হ'য়ে যাপিব জীবন,
নূতন সংশয় নিত্য রচিয়া হৃদয়ে ?
হইলে সংশয় মনে, তখনি দেখিব
সত্য কি অসত্য তাহা। পশুর সমান

ভাবিও আমারে, অনিশ্চিত অপবাদ
শুনি' তব মুখে, অনুমাত্র বিচলিত
হই যদি আমি! কহে যদি কেহ মোরে,—
বনিতা আমার ভালবাসে বেশভূষা
আর জন-সহবাস, কিম্বা ভালবাসে
নৃত্য-গীত-পরিহাস, আমোদ-আহ্লাদ,
শুনিলে সন্দেহ মনে হবে না আমার ;—
অলঙ্কার এ সকল সাধ্বী রমণীর।
আপনি নির্গুণ বলি', এ সকল গুণে
না করি আশঙ্কা মনে অথবা সন্দেহ . —
হেরিয়া স্বচক্ষে তবে ক'রেছে বিবাহ!
না গোবিন্দ!—অকারণ হবে না সন্দেহ!
হইলে সন্দেহ, দেখিব প্রমাণ তার ;
সত্য কি অসত্য তাহা জানিয়া তখনি,
সন্দেহ অথবা প্রেম দিব বিসর্জ্জন!

গোবি। এতক্ষণে বুঝিলাম, অকপট ভাবে
পারিব দেখাতে এবে—হিতাকাঙ্ক্ষী কত
এ দাস তোমার। অধীনের নিবেদন
শুন তবে ;—নিশ্চয় জানি না আমি—কিন্তু
পরীক্ষা করিয়া দেখ ভার্য্যা আপনার,
বুঝে দেখ ভাব তার কেশবের সনে,—

লুকায়ে মনের ভাব অতি সাবধানে।
উদার সরলপ্রাণ পাইয়া তোমারে,
করে হেন প্রবঞ্চনা সহিতে না পারি ;
তাই বলি, সত্য কি না দেখ ভাল করি'।
জানি আমি স্বদেশের নারীর চরিত্র,—
পতি-সনে প্রবঞ্চনা স্বধর্ম্ম তাদের !
করিতে না পারে তারা নাহি হেন কাজ,
গোপন রাখিতে যদি পারে কোন মতে !

রুদ্র। সে কি ?

গোবি। ছলিয়া পিতারে করিল বিবাহ।
ভয় হ'ল মনে যবে দেখিয়া তোমারে,
তখন বাসিল ভাল।

রুদ্র। তাতে কি সন্দেহ ?

গোবি। ভাবি' দেখ মনে—তরুণ বয়সে এত—
কি ঘোর ছলনা করি' বঞ্চিল পিতারে,
ভেবেছিল পিতা তার ইন্দ্রজাল ইহা ;
কিন্তু—কি করিছি আমি !—ক্ষম অপরাধ,
সত্য প্রভো ! আমি তব চির ক্রীতদাস।

রুদ্র। চিরঋণে বদ্ধ তুমি করিলে আমারে।

গোবি। অন্তর তোমার কত হ'তেছে কাতর !

রুদ্র। কিছুমাত্র নহে !

গোবি। নিশ্চয় হ'তেছে ক্লেশ!
তোমারি মঙ্গল-তরে কহিনু এ সব।
কিন্তু হায়! প্রাণে তব দিয়াছি বেদনা।
মিনতি আমার, বলিলাম আজি যাহা,
এ হ'তে অধিক কিছু ভাবিও না মনে;
কিম্বা করিও না কোন অনিষ্ট কল্পনা
গুরুতর। নিশ্চয় জানি না আমি।
রুদ্র। তাই
হবে।
গোবি। নতুবা বিফল হইবে সকলি।
প্রিয়তম সখা কেশব আমার,—একি?
বিচলিত মন প্রভো! হ'তেছে তোমার।
রুদ্র। না—না! সাধ্বী চন্দ্রাবতী—নাহিক সংশয়!
গোবি। বিধাতা করুন তাই! আর তুমি প্রভো!
চিরদিন সাধ্বী ভাবি' ভালবাস তাঁরে।
রুদ্র। কিন্তু প্রকৃতির ভ্রম বুঝিতে না পারি—
গোবি। তাই তো আমার মনে হ'তেছে বিস্ময়।
ক্ষমা করি' ধৃষ্টতা আমার, ভাব দেখি,
স্বজাতি, স্বদেশবাসী, তরুণ, সুন্দর
পরিণয়প্রার্থী তার ছিল কতজন,—
উপেক্ষা করিল সবে। কে বলিতে পারে

অসঙ্গত ইহা হ'তে কি আছে জগতে !
প্রকৃতির ব্যভিচার—দুর্জ্জয় লালসা !—
ক্ষমা কর মোরে, বলিতে না পারি
অনুমান সত্য কি না !—কিন্তু মনে ভয়,
বুঝিয়া আপন ভ্রম, তোমার তুলনা
করিয়া স্বজাতি-সনে, বুঝি অবশেষে
অনুতাপ করে মনে।

রুদ্র। যাও, দেখা যাবে।
জানিতে পারিবে যাহা, কহিও আমারে ;
দেখিতে বলিও সব ভার্য্যারে তোমার।

গোবি। অনুমতি দাও প্রভো ! যাই আমি তবে।

[প্রস্থানোদ্যত।

রুদ্র। কেন করিনু বিবাহ ? এ হ'তে অধিক
অবশ্যই জানে সাধু গোবিন্দপ্রসাদ,
সাহস করিয়া তাহা বলিতে না পারে।

গোবি। এই ভিক্ষা মম প্রভো ! আজিকার কথা
হৃদয়েতে আন্দোলন করিও না আর ;
সময় প্রতীক্ষা কর। যদিও কেশব
যোগ্য অতিশয়, তাই পাইবে আবার
পূর্ব্বপদ,—কিছুদিন রাখ তারে দূরে ;

তা হ'লে মনের ভাব জানিতে পারিবে।
পত্নী তব যদি তার তরে বারম্বার
করে অনুরোধ, তখন জানিবে তাহা
ভাল চিহ্ন নহে। পরন্তু ভাবিও মনে,
এখনো এসব অনিশ্চিত অতিশয়।
হয়তো আমারি ভ্রম, স্বাধ্বী চন্দ্রাবতী ;—
তাঁরে যেন জানা'ওনা হৃদয়ের ভাব।

রুদ্র। সাবধানে মনোভাব রাখিব গোপনে।

গোবি। আজ্ঞা দাও তবে প্রভো! বিদায় এখন।

[প্রস্থান।

রুদ্র। অতীব সজ্জন এই গোবিন্দপ্রসাদ,
মানব-চরিত্রে তার পূর্ণ অভিজ্ঞতা।
সত্য যদি হায়! আমার প্রাণের পাখী
পোষা পাখী নহে, চূর্ণ করি' তবে এই
হৃদয়-পিঞ্জর, উড়াইয়া দিব তারে,—
পবনে, আকাশে, যথা ইচ্ছা যাবে চলি'
রূপবান্ নহি আমি, বোধ করি তাই!
অথবা জানি না আমি, চতুরতা আর
ভাব-ভঙ্গী, লম্পট শঠের মত, তাই!
কিম্বা নহি আমি তরুণ যুবক,—কিন্তু

বৃদ্ধ নহি আমি—নহে সে আমার আর !
প্রতারিত আমি ! নাশিবারে এ যাতনা
প্রাণের সহিত ঘৃণা করিব তাহারে।
পাপ পরিণয় ! অর্দ্ধাঙ্গিনী বল যারে,
আয়ত্ত করিতে পার বাসনা কি তার ?
করিব কি কলঙ্কিনী-ভার্য্যা-সহবাস ?
তার চেয়ে কীট হ'য়ে থাকিব নরকে।
অপবিত্রা ভার্য্যা—অভিশাপ মানবের ;
মহৎ অথবা ক্ষুদ্র অদৃষ্টে সবার
অনিবার্য্য ইহা সদা—মৃত্যুর সমান ;
জন্মকালে মানবের জরায়ু-শয্যায়,
বিধির ললাট-লিপি !—আসিতেছে চন্দ্রা !

(চন্দ্রাবতী ও অমলার প্রবেশ।)

এ যদি অসতী হায় ! স্বর্গ মিথ্যা তবে !
অসম্ভব ইহা।

চন্দ্রা। একি ? নাথ ! ভুলে গেছ
নাকি ? আজ তুমি নিমন্ত্রণ ক'রেছিলে
নাগরিকগণে, বসিয়া আছেন তাঁরা।

রুদ্র। অন্যায় ক'রেছি।

চন্দ্রা। এত ধীরে ধীরে কথা
কহিতেছ কেন ? অসুখ হ'য়েছে বুঝি ?
রুদ্র। মাথার ভিতরে বড় হ'তেছে যাতনা।
চন্দ্রা। রাত জেগে শুধু ; এখনি আরাম হবে,
বেঁধে দিই এস নাথ, রুমালে আমার।
রুদ্র। ক্ষুদ্র অতি রুমাল তোমার—কাজ নাই।

[রুমাল ভূতলে পতন।

ভাল হয়ে যাবে শীঘ্র। চল তবে যাই।
চন্দ্রা। কি জানি আবার কেন অসুখ হইল !

[রুদ্রসেন ও চন্দ্রাবতীর প্রস্থান।

অম। এই রুমালখানি পেয়ে বড় সুখী হ'লেম। রুদ্রসেন, ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ চন্দ্রাকে এখানি উপহার দিয়েছিল। আমার স্বামী বড় একগুঁয়ে ; তিনি এই রুমালখানি চুরি কর্‌বার জন্য, কতবার আমাকে অনুরোধ ক'রেছেন। কিন্তু চন্দ্রা এ রুমালখানি বড় ভালবাসে। তার স্বামী বিয়ের সময় ব'লে দিয়েছিল, যেন এখানি অতি যত্নে নিকটে রাখে। সেই অবধি চন্দ্রা দিন-রাত এই রুমালখানি আপনার কাছে রাখে। আমি এর একখানি নকল তুলে আমার স্বামীকে দিব। তিনি যে এ নিয়ে কি ক'র্‌বেন, ভগবান্ জানেন ; আমি তো বুঝ্‌তে পারি না। যা হ'ক্, তিনি খুব খুসী হবেন বটে।

(গোবিন্দপ্রসাদের পুনঃ প্রবেশ।)

গোবি। একি ?—তুই এখানে একলা কি ক'র্‌চিস্ ?

অম। আমাকে তিরস্কার করিও না ; আমি তোমার জন্য একটী জিনিস এনেছি।

গোবি। জিনিস এনেছিস্ ?—ভারি তো জিনিস !

অম। একি ?

গোবি। নির্ব্বোধ স্ত্রী কি বিষম যন্ত্রণা !

অম। আহা, আর কিছু ? এখন বল দেখি, যদি তোমাকে সেই রুমালখানি দিই, তা হ'লে কি দেবে ?

গোবি। কোন্ রুমাল ?

অম। কোন্ রুমাল !—কেন জান না ? চন্দ্রাবতীর সেই রুমাল। তুমি যে কতবার আমাকে চুরি ক'র্‌তে বলেছ !

গোবি। চুরি ক'রে এনেছিস্ নাকি ?

অম। না, সত্যি বল্‌ছি—তার হাত থেকে প'ড়ে গিয়েছিল ; আমি ভাগ্যক্রমে এইখানেই ছিলেম, দেখ্‌তে পেয়ে কুড়িয়ে এনেছি।

গোবি। বেশ ক'রেছিস্ ! দে আমাকে।

অম। এখানিতে তোমার কি এত দরকার বল দেখি যে, বার বার আমাকে চুরি ক'রে আন্‌তে ব'ল্‌তে ?

গোবি। [রুমাল কাড়িয়া লইয়া] তোর সে কথায় কাজ কি ?

অম। যদি বিশেষ কোন দরকার না থাকে, আমাকে ফিরিয়ে দাও। আহা! চন্দ্রা এখানির জন্যে পাগল হবে।

গোবি। তোকে কেউ জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লে তুই বলিস্,—'আমি কি জানি?'—আমার এখানিতে বড় দরকার আছে। এখন ঘরে যা।

[অমলার প্রস্থান।

রাখিয়া আসিব ইহা কেশবের ঘরে,
দেখিতে সে পায় যেন। সামান্য বিষয়,
লঘু অতি বাতাসের মত, জ্ঞান হয়
গুরু-বেদবাক্য-সম—সন্দিগ্ধ মনেতে।
সামান্য রুমালে এই দেখি না কি হয়!
যে বিষ চৌড়ার প্রাণে ক'রেছি প্রয়োগ,
আরম্ভ হ'য়েছে ক্রিয়া এখনি তাহার।
বিষম সন্দেহ হায়! বিষের সমান,
সুস্বাদ সেবনে, কিন্তু মিশিলে শোণিতে,—
আগ্নেয়গিরির সম হয় প্রজ্বলিত।
সত্য কি না দেখ, অই আসিছে আবার!

(রুদ্রসেনের পুনঃ প্রবেশ।)

নাহিরে মাদক হেন, অথবা ঔষধি

স্নিগ্ধকর অতি, এ জগত-মাঝে আর,
দিতে পারে তোরে সেই সুনিদ্রা আবার,
পেয়েছিলি যাহা তুই গত নিশাকালে !

রুদ্র। ওহো—অসম্ভব ! অসতী আমার চন্দ্রা !

গোবি। যেতে দিন, কাজ নাই আর ও কথায়।

রুদ্র। আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও তবে !
এ প্রচণ্ড হুতাশন কেন রে জ্বালিলি
প্রাণের ভিতর মম ? বরঞ্চ এ হ'তে
চিরদিন থাকি প্রতারিত—সে'ও ভাল,
সন্দেহ না সহে প্রাণে আর—

গোবি। সেকি প্রভো ?

রুদ্র। কেমনে বলিব প্রাণে কি দারুণ জ্বালা,
মনে হয় যবে তার গুপ্তপ্রেম-কথা !
দেখি নাই—ভাবি নাই—পাই নাই ক্লেশ,—
মন-সুখে, সুনিদ্রার স্বাধীন অন্তরে,
ক'রেছিনু গত নিশা আনন্দে যাপন,—
বিম্বাধরে তার দেখি নাই কেশবের
চুম্বনের দাগ ! অপহৃতজন যদি
জানিতে না পারে, কি ধন গিয়াছে চুরি,—
হয় নাই চুরি তার।

গোবি। কি দুঃখের কথা !

রুদ্র। থাকিতাম মন-সুখে—হইত রে যদি
যাবতীয় সেনাগণ উপপতি তার,
আমি না জানিতে যদি পাইতাম তাহা !
আজি হ'তে ফুরাইল জীবনের সাধ,
সুখ-শান্তি হৃদয়ের হ'ল অবসান !
রণরঙ্গে সুসজ্জিত বীর সেনাগণ,
ক্ষত্রিয়ের চিরধর্ম্ম পুণ্যের সমর,
বিদায় আমারে দাও জনমের মত !
সুশিক্ষিত অশ্বগণ—বীর-সহচর—
রণ-ভেরী, জয়ডঙ্কা—ধ্বনি শুনি' যার
নৃত্য করে বীর-হিয়া পশিতে সংগ্রামে—
শ্রবণ-বিদারী ভীম রণ-কোলাহল,
পতাকা গগনশোভী, বিজয়-উৎসব,
বীরত্বের অহঙ্কার—সমর-গৌরব—
তোমরা হে অগ্নিবাণ, নিশিত নিপাত,—
আখণ্ডল-বজ্র-সম ভীষণ নিনাদ,—
চিরদিন-তরে দাও বিদায় আমারে,
সংসারের লীলা শেষ হ'য়েছে আমার !
গোবি। একি অসম্ভব কথা কহিতেছ প্রভো ?
রুদ্র। শোন্ রে পিশাচ ! জানিস্ নিশ্চয় মনে,
কলঙ্কিনী ব'লেছিস্ প্রিয়ারে আমার,

চাক্ষুষ প্রমাণ তার দিতে হবে তোরে!
নতুবা শপথ মম ঈশ্বর-সমীপে,—
এ প্রচণ্ড ক্রোধানলে রক্ষা নাহি তোর,
পশুর মতন তোরে করিব নিধন!

গোবি। পরিণাম এই বুঝি হ'ল অবশেষে?

রুদ্র। দেখাইয়া দে আমারে, অথবা প্রমাণ
স্পষ্ট কর্ প্রদর্শন,—সংশয়ের স্থান
তিল মাত্র যেন আর না রহে অন্তরে,
থাকে যদি জীবনে মমতা।

গোবি। শুন প্রভো,—

রুদ্র। কলঙ্কিনী কহি' তারে, যদি রে আবার
যন্ত্রণা-শিখায় মোর দিবি ঘৃতাহুতি,
পবিত্র ঈশ্বর-নাম আনিস্ না মুখে
এ জনমে আর ; দয়া-ধর্ম্ম আজি হ'তে
দিয়া জলাঞ্জলি, কর্ নিত্য এবে
পাপের উপর পাপ বিভীষিকাময়!
পৈশাচিক অনুষ্ঠান নিরখিয়া তোর,
আতঙ্কে স্তম্ভিত হ'ক্ নিখিল জগৎ!
রোদন অমরগণ করুন ত্রিদিবে!
যে ভীষণ পাপে আজ আত্মা কলুষিত
করিলি আপন—নাহি তুলনা তাহার!

গোবি। হা ঈশ্বর দয়াময়!—ক্ষমা কর মোরে!
মানুষ কি তুমি? নাহি কি তোমার মনে
হিতাহিত-জ্ঞান?—রক্ষ এরে হে বিধাতঃ!
ওরে মূর্খ, হতভাগ্য গোবিন্দপ্রসাদ!
সততার পুরস্কার পাইলি কেমন?
হায়! পাপ বসুন্ধরে! দেখ, দেখ তুমি
সরলতা এ সংসারে বিড়ম্বনা শুধু।
যে শিক্ষা তোমার কাছে পাইলাম আমি,
ভুলিব না কভু তাহা। আজি হ'তে আমি
বন্ধু ভাবি' আর কারে বাসিব না ভাল।

রুদ্র। সরলতা আশা করি তোমার নিকটে।

গোবি। সরলতা এ সংসারে মূর্খতা কেবল;
সরলতা শত্রু করে হিতকারী জনে।
জ্ঞানীর মতন কাজ করিব এখন।

রুদ্র। সাধ্বী চন্দ্রাবতী অথবা সে কলঙ্কিনী,
বিশ্বাসভাজন কিম্বা প্রতারক তুমি,
দেখিব প্রমাণ। পবিত্র তাহার নাম—
অকলঙ্ক সুধাকর—হইয়াছে এবে
কদাকার হায়! আমার বদন-সম!
উদ্বন্ধনে, বিষপানে, ছুরিকা-আঘাতে,
স্রোতস্বতী-নিমজ্জনে, অথবা অনলে,

নিশ্চয় তাহারে আমি দিব প্রতিশোধ,
প্রতীতি হৃদয়-মাঝে হইবে যখন !

গোবি। অতীব আকুল দেখি অন্তর তোমার ;
কি কুক্ষণে এ প্রসঙ্গ ক'রেছিনু আমি !
সত্য কি সংশয় দূর চাহ করিবারে ?

রুদ্র। করিব সংশয় দূর—প্রতিজ্ঞা আমার।

গোবি। হ'তে পারে তাহা ; কিন্তু কেমনে করিব ?
বিচার করিয়া যদি অবস্থা-নিচয়—
চাক্ষুষ-প্রমাণ-সম ঘটনা-সকল—
সত্য কিনা অপবাদ বুঝে দেখ তুমি,
তা হ'লে সংশয় বটে হ'তে পারে দূর।

রুদ্র। জীবন্ত প্রমাণ দাও—চন্দ্রা কলঙ্কিনী !

গোবি। চাহে না হৃদয় মম করিতে এ কাজ।
কিন্তু মূর্খ আমি, তাই বন্ধুতা-কারণে,
পরহিতব্রতে, আসিয়াছি এতদূর,
নিবৃত্ত কেমনে হই ? শুন বলি তবে,—
একত্র শয়ন ক'রে ছিনু একদিন
কেশবের সনে ; দশন-বেদনা-হেতু
নিদ্রা না হইল মোর। আছে কত লোক,
দুর্ব্বল হৃদয়, নিদ্রাকালে মুখে বলে
গুপ্তকথা হৃদয়ের ; কেশবের আছে

সেই দোষ। শুনিলাম নিদ্রিত কেশব
বলিতে লাগিল,—"বিধুমুখী চন্দ্রাবতি,
থেকো সাবধানে, গোপনে রাখিও প্রেম !"
গাঢ় আলিঙ্গন করি', ধরিয়া আমার
কর, কহিল আবার, "হায় প্রাণেশ্বরি !"
তারপর বার বার করিয়া চুম্বন,
(উৎপাটি' সমূলে যেন কতই চুম্বন
উদ্ভূত অধর-'পরে হ'য়েছিল মোর !)
বিষাদে নিশ্বাসি' পুনঃ বলিতে লাগিল—
"হায়রে দারুণ বিধি ! এহেন রতন
কি পাপে দিলিরে তুই বর্ব্বর চৌড়ারে !"

রুদ্র। ভয়ঙ্কর ! ভয়ঙ্কর !

গোবি। স্বপ্ন ইহা শুধু।

রুদ্র। জাগ্রতের সত্য কিন্তু স্বপনে বিকাশ,
নিগূঢ়-রহস্য-ভেদ দেখি এ স্বপনে !

গোবি। বিচারি' ইহার সনে ঘটনা-নিচয়,
অপর প্রমাণ বটে হয় গুরুতর।

রুদ্র। খণ্ড খণ্ড হ'বে আজ পিশাচীর দেহ !

গোবি। ধৈর্য্য ধর, নহে ইহা চাক্ষুষ প্রমাণ।
হ'তে পারে সাধ্বী চন্দ্রা। বল দেখি তবে,
চন্দ্রার নিকটে তুমি দেখেছ কি কভু,
বাসন্তী রঙের এক রেশমী রুমাল ?

রুদ্র। কেন ? আমিই তো তারে দিয়াছিনু তাহা,
প্রেম-উপহার মম প্রথম সেখানি।

গোবি। জানি না তা ; কিন্তু ঠিক্ তেমনি রুমাল,—
চন্দ্রার রুমাল তাহা নাহিক সন্দেহ,—
দেখিলাম আজি আমি কেশবের হাতে।

রুদ্র। যদি সে রুমাল হয়—

গোবি। কিম্বা অন্য কোন
চন্দ্রার রুমাল,—তাও তো প্রমাণ বটে।

রুদ্র। হইল না কেন হায়! সহস্র জীবন
দুরাত্মার! একমাত্র জীবনে তাহার
কেমনে হইবে তৃপ্ত জিঘাংসা আমার ?
বুঝিলাম এতক্ষণে সত্য ইহা সব।
এই দেখ, চেয়ে দেখ গোবিন্দপ্রসাদ,
ভালবাসা উড়াইয়া দিলাম আকাশে,—
আর নাই—আর নাই—গেছে ভালবাসা!
উঠ কালরূপী প্রতিশোধ! ত্যজি' নিজ
তিমির ভবন, কুসুম-কিরীট তোর
প্রেম! আর তোর অই হৃদি-সিংহাসন,
কর সমর্পণ ঘৃণার কঠোর করে।
রে হৃদয়, স্ফীত হও বিষের জ্বালায়,—
হায়! কালফণী তোরে ক'রেছে দংশন!

গোবি। এখনি এতই কেন হ'তেছ কাতর ?
রুদ্র। শোণিত ! শোণিত ! হায় শোণিতের তৃষা !
গোবি। শুন বলি, ধৈর্য্য ধর ; এ ভাব তোমার
হয়তো আবার শেষে হবে বিচলিত।
রুদ্র। অসম্ভব ! স্রোতস্বতী—অবিরাম-গতি—
ধায় যথা ভীমবেগে, সাগর-উদ্দেশে,
প্রতিকূল গতি কভু হয় না তাহার,—
তেমতি আমার এই শোণিতের তৃষা,
না ফিরি,' না চাহি' পুনঃ প্রণয়ের দিকে,
ভীষণ প্রবাহে অতি ছুটিবে সতত,
শান্ত হবে—পাবে যবে পূর্ণ প্রতিশোধ !
[ভূতলে জানু পাতিয়া]
করিনু শপথ অই স্বর্গ সাক্ষ্য করি',
পবিত্র প্রতিজ্ঞা মম করিব পালন !
গোবি। উঠিও না—ক্ষণকাল থাক অই ভাবে !
[ভূতলে জানু পাতিয়া]
সাক্ষী হে তোমরা চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা,
পঞ্চভূত জগতের, সাক্ষী হে তোমরা,—
দেখ চেয়ে আজ আমি প্রাণ-মন মম,
আর এ যুগল বাহু করিনু উৎসর্গ
নিপীড়িত-রুদ্রসেন-তরে ! আজি হ'তে
করিবে সে যে আদেশ, পুণ্য ব্রত ভাবি'

তাহা করিব পালন। পাইলে আদেশ
নররক্ত উপহার দিব অনায়াসে।

রুদ্র। মুখে শুধু সাধুবাদ দিব না তোমায়,
কার্য্যে পরিণত তাহা করিব এখনি ;
তিনদিন-মধ্যে দিও সংবাদ আমায়,
কেশবের জীবলীলা হইয়াছে শেষ।

গোবি। কেশব আমার বন্ধু নাহি এ জগতে
আর, তোমার আদেশে ;—কিন্তু কাজ নাই
বধিয়া চন্দ্রারে।

রুদ্র। মরিবে সে পাপীয়সী !
চল সঙ্গে মোর, আনিব গোপনে বিষ
অপ্সরারূপিণী সেই পিশাচীর তরে।
গোবিন্দপ্রসাদ ! আজি হ'তে হ'লে তুমি
প্রতিনিধি মম।

গোবি। আমি চিরদাস তব।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—দুর্গের সম্মুখ।

(চন্দ্রাবতী ও অমলার প্রবেশ।)

চন্দ্রা। জান কি অমলা, হারালেম কোথা আজ
রুমাল আমার ?

অম । আমি তো জানি না সখি !

চন্দ্রা । বরঞ্চ এ হ'তে হারাতেম যদি আমি
রত্নরাশি, সেও ছিল ভাল। স্বামী মম
না হ'তেন যদি উদারহৃদয় অতি,
সন্দিগ্ধ অন্তর যদি হইত তাঁহার,
কতই সন্দেহ তিনি করিতেন মনে
আমার উপর—এই রুমালের তরে।

অম । তিনি কি নহেন সখি, সন্দিগ্ধ-হৃদয় ?

চন্দ্রা । অকলঙ্ক তিনি ! আপনি তপনদেব,
মনে হয় সখি ! হ'রেছেন দোষরাশি
জন্মকালে তাঁর ।

অম । অই আসিছেন তিনি !

চন্দ্রা । যাইতে দিব না আজ, যতক্ষণ তিনি
না ডাকেন কেশবেরে আপন-সম্মুখে ।

(রুদ্রসেনের প্রবেশ ।)

এখন কেমন আছ ?

রুদ্র । ভাল আছি প্রিয়ে ।
[স্বগত] কেমনে গোপনে রাখি হৃদয়ের ভাব !
[প্রকাশ্যে] ভাল আছ চন্দ্রাবতী ?

চন্দ্রা। ভাল আছি নাথ!

রুদ্র। [চন্দ্রাবতীর কর গ্রহণ করিয়া]
স্বেদবিন্দু কেন এত করেতে তোমার?

চন্দ্রা। হয়নি এখনো তবু বয়স অধিক,
অথবা আজিও পাই নাই শোকতাপ।

রুদ্র। মনোভাব জানা যায় দেখি এই কর,
কভু বা শীতল—কভু উষ্ণ অতিশয়;
জানা যায়,—দানশীল অন্তর তোমার,
ধর্ম্ম-আচরণ সদা—নির্জ্জনে, একান্তে,
ব্রত, উপবাস, ধ্যান, তপস্যা কঠোর
বিহিত তোমার। এই যে তরুণ ক্ষুদ্র
করপুটখানি, কে জানে কখন তার
কোন্ ভাব হয়—সরলতা সাধুতার
আদর্শ কেমন!

চন্দ্রা। সত্য যা বলিছ নাথ,
এই করে এ হৃদয় দিয়াছি তোমারে।

রুদ্র। অকাতরে করে দান এই কর তব।
পুরাকালে পরিণয় হইত যখন,
প্রাণের মিলনে হ'ত কর-সম্মিলন;
কিন্তু এ কালের নূতন পদ্ধতি— শুধু
কর-সম্মিলন—নহে প্রাণের মিলন!

চন্দ্রা । জানিনা তা আমি । কহ তবে নাথ, কবে
করিবে পালন যাহা প্রতিশ্রুত ছিলে ?

রুদ্র । কোন্ প্রতিশ্রুতি শুনি, কহ চন্দ্রাননি ?

চন্দ্রা । আসিবে তোমার কাছে এখনি কেশব ।

রুদ্র । চক্ষু দিয়া আজ বড় ঝরিতেছে জল ;
দাও দেখি একবার রুমাল তোমার ।

চন্দ্রা । এই লও নাথ ।

রুদ্র । রেশমী রুমালখানা,
বিবাহ-সময়ে যাহা দিয়াছিনু আমি ?

চন্দ্রা । সে রুমাল নাই নিকটে আমার ।

রুদ্র । নাই ?

চন্দ্রা । সত্য বলি নাথ, নাই সে রুমাল হেথা ।

রুদ্র । নিদারুণ কথা ! সে রুমাল দিয়াছিল
জননীরে মম সন্ন্যাসিনী একজন
কামরূপ হ'তে । যাদুবিদ্যা জানিত সে,
মুখ দেখি' মানুষের, অন্তরের কথা
বলিতে পারিত । ব'লেছিল সন্ন্যাসিনী
মাতারে আমার, যবে দেয় সে রুমাল,—
"রাখিও যতন করি' অতি সাবধানে,
হইবে তা হ'লে তুমি পতি-সোহাগিনী ।"
মাতা যদি হারাতেন তাহা, কিম্বা তিনি

অন্য কারে করিতেন দান, বিচলিত
হইত নিশ্চয় পিতার প্রণয় মম ;
ঘৃণিতা হ'তেন মাতা—পিতার চক্ষেতে।
মৃত্যুকাল হ'লে, মাতা দিয়া সে রুমাল
কহিলেন মোরে,—"দিও এ রুমাল বৎস !
ভার্য্যারে তোমার, যবে হইবে বিবাহ।"
পালন ক'রেছি আমি আদেশ তাঁহার।
তাই বলি সাবধান ! রাখিও যতনে
সে রুমাল, ভাবি' তারে নয়নের তারা।
হারাও যদ্যপি কিম্বা দাও অন্য কারে,
ভীষণ অনর্থ হেন হইবে তোমার,—
তুলনা নাহিক যার এ জগত-মাঝে !

চন্দ্রা। একি কথা কহ নাথ,—এ নাকি সম্ভব ?

রুদ্র। কহিনু নিশ্চয়, ইন্দ্রজাল এ রুমালে !
দুইশত বৎসরের প্রবীণা ডাকিনী
অদ্ভুত বিকট মন্ত্র পড়ি' বারবার,
ভীষণ ভবিষ্যবাণী করি' উচ্চারণ,—
করিল প্রস্তুত ইহা। যে কীটে উদ্ভূত
রেশম ইহার, মন্ত্রপূত ছিল তারা।
কুমারীর চিতাভস্ম শ্মশান হইতে
আনিয়া, রঞ্জিত ক'রেছিল এ রুমাল।

চন্দ্রা। সত্য নাকি?

রুদ্র। নাহি কিছু সন্দেহ ইহাতে।
তাই বলি সাবধান! রাখিও যতনে।

চন্দ্রা। কি কুক্ষণে আমি তবে দেখেছিনু ইহা!

রুদ্র। সে কি?—কি কারণ?

চন্দ্রা। কহিতেছ কথা কেন
চকিত নয়নে—এত পরুষ বচনে?

রুদ্র। হারায়ে গিয়াছে তবে?—পাইবে না আর?

চন্দ্রা। জগদীশ!

রুদ্র। কি কহিছ?—নিরুত্তর কেন?

চন্দ্রা। হারাইয়া যায় নাই। কিন্তু কি হইবে
হারাইয়া থাকে যদি?

রুদ্র। কেমনে হারাল?

চন্দ্রা। কহিছি তো আমি—হারাইয়া যায় নাই!

রুদ্র। আন তবে ত্বরা করি',—দেখাও আমারে।

চন্দ্রা। আনি' দিব পরে তবে, এ সময় নয়।
বুঝেছি ছলনা ইহা ভুলাইতে মোরে!
মিনতি আমার,—ক্ষমা কর কেশবেরে।

রুদ্র। রুমাল আনিয়া দাও; হ'তেছে সন্দেহ।

চন্দ্রা। যোগ্য জন হেন তুমি পাইবে না আর।

রুদ্র। রুমাল!

চন্দ্রা। কৃপা করি' কহ নাথ, কেশবের কথা।
রুদ্র। রুমাল!
চন্দ্রা। তুমিই তো চিরদিন ভরসা তাহার,
চিরসহচর তব বিপদ-সময়।
রুদ্র। রুমাল!
চন্দ্রা। উচিত কি হেন ব্যবহার?
রুদ্র। দূর হও!

[প্রস্থান।

অম। নহেন কি ইনি সখি, সন্দিগ্ধহৃদয়?
চন্দ্রা। পূর্ব্বে কভু দেখি নাই এ ভাব তাঁহার!
নিশ্চয় বিচিত্র কিছু আছে এ রুমালে,
অভাগিনী আমি, তাই হারালেম তায়!
অম। পুরুষ কেমন সখি, বুঝা বড় দায়।
ক্রীড়ার পুত্তলি শুধু আমরা তাদের;
নূতনে আদর অতি—ঘৃণা পুরাতনে।
কেশব আসিছে দেখ স্বামী-সনে মোর!

(কেশব ও গোবিন্দপ্রসাদের প্রবেশ।)

গোবি। একমাত্র সদুপায় কহিনু কেশব,
চন্দ্রাবতী বিনা আর সাধ্য নাহি কার।

আহা অই যে দাঁড়ায়ে !—কি সৌভাগ্য তব !
যাও, যাও, কর গিয়া অনুরোধ তাঁরে।

চন্দ্রা। কহ শুনি কি সংবাদ কেশব তোমার ?

কেশ। আবার মিনতি দেবি ! তব অনুরোধে,
পাই যেন স্থান পুনঃ অন্তরে তাঁহার,
হৃদয়-সহিত যাঁরে শ্রদ্ধা করি আমি।
বিলম্ব না সহে। গুরুতর হেন যদি
অপরাধ মম, আজিকার অনুতাপ,
পূর্ব্বস্মৃতি, অথবা প্রতিজ্ঞা মম
ভবিষ্যৎ-তরে, লভিতে না পারে পুনঃ
প্রণয় তাঁহার, জানিবারে চাহি তাহা ;
ভাগ্য-দোষ ভাবি' তাহা, অদৃষ্ট-লিখনে
নির্ভর করিয়া রব—নিরুদ্বেগ মনে।

চন্দ্রা। হায় ! নির্দ্দোষ কেশব ! বিফল সকলি
আজ অনুরোধ মম ; পতি মম আজ
বাম মোর প্রতি ; না পারি বুঝিতে হায় !
বিচলিত কেন আজ হৃদয় তাঁহার।
জানেন বিধাতা, সাধ্যমত আজি আমি
করিয়াছি অনুরোধ। বিরাগভাজন
আজ হ'য়েছি তাঁহার, করি' অনুযোগ।
ধৈর্য্য ধর কিছু দিন ; সাধ্য যাহা মম,
তোমার মঙ্গল-হেতু করিব আবার,—

আপনার তরে যাহা না পারি করিতে ;
কি আর অধিক আমি কহিব তোমারে !

গোবি। রুষ্ট বুঝি হ'য়েছেন প্রভু মম আজ ?

অম। চলিয়া গেলেন তিনি অতি ক্রোধভরে।

গোবি। ক্রুদ্ধ তিনি ?—অসম্ভব ইহা ! দেখিয়াছি,
প্রবেশিয়া অগ্নিবাণ রণভূমি-মাঝে,
ছিন্ন-ভিন্ন করি' তাঁর সেনানী-নিচয়,—
উড়াইয়া ল'য়ে গেল সোদরে তাঁহার
বাহুপাশ হ'তে ! কিন্তু কোথা ক্রোধ তাঁর ?
গুরুতর আছে অতি কারণ ইহার !
যাই জিজ্ঞাসি তাঁহারে ; ক্রুদ্ধ যদি তিনি,
নিগূঢ় রহস্য আছে নিশ্চয় ইহাতে।

চন্দ্রা। যাও শীঘ্র তবে তুমি গোবিন্দপ্রসাদ।

[গোবিন্দপ্রসাদের প্রস্থান।

গুরুতর বিশৃঙ্খলা রাজকার্য্যে তাঁর,
ঘ'টেছে অথবা কোন অনর্থ হেথায়,
সংবাদ এসেছে কিম্বা বিকানির হ'তে,—
অটল হৃদয় তাই হ'য়েছে আকুল।
এরূপ সময়, সামান্য ঘটনা শুধু,
অকারণ হয় মনে—অতি গুরুতর।

প্রকৃতির রীতি এই ; অঙ্গুলী পীড়িত
হ'লে, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ঘোর হয় অনুভূত।
মানুষ দেবতা নহে ; দম্পতী-জীবনে
চিরদিন ফুলশয্যা কার ভাগ্যে ঘটে ?
হায় ! ধিক্ সখি মোরে ! বুঝিলাম এবে,
অযোগ্যা রমণী আমি স্বজনি, তাঁহার !
অকারণ দোষারোপ করিয়াছি তাঁরে।

অম। হয় যেন তাই, ভিক্ষা ঈশ্বর-সমীপে।
আশঙ্কা হৃদয়ে কিন্তু হ'তেছে আমার,
হ'য়েছে সন্দেহ তাঁর তোমার উপরে !

চন্দ্রা। হায় ! একি কথা !—কি দোষ ক'রেছি আমি ?

অম। তা তো জানি ; কিন্তু সখি, সন্দিগ্ধ হৃদয়
দেখিয়া কারণ তবে করে কি সন্দেহ ?
সন্দিগ্ধ তাহারা শুধু স্বভাবের দোষে।
আপনি উদ্ভূত হয় সন্দেহ-রাক্ষস,
আপনি সে দেখা দেয় হৃদয়-ভিতরে।

চন্দ্রা। সে রাক্ষস সখি ! যেন দূরে থাকে সদা
প্রাণেশ্বর হ'তে !

অম। বিধাতা করুন তাই।

চন্দ্রা। চল সখি ! যাই, দেখি গেলেন কোথায়
তিনি। যাও তবে তুমি কেশব এখন।

[চন্দ্রাবতী ও অমলার প্রস্থান।

(মেনকার প্রবেশ।)

মেন। তাই তো, কেশব যে! দেখা হ'ল—তবু ভাল।

কেশ। এখানে কি মনে ক'রে?—তবে মেনকা, এখন আছ কেমন? সত্য ব'ল্‌চি প্রিয়ে, আমি তোমারই কাছে যাচ্ছিলেম।

মেন। আমি তো তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্চি। বল দেখি, এক সপ্তাহের মধ্যে একবারও কি দেখা দিতে নাই? সাত দিন, সাত রাত! এত দিন যে কি কষ্টে কাটিয়েছি, তা আমিই জানি। ভালবাসা কি বিড়ম্বনা!

কেশ। কি করি বল, আজকাল বড়ই বিপদে প'ড়েছি। সে যা হ'ক্, একটু অবসর পেলেই আর তোমার কাছ-ছাড়া হব না। [মেনকার হাতে রুমাল দিয়া] বিধুমুখি, এ রুমাল-খানির নকল তুলে রেখ দেখি।

মেন। ও বুঝেছি! এ রুমাল কোথায় পেলে? এতো দেখ্‌চি কারও নূতন প্রেমের নিদর্শন! তাই তো বলি, এই জন্য এত দিন দেখা নাই! কেশব, তোমার মনে কি শেষে এই ছিল? বেশ—বেশ!

কেশ। এ'কি? ছি! অকারণ কেন মনে সন্দেহ ক'র্‌চ? তুমি মনে ভেবেছ, আমার কোন প্রণয়িণী আমাকে প্রেমচিহ্ন-স্বরূপ এই রুমালখানি দিয়েছে? ছিঃ! এমন কথা মনেও স্থান দিও না।

মেন। তবে এ রুমাল কোথায় পেলে ?

কেশ। তোমাকে সত্য ব'ল্‌চি। এ কার রুমাল, তাও আমি জানি না। আজ আমার ঘরের ভিতর কে ফেলে গিয়েছে। রুমালখানির কাজটী বড় সুন্দর। যার রুমাল হারিয়েছে, সে অবশ্যই নিতে আস্‌বে। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেবার আগে, এর একখানি নকল রাখ্‌তে হবে। তুমি নিয়ে যাও,—ঠিক্‌ এই রকম একখানি নকল তুলে রেখ। তবে এখন যাও।

মেন। আমি যাব—আর তুমি আস্‌বে না ?

কেশ। সেনাপতি এখনি এখানে আস্‌বেন। তিনি যদি তোমাকে আমার সঙ্গে দেখেন, কি মনে ক'র্‌বেন বল দেখি ?

মেন। কেন, তাতে কি ?

কেশ। মনে ক'র না যে, আমি তোমাকে ভালবাসি না।

মেন। ভালবাস্‌লে আর এমন হয়। তবে চল, আমাকে আমার বাড়ীর কাছ অবধি পৌঁছে দিয়ে এস। আর আজ রাত্রে নিশ্চয়ই এস।—আস্‌বে তো ?

কেশ। এখন কেমন ক'রে তোমার সঙ্গে যাই বল ? সেনাপতির আস্‌বার সময় হ'য়েছে। যত শীঘ্র পারি, তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব।

মেন। বেশ যা হ'ক্‌! যা ভাল বিবেচনা হয়, তাই কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—দুর্গের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

(রুদ্রসেন ও গোবিন্দপ্রসাদের প্রবেশ।)

গোবি। তাই কি ভাবেন প্রভো ?

রুদ্র। ভাবি আমি তাই !

গোবি। আর কিছু নহে,—শুধু গোপনে চুম্বন।

রুদ্র। ভাব তুমি দোষ নাহি এতে ? পিশাচের
প্রতারণা ইহা ! করে যারা হেন কাজ
ভাণ করি' সাধুতার, সাধুতা তাদের
স্বর্গ-সনে পিশাচের পাপ অভিনয় !

গোবি। তুচ্ছ কথা অতি। গুরু অপরাধ কিছু
না দেখি ইহাতে। কিন্তু যদি প্রভো,
রুমাল ভার্য্যারে মম দিই উপহার ?

রুদ্র। তা হ'লে কি ?

গোবি। তাহারি সামগ্রী তাহা প্রভো !
আপন সামগ্রী দিতে পারে যারে ইচ্ছা
তার।

রুদ্র। আপন সামগ্রী সতীত্ব তাহার ;
তাও কি সে দিতে পারে, যারে ইচ্ছা তার ?
গোবি। সতীত্ব নারীর, নরচক্ষে অগোচর,
কল্পনা কেবল ; আছে কি না আছে তাহা,
কে জানিতে পারে ; কিন্তু এই রুমালের কথা—
রুদ্র। জানেন ঈশ্বর ! ভুলিবারে চাহি আমি
রুমালের কথা। কিন্তু হায় ! কি করিব ?
গৃধ্র যথা দেখা দেয় আপনি আসিয়া,
সংক্রামকরোগক্লিষ্ট মুমূর্ষু-ভবনে,
বার বার আসি' এই রুমালের স্মৃতি
হৃদয়-ভিতরে, বলে যেন তার স্বরে,—
"কেশবের কাছে আছে রুমাল যে তোর !"
গোবি। তুচ্ছ কথা মাত্র।
রুদ্র। এখন তো তুচ্ছ বটে।
গোবি। আর যদি কহি আমি,—দেখেছি স্বচক্ষে,
অথবা সে নিজ-মুখে ক'রেছে স্বীকার ?
আছে হেন দুরাচার এ জগত-মাঝে,
অযাচিত-প্রেম-ডোরে পড়ি' প্রমদার,
পূর্ণ কিংবা ব্যর্থ করি' প্রেমতৃষা তার,
ঘোষণা আপন-মুখে করে অবশেষে
উপহাসে, উচ্চহাস্যে কলঙ্ক তাহার।

রুদ্র। নিজ-মুখে তবে কি সে বলিয়াছে কিছু ?

গোবি। বলিয়াছে প্রভো ! করিবে না অস্বীকার
সে সকল কথা।

রুদ্র। কি ব'লেছে নিজ-মুখে ?

গোবি। কি আর কহিব তাহা,—ব'লেছে সকলি !

রুদ্র। কি ? কি ? রুমাল—নিজ-মুখে স্বীকার—রুমাল ! নিজ-মুখে স্বীকার ! প্রতিফল তার মৃত্যুদণ্ড ! প্রথমে মৃত্যু—পরে স্বীকার !—মনে ক'র্লে হৃদয় কাঁপে ! সত্য না হ'লে প্রাণ কি এত আকুল হয় ? শুধু মুখের কথায় কি আমি এত বিচলিত হই ? হায় ধিক্ ! নাসিকা—কর্ণ—অধর !—এ না কি সম্ভব !—নিজ-মুখে স্বীকার—রুমাল !—হা পিশাচ !

[মূর্চ্ছা।

গোবি। ধন্য রে ঔষধ মোর, সাধ নিজ-কাজ !
এইরূপে পড়ে ফাঁদে মূর্খজন যত,
আর এইরূপে কত সরলা অবলা,
অকারণ, বিনা দোষে হয়রে লাঞ্ছিতা।
একি প্রভো—একি ! উঠ, প্রভু রুদ্রসেন !

(কেশবের প্রবেশ।)

কি হে ? কেশব যে ?

কেশ। একি ?—কি হ'য়েছে ?

গোবি। সেনাপতি মহাশয়ের আজ দু'দিন থেকে মৃগীরোগ হ'য়েছে। কাল এই রকম আর একবার মূর্চ্ছিত হ'য়েছিলেন!

কেশ। কপালের দুই পাশে হাত বুলিয়ে দাও।

গোবি। না—না! আপনা আপনিই মূর্চ্ছাভঙ্গ হ'তে দাও। তা না হ'লে আরও রোগের বৃদ্ধি হ'বে ও শেষে উন্মত্তের মত চীৎকার ক'র্‌বেন।—অই দেখ, ক্রমে চেতনা হ'চ্চে! তুমি কিছুক্ষণের জন্য একবার এখান থেকে যাও। কোন ভয় নাই—এখনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হবেন। সেনাপতি এখান থেকে চ'লে গেলে, আবার এস। তোমার সঙ্গে একটী বড়ই প্রয়োজনীয় কথা আছে।

[কেশবের প্রস্থান।

একি সেনাপতি মহাশয়?—আপনার মাথায় তো আঘাত লাগে নি?

রুদ্র। তুই আমাকে উপহাস ক'র্‌চিস্?

গোবি। আপনাকে আমি উপহাস ক'র্‌ব—এও কি সম্ভব? আমি বলি, যা হবার তা হ'য়েছে। এখন মানুষের মত ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

রুদ্র। যার ভার্য্যা ব্যভিচারিণী, সে তো পশু ও রাক্ষসের সমান!

গোবি। তা হ'লে তো নগরে নগরে এমন কত পশু ও রাক্ষস আছে

রুদ্র। সে নিজেই স্বীকার ক'রেছে ?

গোবি। সেনাপতি মহাশয়, আবার ব'ল্‌চি,—মানুষের মত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করুন। মনে ভেবে দেখুন, এ কিছু একটা নূতন কথা নয়। বিবাহ ক'র্‌লে, সকলেরই আপনার মত অবস্থা ঘ'ট্‌তে পারে। লক্ষ লক্ষ লোক এইরূপ ব্যভিচার-কলুষিত শয্যায় রাত্রি যাপন করে—কিন্তু কিছুই জান্‌তে পারে না। পিশাচের সে অট্টহাসি, পাপের সে বিদ্রূপ তারা দেখ্‌তে পায় না, জান্‌তে পারে না। হায়! তারা সেই কলুষিত শয্যায় কলঙ্কিনী ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে সাধ্বী বনিতা জ্ঞানে সাদরে চুম্বন করে। কিন্তু আপনার এখনকার অবস্থা তাদের চেয়ে কত ভাল! আপনি এখন জান্‌তে পেরেছেন, আপনার স্ত্রী কেমন—আর তাঁকে ল'য়ে এখন কি ক'র্‌তে হ'বে।

রুদ্র। তা সত্য ; এতে আর সন্দেহ নাই।

গোবি। আপনি এখন তবে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকুন। যখন এইমাত্র আপনি মূর্চ্ছিত হ'য়েছিলেন, তখন কেশব এখানে এসেছিল। আমি তাকে কৌশল ক'রে এখান হ'তে পাঠিয়ে দিলেম। আর তাকে ব'ল্‌লেম, আপনি হঠাৎ পীড়িত হ'য়েছেন। তাকে আবার এখানে আস্‌তে ব'লেছি। সে এখনি আস্‌বে। আপনি একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ান। তার মুখভঙ্গীটা ভাল ক'রে দেখ্‌বেন। বুঝ্‌তে পার্‌বেন, তার মুখে কত পরিহাস, কত হাসি, কত ঘৃণা! কেননা, এখন আমি আবার তাকে সেই সব

কথা ব’ল্‌তে ব’ল্‌ব, আর জিজ্ঞাসা ক’র্‌ব,—কোথায়, কেমন ক’রে, কতবার, কখন, কতদিন থেকে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তার প্রেমালাপ হ’য়েছিল, আবার কবে হবে। তার মুখের ভাবগুলো ভাল ক’রে দেখ্‌বেন!—কিন্তু সাবধান! দেখ্‌বেন যেন আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়। তা হ’লে বুঝ্‌ব,—আপনি নিতান্ত কাপুরুষ, কেবল প্রতিহিংসাই আপনার হৃদয়ের সার।

রুদ্র। শুন গোবিন্দপ্রসাদ, এখন থেকে আমার ধৈর্য্য ঘোর ধূর্ত্ততায় পরিপূর্ণ থাক্‌বে, কিন্তু—শুন বলি—ভীষণ শোণিতপাতে পরিণত হবে!

গোবি। তা অবশ্য। সময় মত সকলি ক’র্‌বেন। তবে এখন আপনি আড়ালে দাঁড়ান।

[রুদ্রসেনের অন্তরালে অবস্থান।

জিজ্ঞাসা করিব আমি কেশবে এখন,
উপপত্নী তার সেই মেনকার কথা।
মজিয়াছে প্রেমেতে তাহার, দুষ্টা সেই
বারবিলাসিনী। মজাইয়া কত জনে,
পড়িয়াছে নিজে বেশ্যা, শেষে কেশবের
পীড়িতের ফাঁদে! শুনিলে তাহার নাম,
লুটাপুটি খায় তাই হাসিয়া কেশব।
অই যে আসিছে! হেরি’ কেশবের হাসি,

মূর্খ রুদ্রসেন হায় ! হইবে পাগল ;
সন্দিগ্ধ অন্তরে তার জ্বলিবে অনল ।
ভাবভঙ্গী, হাসি হেরি' কেশবের মুখে,
ভাবিবে চন্দ্রার কথা কহিছে কেশব ।

(কেশবের প্রবেশ।)

এস এস, ওহে প্রতিনিধি মহাশয় !

কেশ। আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন ?

গোবি। চন্দ্রাবতীকে খুব অনুরোধ কর, তা হ'লে আর কোন ভাবনা থাক্‌বে না। [মৃদুস্বরে] বল দেখি, যদি মেনকার হাতে এই কাজের ভার দিতে পার্‌তে, তা হ'লে কত শীঘ্র তুমি সফল হ'তে ?

কেশ। হায় ! অভাগিনী নারী !

রুদ্র। অই দেখ, এখনি বিদ্রূপ ক'রে হাস্য ক'র্‌চে।

গোবি। মেয়েমানুষ পুরুষকে এত ভালবাস্‌তে পারে, তা আগে আমি জান্‌তেম না।

কেশ। কি জানি কেন।—কিন্তু আমার বোধ হয় সে সত্য সত্যই আমাকে ভালবাসে।

রুদ্র। অই যে ! পরিহাস ক'রে কথাটা উড়িয়ে দিচ্চে !

গোবি। আর একটা কথা বলি, শুন কেশব !

রুদ্র। এখন গোবিন্দপ্রসাদ আবার সেই সব কথা ব'ল্‌তে অনুরোধ ক'র্‌বে। তা বেশ—বেশ !

গোবি। সে বলে, তুমি নাকি তাকে বিবাহ ক'র্‌বে। এ কথা সত্য নাকি ?

কেশ। হাঃ হাঃ হাঃ!

রুদ্র। জয়লাভ ক'রেছিস্ ব'লে কি তোর এই উল্লাস ?

কেশ। আমি তাকে বিবাহ ক'র্‌ব? একটা বাজারের বারাঙ্গণাকে বিবাহ ক'র্‌ব ?—তুমি কি আমাকে এমনিই পাগল মনে কর ?—হাঃ হাঃ হাঃ!

রুদ্র। ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্! যারা জয়লাভ করে, তারা এমনি ক'রে হাসে।

গোবি। সত্য ব'ল্‌চি, সকলেই ব'ল্‌চে,—তোমার সঙ্গে তার বিবাহ হবে।

কেশ। যাও—মিছে ঠাট্টা কেন ?

গোবি। ঠাট্টা নয়—সত্য কথা!

রুদ্র। তুই আমাকে চিরজীবনের জন্য কলঙ্কিত ক'রেছিস্! বেশ!

কেশ। তবে এটা সেই বাঁদরীরই নিজের মনগড়া কথা। সে নিজের মনের ইচ্ছা, নিজেই প্রকাশ ক'রে, এ কথাটা রটনা ক'রেছে। আমি এর কিছুই জানি না।

রুদ্র। গোবিন্দপ্রসাদ ইঙ্গিত ক'র্‌চে! এই বার সেই কথা আরম্ভ ক'র্‌বে!

কেশ। এইমাত্র সে এখানে এসেছিল। আমাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়ায়। সে দিন আমি নদীর ধারে কয়েকজন

মারহাট্টার সঙ্গে কথা কইছিলেম,—আ মরণ! বেশ্যাটা কিনা সেইখানেই এসে জুট্‌ল? সে এমনি ক'রে হাত বাড়িয়ে, আমার গলা জড়িয়ে ধরে—

রুদ্র। আর বলে—"প্রাণের কেশব!"—ভাবভঙ্গীতে তাই বলা হ'চ্চে!

কেশ। আবার আমার গলা জড়িয়ে কাঁদে। এমনি ক'রে আমার হাত ধ'রে টানে!—হাঃ হাঃ হাঃ!

রুদ্র। কেমন ক'রে আমার ঘরের ভিতর হ'তে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তাই ব'ল্‌চে!—হা, তুই জানিস না, তোর অই নাক যে আমি অবিলম্বে কুকুরকে চর্ব্বণ ক'র্‌তে দিব!

কেশ। এখন আর আমি তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখ্‌ব না।

গোবি। সে কি কথা?—অই যে, আস্‌চে!

কেশ। আঃ এ কামুকীর জ্বালায় যে অস্থির হ'তে হ'ল!

(মেনকার প্রবেশ।)

বল দেখি, কেন তুমি আমাকে এমনি ক'রে বার বার খুঁজে বেড়াও?

মেন। আমি কেন খুঁজ্‌ব? তোমার মতন ভূতকে পেত্নী খুঁজে বেড়াক্। তুমি যে এই রুমালখানা এইমাত্র আমাকে দিয়ে এলে, এর মানে কি? আমিও যেমন নেকী—আগে কিছু

বুঝ্‌তে পারি নি। আমাকে আবার এই রুমালের নকল তুল্‌তে হ'বে—কেমন মজার কথাটী! তোমার নিজের ঘরের ভিতর কে রুমালখানা ফেলে গেল, আর তুমি তার কিছুই জান্‌তে পার্‌লে না। নিশ্চয়ই কারও সঙ্গে তোমার নূতন পীরিত হ'য়েছে, আর সেই দিয়েছে। আমি আবার এর নকল তুলে রাখ্‌ব!—এই নাও—সেই আবাগীকে—যার জিনিস্ তাকে দাও গিয়ে। আমি নকল তুল্‌তে পার্‌ব না।

কেশ। তাই তো—মেনকাসুন্দরি! আজ যে বড়ই রাগ দেখ্‌চি।

রুদ্র। এতো নিশ্চয়ই আমারই রুমাল!

মেন। আজ রাত্রে আস্‌বে কি?—তুমি যা আস্‌বে, তা আমি জানি!

[প্রস্থান।

গোবি। যাও—যাও, ওর সঙ্গে যাও।

কেশ। তা না হ'লে রক্ষা আছে? রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার ক'রে বেড়াবে।

গোবি। আজ কি সন্ধ্যার সময় তুমি সেখানে যাবে?

কেশ। যেতে হবে বোধ হয়।

গোবি। আমিও বোধ হয় যাব। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

কেশ। নিশ্চয়ই এস।

গোবি। তবে এখন যাও। সে কথায় এখন আর কাজ নাই।

[কেশবের প্রস্থান।

রুদ্র। [অগ্রসর হইয়া] বল গোবিন্দপ্রসাদ, কি প্রকারে আমি এর প্রাণবধ ক'র্‌ব ?

গোবি। দেখ্‌লেন তো, কেমন হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের পাপের কথা ব'ল্‌তে লাগ্‌ল ?

রুদ্র। ওহো গোবিন্দপ্রসাদ !

গোবি। আর রুমাল দেখ্‌লেন তো ?

রুদ্র। একি আমারই রুমাল ?

গোবি। তাতে আবার সন্দেহ আছে ? আর আপনার সেই মন্দভাগিনী স্ত্রীকে ও কেমন শ্রদ্ধা করে দেখ্‌লেন তো ? তিনি রুমাল ওকে দিয়েছেন, আর ও নিজের বেশ্যাকে দিলে !

রুদ্র। ইচ্ছা হয়, একেবারে ওকে মেরে না ফেলে, ক্রমাগত নয় বৎসর কাল পর্য্যন্ত ওর প্রাণবধ ক'র্‌তে থাকি। আর সে সুন্দরী—সে মনোমোহিনী—সে মাধুর্য্যময়ী রমণী !

গোবি। সে সব কথা আর মনে ক'র্‌বেন না।

রুদ্র। না; আজ রাত্রেই সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে যমালয়ে যাবে। এ জগতে আর সে থাক্‌বে না। ম্—আমার

হৃদয় পাষাণে পরিণত হ'য়েছে। এই দেখ, আমি হৃদয়ে করাঘাত ক'র্‌চি, আর আমার হাতে আঘাত লাগ্‌চে। কিন্তু হায়! অবনীতলে তার মত সুধাময়ী রমণী যে আর নাই। সে সম্রাটের পাশে থেকে, তাঁকে কি ক'র্‌তে হ'বে, সে বিষয়ে আদেশ প্রদান ক'র্‌তে পারে।

গোবি। আবার আপনি অই সব কথা মনে ক'র্‌চেন?

রুদ্র। না—তা নয়। তার যে সব গুণ আছে, কেবল তাই ব'ল্‌চি। তার শিল্প-কার্য্য কি সুন্দর! তার গীত-বাদ্য কি মনোহর! তার সঙ্গীত শুন্‌লে, বনের হিংস্র পশুও মোহিত হয়। তার কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! কি অনুপম প্রতিভা!

গোবি। এই সকল গুণ আছে ব'লেই তো, তার পাপ আরও অধিক গুরুতর।

রুদ্র। শতগুণ—সহস্রগুণ গুরুতর।—আবার কি কোমল প্রকৃতি তার!

গোবি। হ্যাঁ, বড়ই কোমল প্রকৃতি বটে!

রুদ্র। না—তাতে সংশয় নেই।—কিন্তু হায়! কি পরিতাপের বিষয়! গোবিন্দ্রপ্রসাদ, কি পরিতাপের বিষয়!

গোবি। আপনার যদি তার উপর এত মমতা হয়, তবে তাকে ব্যভিচার ক'র্‌তে অনুমতি দিন। কেননা, যদি আপনারই মনে ক্লেশ না হয়, অন্যের তাতে কি ক্ষতি?

রুদ্র। আমি সে পাপীয়সীকে খণ্ড খণ্ড ক'র্‌ব!

গোবি। বাস্তবিক সে পিশাচীর ন্যায় কাজ ক'রেছে।

রুদ্র। আবার আমারই সহকারী সেনাপতির সঙ্গে!

গোবি। এ আরও ভয়ঙ্কর!

রুদ্র। আজ রাত্রে আমাকে বিষ এনে দিও। আমি তাকে তিরস্কার ক'র্‌ব না;—কি জানি যদি তার মোহে মুগ্ধ হ'য়ে, আবার আত্মহারা হ'য়ে যাই! আজ রাত্রেই, গোবিন্দপ্রসাদ!

গোবি। তবে বিষপ্রয়োগে হত্যা না ক'রে, যে শয্যা সে কলঙ্কিত ক'রেছে, সেই শয্যার উপরে, নিজ-হস্তে তাকে সংহার করুন।

রুদ্র। ঠিক্ ব'লেছ—উত্তম পরামর্শ বটে।

গোবি। আর কেশবকে হত্যা কর্‌বার ভার আমার হাতে দিন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় সে সংবাদ জান্‌তে পার্‌বেন।

রুদ্র। অতি উত্তম।

[নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি।

এ বাদ্যধ্বনি কোথায় হ'চ্চে?

গোবি। বিকানির থেকে নিশ্চয়ই কোন সংবাদ এসে থাকবে। এই যে দেখ্‌চি মধুসূদন রাজার নিকট থেকে এসেছেন। —আর অই দেখুন, আপনার স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে আস্‌চে!

(মধুসূদন, চন্দ্রাবতী ও সহচরগণের প্রবেশ।)

মধু। নমস্কার সেনাপতি মহাশয়!

রুদ্র। নমস্কার মহাশয়!

মধু। মহারাজ আপনার নিকট এই আদেশ-পত্র পাঠিয়েছেন।

[পত্র দান।

রুদ্র। বড় অনুগৃহীত হ'লেম।

[পত্র উন্মোচন ও পাঠ।

চন্দ্রা। এ পত্রে কি সংবাদ আছে মধু দাদা?

গোবি। আপনি এখানে এসেছেন, এতে বড়ই সুখী হ'লেম। বড়ই আনন্দের বিষয়!

মধু। আপনারই অনুগ্রহ! সহকারী সেনাপতি কেশবদাস কেমন আছেন?

গোবি। তিনি জীবিত আছেন মহাশয়।

চন্দ্রা। মধু দাদা! কেশবের প্রতি আমার স্বামী সম্প্রতি ঘটনাবশতঃ অসন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু আপনি এসেছেন, এখন সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে।

রুদ্র। তুমি তা নিশ্চয়ই জান?

চন্দ্রা। প্রভু!

রুদ্র। [পত্র পাঠ] 'তুমি এ বিষয়ে যেরূপ কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, শীঘ্র তাহা—'

মধু। উনি পত্র পাঠ ক'র্‌চেন; তোমার কথা শুনতে পান নি। কেশবের সঙ্গে কি ওঁর কিছু অসদ্ভাব হ'য়েছে?

চন্দ্রা। বড়ই দুঃখের বিষয়! আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, কোন প্রকারে তার প্রতি ওঁর পূর্ব্বের মত আবার সদ্ভাব হয়। কেননা আমি কেশবকে বড় ভালবাসি।

রুদ্র। অগ্নিবৃষ্টি!

চন্দ্রা। প্রভু!

গোবি। আপনি কি জ্ঞানশূন্য হ'য়েছেন?

চন্দ্রা। কেন? উনি কি ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন?

মধু। বোধ করি পত্রখানি পাঠ ক'রে ওঁর হৃদয় বিচলিত হ'য়েছে। আমি শুনেছি, এই পত্রে মহারাজ তাঁকে বিকানিরে ফিরে যেতে আদেশ ক'রেছেন, আর কেশবকে এ স্থানের শাসন-কার্য্যের ভার দিতে অনুমতি ক'রেছেন।

চন্দ্রা। এতো সুখের সংবাদ!

রুদ্র। বটে!

চন্দ্রা। কি ব'ল্‌চ নাথ?

রুদ্র। তুই পাগল হ'য়েছিস্ দেখে, আমি বড় সুখী হ'লেম।

চন্দ্রা। একি?—কি ব'ল্‌চ নাথ?

রুদ্র। [চন্দ্রাবতীকে প্রহার করিয়া] পিশাচী!

চন্দ্রা। আমি কি অপরাধ ক'রেছি?

মধু। সেনাপতি মহাশয়, আমি যদি বিকানিরে গিয়ে শপথ ক'রে এই কথা বলি, তবুও কেহ আমার কথা বিশ্বাস ক'র্‌বে না।

কি ভয়ানক অপমান! ওকে সান্ত্বনা করুন। অই দেখুন অভাগিনী রোদন ক'র্‌চে!

রুদ্র। হা পিশাচি! যদি ধরাতলে নারীর অশ্রুপাত হ'লে তা থেকে কিছু উৎপন্ন হ'তে পার্‌ত, তা হ'লে তোর প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু এক একটী কুম্ভীরে পরিণত হ'ত!

চন্দ্রা। আমি এখানে থেকে আপনাকে বিরক্ত ক'র্‌ব না।

[প্রস্থান।

মধু। বাস্তবিক কি পতিরতা রমণী! আমি আপনাকে মিনতি করি, ওকে ফিরে আস্‌তে বলুন।

রুদ্র। চন্দ্রাবতি!

চন্দ্রা। [ফিরিয়া আসিয়া] প্রভু!

রুদ্র। আপনি ওকে কি ব'ল্‌ছিলেন মহাশয়?

মধু। কে—আমি?

রুদ্র। আপনি তো এই মাত্র ব'ল্‌লেন, 'ওকে ফিরে আস্‌তে বলুন।' মহাশয়, ও নিজ-পথ পরিত্যাগ ক'রে কেমন ফিরে আস্‌তে জানে! ফিরে এসে আবার কেমন নিজ-পথ অবলম্বন ক'র্‌তে জানে! ও কেমন রোদন ক'র্‌তে জানে! আর আপনি ব'ল্‌ছিলেন, ও পতিরতা নারী। আপনি ঠিক্ ব'লেছেন—পতিরতা নারী! ও যে কত পতিরতা, তা আর আপনাকে কি ব'ল্‌ব —চক্ষের জল বন্ধ করিস্‌নে

যেন!—এই পত্রে লেখা আছে—ওহো কি কুহকিনী! হ্যাঁ, এই পত্রে আমাকে বিকানিরে ফিরে যেতে অনুমতি হ'য়েছে।—এখন এখান থেকে যা! আমি আবার ডেকে পাঠাব।—মহাশয়, মহারাজের আদেশ অনুসারে আমি বিকানিরে যাব।—আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ পিশাচি!

[চন্দ্রাবতীর প্রস্থান।

কেশব এইখানে থাকবে! মহাশয়, আমার অনুরোধ, আপনি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে আহার ক'র্‌বেন। আপনার শুভাগমনে আনন্দিত হ'য়েছি। ওঃ পশু—পশু!

[প্রস্থান।

মধু। এই কি সেই অতুলগুণশালী বীর-সেনাপতি, বিকানির-রাজসভায় যাঁর এত সুখ্যাতি? একি তাঁর সেই অটল প্রকৃতি, যা রিপুদলতাড়নে বিচলিত হয় না? এই কি তাঁর সেই উদার উচ্চ হৃদয়, যা অদৃষ্ট ও ঘটনা-বিপর্য্যয়ে অনুমাত্র ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয় না?

গোবি। ওঁর প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।

মধু। ওঁর বুদ্ধি-বৃত্তি কি বিলুপ্ত হ'য়েছে? ওঁর কি উন্মাদ রোগের সঞ্চার হ'য়েছে?

গোবি। আমি আর অধিক কি ব'লব? আমি কি প্রকারে ওঁর নিন্দা করি? যদি উনি উন্মত্ত না হ'য়ে থাকেন, পরমেশ্বর ওঁকে প্রকৃতিস্থ রাখুন!

মধু। একি—স্ত্রীকে প্রহার!

গোবি। বাস্তবিক, কাজটা ভাল হয় নি। কিন্তু এর চেয়ে আরও কিছু অধিক না হয়, তাই বাঞ্ছনীয়।

মধু। উনি কি স্ত্রীর সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহার ক'রে থাকেন, না এই পত্র পেয়ে হঠাৎ এমন হ'য়েছেন? পূর্ব্বে কি কখনও উনি চন্দ্রাবতীকে প্রহার ক'রেছিলেন?

গোবি। হায়! হায়! আমি যে সকল কথা জান্‌তে পেরেছি আর দেখ্‌ছি, আমার নিজের মুখ থেকে যে সকল কথা প্রকাশ করা উচিত নয়। আপনিই নিজে দেখুন, উনি ভবিষ্যতে কি কি করেন! আমাকে যেন কিছু ব'ল্‌তে না হয়। আপনি ওঁর নিকটে যান, আর দেখুন এর পরে উনি কি করেন।

মধু। বড় দুঃখিত হ'লেম। উনি যে এমন, আগে আমি তা জানতেম না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

(রুদ্রসেন ও অমলার প্রবেশ।)

রুদ্র। কিছুই কি দেখ নাই এতদিনে তুমি?

অম। দেখি নাই, শুনি নাই, অনুমাত্র কভু
করিনি সন্দেহ।

রুদ্র। দেখেছ তো কত বার
কেশবের সঙ্গে তারে।

অম। কি ক্ষতি তাহাতে ?
শুনেছি স্বকর্ণে প্রতি কথা তাহাদের,
প্রত্যেক নিঃশ্বাস-সনে কহিত যা তারা।
রুদ্র। কহিত না চুপি চুপি কথা ?
অম। কখন না।
রুদ্র। ছল করি' তোমারে কি দিত না পাঠায়ে,
আনিতে সামগ্রী কিছু স্থানান্তর হ'তে ?
অম। কখন না প্রভো !
রুদ্র। বড়ই আশ্চর্য্য কথা !
অম। শপথ করিয়া প্রভো ! কহিনু তোমারে,—
সাধ্বী চন্দ্রাবতী। সত্য যদি নহে ইহা,
অনন্ত নরকে যেন থাকি চিরদিন !
অন্তরে তোমার যদি হ'য়েছে সংশয়,
দূর কর তাহা ; পবিত্র হৃদয় তব
হবে কলুষিত। নিন্দা যদি সে সতীর
ক'রে থাকে অকারণ কোন দুরাশয়,
পাইবে সে বিধাতার ঘোর অভিশাপ !
নহে যদি চন্দ্রাবতী সাধ্বী, পতিব্রতা,
পবিত্রা রমণী,—নাই সতী ভূমণ্ডলে ;
সতীর পতির সুখ নাহি এ জগতে।
রুদ্র। যাও তুমি ;—সঙ্গে করি' ল'য়ে এস তারে।

[অমলার প্রস্থান।

এতো জানে না কিছুই। সরলা এ নারী
জানিবে কেমনে—কুহকিনী পিশাচীর
অন্তর-নিহিত সেই রহস্য ভীষণ !
এখনি আবার কত করিবে ছলনা ;—
জানু পাতি' ভূমিতলে, ডাকি' বিধাতারে,
করিবে প্রার্থনা কত সে দিনের মত।

[চন্দ্রাবতী ও অমলার প্রবেশ।

চন্দ্রা। কহ নাথ, কি আদেশ ?

রুদ্র। এস এই খানে।

চন্দ্রা। কি ইচ্ছা তোমার ?

রুদ্র। দেখিব নয়ন তব।
দেখ চাহি' মোর পানে নয়ন উন্মিলি'।

চন্দ্রা। একি অদ্ভুত কল্পনা,—বুঝিতে না পারি !

রুদ্র। [অমলার প্রতি]
যাও তুমি নারি! কর নিজ নিত্য-কাজ।
প্রেমিক-প্রেমিকা দোঁহে রাখিয়া গোপনে,
করিয়া কপাট রুদ্ধ থাক দাঁড়াইয়া।
আসে যদি কেহ, সঙ্কেতে ইঙ্গিত করি',
ব'লে দিও তাহা। যাও তবে ত্বরা করি'।

[অমলার প্রস্থান।

চন্দ্রা। কহ স্পষ্ট করি' নাথ! মিনতি দাসীর,
কি কহিছ তুমি। রোষপূর্ণ কথা তব;
রোষের কারণ কিন্তু বুঝিতে না পারি।

রুদ্র। সত্য করি, বল্ দেখি আমারে,—কি তুই?

চন্দ্রা। তোমার বনিতা আমি, চিরদাসী তব।

রুদ্র। বল দেখি তবে তুমি শপথ করিয়া,
কহ কলঙ্কিত করি' রসনা আপন,—
স্বর্গের মাধুরীমাখা রূপ হেরি' তোর,
কি জানি যদিরে হায়! নরকের দূত
ভয় পায় পরশিতে অই চারু দেহ!
তাই বলি, সেই ঘোর পাপের কালিমা
অসত্যের সম্মিলনে করি' ঘোরতর,
বল মোরে একবার শপথ করিয়া,—
নহ তুমি কলঙ্কিনী নারী?

চন্দ্রা। সতী আমি,
জানেন বিধাতা তাহা,—অন্তর্যামী তিনি!

রুদ্র। ভীষণ অসত্য কথা! জানেন বিধাতা,
ঘোর নরকের সম তুই রে পিশাচি!

চন্দ্রা। কেমনে?—কি দোষে নাথ?—বল কার সনে?
কি কারণে তুমি মোরে ভাবিছ অসতী?

রুদ্র। হায় চন্দ্রাবতী!—যাও, যাও, যাও তুমি!

চন্দ্রা। মরি কি দুর্দ্দৈব আজ! কেন কাঁদ নাথ?
কি ক'রেছি?—বুক ফাটে হেরি' অশ্রুজল!
ভেবে থাক যদি তুমি,—পিতার আমার
কুমন্ত্রণা শুনি', ক'রেছে আদেশ রাজা
তোমারে ফিরিয়া যেতে বিকানিরে পুন,—
কি দোষ আমার তাতে? ত্যজিয়া পিতারে
জনমের মত, এসেছি তোমার সনে।

রুদ্র। বিধাতার অভিশাপে পড়িতাম যদি
বিষম বিপদ আর অনর্থ-মাঝারে,
সহায়-সম্পদ সব হারাতেম যদি,
বরষিত যদি মোর মুক্ত শির-'পরি
অশেষ যন্ত্রণা আর ঘোর অপমান,
হইতাম নিপীড়িত ভীষণ দারিদ্র্যে,
হারাতেম যদি আমি চিরদিন-তরে—
জীবনের আশা আর ভরসা-নিচয়,
তথাপি আমার এই অন্তরের মাঝে
এক বিন্দু সহিষ্ণুতা থাকিত সঞ্চিত।
কিন্তু হায়! এই ছিল অদৃষ্টে আমার,
উপহাস অনুক্ষণ চাহি' মোর পানে,
অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করি' দেখাবে আমারে।—
পারিতাম সহিবারে তাও অনায়াসে,—

কিন্তু যারে সঁপিয়াছি জনমের মত
এ হৃদয় মম, বাঁচিব যাহার তরে
অথবা মরিব, এ জীবন-মরুভূমে
সেই স্রোতস্বতী—আমার প্রাণের প্রাণ—
নহে সে আমার! ইষ্টদেবী সেই মম
কলঙ্কিনী—প্রণয়িনী পর-পুরুষের!
মুখ তুলি' চাহ মোর পানে; সহিষ্ণুতা
না পারে ধরিতে নিজে ধৈরয আপনি।
অইযে রে হায়! ওরে অপ্সরারূপিণী
কিশোরী-সুন্দরি! বিধুমুখে অই তোর,
অইযে রে কলঙ্কের ভীষণ কালিমা!

চন্দ্রা। সতী আমি—একবার বল প্রাণেশ্বর!

রুদ্র। বাখানি কেমনে তোর সতীত্বের কথা!
কুসুম-কোমল তোর অই চারু বপু,
পরাণ পাগল যার সুরভি-আঘ্রাণে—
কেন ল'য়ে জনমিলি তুই ধরাতলে?

চন্দ্রা। হায়! নাহি জানি, ক'রেছি কি পাপ আমি!

রুদ্র। সুন্দর ললাট অই সুষমামণ্ডিত,
সৃজিল বিধাতা কিরে 'বেশ্যা' লিখিবারে?
কি ক'রেছ?—কি ক'রেছ?—ওরে বারনারি!
পাপের কাহিনী তোর কহিব কেমনে,

লজ্জায় আহুতি দিয়া অনল-শিখায় ?
কি ক'রেছ ?—কহি যদি সে পাপের কথা,
ঘৃণায় লইবে স্বর্গ মুখ ফিরাইয়া !
চন্দ্রমা স্তম্ভিত হ'য়ে মুদিবে নয়ন !
বেশ্যাসম সমীরণ, বিলাসে চুম্বন
করে যার কাছে যায়,—সেও লুকাইবে
তমোময় ভূগর্ভের ভীষণ গহ্বরে !
শুনিবে না তোর সেই পাপের কাহিনী !
কি ক'রেছ ?—লজ্জাহীনা কলঙ্কিনী নারি !

চন্দ্রা। জানেন বিধাতা, বিনাদোষে তিরস্কার
করিছ আমারে !

রুদ্র। নয় তুই বারাঙ্গণা ?

চন্দ্রা। ছি-ছি ! একি নাথ ! দেবতা আমার তুমি,
এ দেহ তোমারি পর-পুরুষের স্পর্শে
হ'বে কলঙ্কিত, সম্ভবে কি কভু ইহা ?

রুদ্র। বেশ্যা নয় তুই ?

চন্দ্রা। যেতেম নরকে তবে।

রুদ্র। তাতে কি সন্দেহ ?

চন্দ্রা। দয়া কর পরমেশ !

রুদ্র। ক্ষম অপরাধ তবে। ভেবেছিনু আমি,
তুমি সেই বেশ্যা সুচতুরা, বিকানিরে

ক'রেছিল রুদ্রসেন বিবাহ যাহারে !

[উচ্চৈঃস্বরে অমলার প্রতি]

ওরে নারি ! খোল্ তোর নরকের দ্বার।

(অমলার প্রবেশ।)

বাহবা, বাহবা, বেশ ! কেমন চতুরা !
ফুরায়েছে কাজ এবে—লহ পুরস্কার ;
আজি যা শুনিলে—সব রাখিও গোপনে।

[প্রস্থান।

অম। হায়, বুঝিতে না পারি, কি ভাবেন ইনি !
কি হ'য়েছে তব ?—কি করিছ প্রাণসখি ?

চন্দ্রা। জানি না,—জাগিয়া কিম্বা আছি ঘুমাইয়া !

অম। সহসা এমন ভাব কেন হ'ল তাঁর ?

চন্দ্রা। কার কথা বল ?

অম। আমার প্রভুর কথা।

চন্দ্রা। কে তোমার প্রভু ?

অম। স্বামী যিনি তব সখি !

চন্দ্রা। কে আমার স্বামী ?—জিজ্ঞাসা আমার কিছু
ক'র না অমলা। পারি না কাঁদিতে আজ !
কি উত্তর দিব সখি ! অশ্রুজল বিনা ?
একটী মিনতি শুন,—আজ নিশাকালে,

রেখে দিও দয়া করি' শয্যায় আমার,
বিবাহকালের সেই যৌতুক বসন ;
ভুলিও না যেন। ডেকে আন একবার
স্বামীরে তোমার।

অম। পরমেশ, একি হ'ল !

[অমলার প্রস্থান।

চন্দ্রা। এই কি ললাটে মোর লেখা ছিল শেষে ?
কি ক'রেছি আমি ? কোন্ অপরাধে হায় !
এত তিরস্কার ? আমি তো নিরপরাধা !

(অমলা ও গোবিন্দপ্রসাদের প্রবেশ।)

গোবি। কি হ'য়েছে ?—কহ দেবি ! কি আজ্ঞা আমারে ?
চন্দ্রা। কি কহিব আমি ? শিশুরে শিখায় লোকে
মিষ্ট উপদেশে আর মধুর ভর্ৎসনে ;
সেই মত শিক্ষা তিনি পারিতেন দিতে
অভাগীরে ; এ জনমে কভু, সহি নাই
তিরস্কার কারো কাছে আমি !

গোবি। কি হ'য়েছে ?

অম। প্রভু মম আজ ওঁরে কহি' কলঙ্কিনী,
করিলেন অকারণ কত তিরস্কার ;

বলিলেন কত রূঢ় নিষ্ঠুর বচন,
সরল অন্তরে দিয়া বিষম বেদনা।

চন্দ্রা। যে নাম আমারে আজ দিয়াছেন তিনি,
যোগ্যা আমি সে নামের ?

গোবি। কি সে নাম দেবি ?

চন্দ্রা। যে নাম স্বামীর মুখে শুনিলাম আজ ?

অম। ডাকিলেন আজি তিনি 'বেশ্যা' বলি' ওঁরে !
পথের ভিখারী কভু মদের নেশায়
ডাকে না বেশ্যারে নিজ হেন সম্বোধনে !

গোবি। সেকি ?—কি কারণ ?

চন্দ্রা। তাহা তো জানি না আমি !
এই মাত্র জানি—যোগ্যা নহি সে নামের।

গোবি। ক'রনা রোদন, মরি—কি দুঃখের কথা !

অম। ত্যজিয়া জনক, আত্মবন্ধুগণ, আর
স্বদেশ-ভবন, পরিহরি' কত শত
সুযোগ্য সুন্দর বর, আসিল হেথায়,
'বারবিলাসিনী'-নাম শুনিবার তরে ?
কে আছে ইহাতে বল করে না রোদন ?

চন্দ্রা। এ আমার অদৃষ্টের দোষ।

গোবি। ধিক্ তাঁরে !
কি হ'য়েছে মনে তাঁর ?

চন্দ্রা। জানেন ঈশ্বর!

অম। নিশ্চয় বলিতে পারি শপথ করিয়া,—
কোন নরপ্রেত, স্বার্থপর চাটুকার,
হীনমতি দুরাশয়, ঘৃণিত গোলাম,
স্বার্থসিদ্ধি-তরে কিম্বা পদলাভ-আশে,
ক'রেছে কল্পনা এই কলঙ্কের কথা!

গোবি। হায়—ধিক্! হেন লোক কে আছে জগতে?

চন্দ্রা। থাকে যদি, জগদীশ! ক্ষমা ক'র তারে!

অম। ক্ষমা যেন হয় তার ফাঁসি-কাষ্ঠোপরে!
নরক চর্ব্বণ যেন করে অস্থি তার!
কেমনে বলিল,—ভ্রষ্টা চন্দ্রাবতী সতী?
কোথায়?—কখন?—কার সনে দেখিয়াছে?
কেমনে কহিল হেন অসম্ভব কথা?
মহাপাপী, দুরাচার দুষ্ট কোন জন,
রুদ্রসেনে প্রতারণা ক'রেছে নিশ্চয়!
হায় জগদীশ! দেখাইয়া দাও তারে!
সাধুজন জগতের সকলে মিলিয়া,
বাঁধিয়া লইয়া সেই নর-পিশাচেরে,
নগ্নদেহে কশাঘাত করিতে করিতে,—
ল'য়ে যায় যেন তারে এই ধরণীর
একপ্রান্ত হ'তে আর অপর সীমান্তে!

গোবি। ধীরে ধীরে কথা কহ—ক'র না চীৎকার!

অম। ধিক্ সেই দুরাচার! তার মত কেহ,
তোমাকেও একদিন করি' প্রতারণা
ব'লেছিল,—ভ্রষ্টা আমি রুদ্রসেন-সনে!

গোবি। যাও, যাও,—নির্ব্বোধ রমণী তুমি!

চন্দ্রা। হায়!
সাধু গোবিন্দপ্রসাদ, কি করিব আমি?
কেমনে স্বামীরে পুনঃ পাইব ফিরিয়া?
হিতাকাঙ্ক্ষী তুমি মম, যাও তাঁর কাছে।
জানেন ঈশ্বর, আকুল হৃদয় আজি
হারায়ে তাঁহারে! এই দেখ, জানুপাতি'
ভূমিতলে, কহি আমি শপথ করিয়া,—
যদি আমি তাঁরে বই অন্য আর কারে
কল্পনায় ভেবে থাকি এ জীবনে মম;
নয়নে, শ্রবণে কিম্বা বাসনায় যদি
পর-পুরুষেরে কভু দিয়া থাকি স্থান;
এ জীবনে মম, আজি কিম্বা ভবিষ্যতে
তাঁরে বই আর যদি জানি অন্য কারে;—
ত্যজি' অভাগীরে, যদি জনমের মত
ঘোর দুঃখে নিপতিত করেন আমারে,
তা হ'লেও যদি আমি মুহূর্ত্তের তরে

প্রাণের সহিত ভাল না বাসি তাঁহারে,—
জীবনে নরক যেন হয় ভাগ্যে মম !
অনাদরে তাঁর—জীবন হইবে শেষ—
ভালবাসা বিচলিত হবে না আমার !
'বেশ্যা'-কথা মুখে আমি পারি না আনিতে,
লজ্জায় ঘৃণায় মরি উচ্চারিতে ইহা !
জগতের যাবতীয় বিভবের তরে,
পারি না হইতে তাহা, যার অই নাম !

গোবি । অধীরা হ'ওনা, শুন মিনতি আমার !
ক্ষণকাল-তরে ক্ষুব্ধ অন্তর তাঁহার
রাজকার্য্য-হেতু ! মনে হয়, তাই তিনি
ক'রেছেন তিরস্কার ।

চন্দ্রা । তাই যদি হয়—

গোবি । আর কিছু নয়, কহিনু নিশ্চয় আমি ।

[নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি ।

অই বুঝি নিমন্ত্রিত রাজদূতগণ
আসিছে হেথায় !—যাও অন্তঃপুরে এবে ;
ক'রনা রোদন,—সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে ।

[চন্দ্রাবতী ও অমলার প্রস্থান ।

(রঘুনাথের প্রবেশ।)

কিহে রঘুনাথ যে ?

রঘু। আমার সঙ্গে তুমি যেরূপ আচরণ ক'র্‌চ, তা বড় ভাল দেখ্‌চি না।

গোবি। কেন ? কি দেখ্‌লে বল দেখি ?

রঘু। আমি তো রোজ দেখ্‌চি গোবিন্দ, তুমি একটা না একটা ছুতো ক'রে আমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌চ। আমি দেখ্‌চি, তোমার ছলনায় ভুলে আমার আশা-ভরসা সব নির্ম্মূল হ'ল। আর আমি তোমার কথায় ভুল্‌ব না। আর তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার ক'রেছ, মনে ক'র না যে আমি সে সব এখন চুপ ক'রে সহ্য ক'র্‌ব।

গোবি। বলি রঘুদাদা, আমি যা ব'ল্‌চি তা আগে শোন।

রঘু। ঢের শুনেছি ; তোমার মুখে এক কথা আর কাজে এক।

গোবি। তুমি অকারণ আমাকে দোষ দিচ্চ।

রঘু। কিন্তু যা ব'ল্‌চি, সত্য বই তো আর তা মিথ্যা নয় ? আমার হাতে যা কিছু ছিল, সব তো ফুরিয়ে গেল। চন্দ্রাবতীকে দেবে ব'লে, তুমি আমার কাছ থেকে যে সব হীরা-মুক্তা নিয়েছ, সে সব পেলে তপস্বিনী নারীর মন ভুলে যেত। তুমি আমাকে ব'লেছ যে, চন্দ্রাবতী সে সব নিয়েছে আর ব'লেছে, শীঘ্রই আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে। কিন্তু কই কিছুই তো দেখ্‌তে পাচ্চি না।

গোবি। কোন ভাবনা নেই—সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে।

রঘু। ভাবনা নেই বই কি! আমি তো দেখ্‌চি, কিছুই ঠিক্ হবে না। এ সব বড় ভাল কথা নয়। এখন দেখ্‌চি, তুমি আমার সঙ্গে খুব চাতুরীই খেল্‌লে।

গোবি। আচ্ছা, সেই ভাল।

রঘু। বটে? আমি ব'ল্‌চি, এ ভাল নয়! আমি চন্দ্রাবতীকে সব কথা খুলে ব'ল্‌ব; সে যদি আমার হীরা-মুক্তা সব আমাকে ফিরিয়ে দেয়, আমি আর এ কাজে হাত দেব না; যে অন্যায় কাজ ক'রেছি, তার জন্য অনুতাপ ক'র্‌ব।

গোবি। যা ব'ল্‌চ, তা সত্য কথা বটে।

রঘু। শুধু কথা নয়, কাজেও তাই ক'র্‌ব।

গোবি। বেশ! বেশ! এতদিনে জান্‌তে পার্‌লেম, তুমি সত্য সত্যই বুদ্ধিমান্ লোক। তোমার যে এমন প্রখর বুদ্ধি, আমি আগে তা জান্‌তেম না। এস রঘুদাদা! একবার কোলাকুলি করি। তুমি আমার নামে যে সব অপবাদ দিলে, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়; কিন্তু দাদা, সত্য কথা বলি,—আমি তোমার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ক'রেছি।

রঘু। আমি তো তার কিছুই এ পর্য্যন্ত দেখ্‌লেম না।

গোবি। আমি স্বীকার ক'র্‌চি, তুমি এখনও কিছুই দেখ্‌তে পাও নি। কাজেই আমার উপর তোমার যে সন্দেহ জন্মেছে, সে জন্য আমি তোমার কিছুমাত্র দোষ দিতে পারি না। কিন্তু

শোন ব'ল্‌চি, রঘুদাদা! আজ আমার মনে, এতদিন পরে তোমার কথা শুনে, ধ্রুব বিশ্বাস হ'ল যে,—বাস্তবিকই তুমি একজন বুদ্ধিমান্‌, সাহসী আর কার্য্যদক্ষ পুরুষ। তা যদি সত্য হয়, আজ রাত্রে তোমার সেই সব গুণের পরিচয় দাও; তা যদি পার, তা হ'লে নিশ্চয়ই ব'ল্‌চি,—কাল রাত্রে চন্দ্রাবতী তোমার হবে; যদি না হয়,—আমাকে তুমি ফাঁসি-কাঠে চড়িয়ে দিও।

রঘু। এ নাকি আবার সম্ভব!

গোবি। তবে শোন বলি। আজ বিকানির থেকে আদেশ এসেছে যে, রুদ্রসেনকে, কেশবকে নিজের পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, বিকানিরে ফিরে যেতে হবে।

রঘু। সত্য নাকি?—তা এতে কি? রুদ্রসেন চন্দ্রাবতীকে নিয়ে বিকানিরে চ'লে যাবে।

গোবি। তা নয়। রুদ্রসেনকে এখন আজ্‌মিরে যেতে হবে; সুন্দরী চন্দ্রাবতীও তার সঙ্গে যাবে। যদি কোন নূতন ঘটনা না ঘটে, তা হ'লে এতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাই ব'ল্‌চি, এখন কেশবকে সরাতে পার্‌লেই সব ঠিক্‌ হ'য়ে যাবে।

রঘু। কি ক'রে কেশবকে সরাতে হবে, তা তো বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

গোবি। কেন? যা ক'র্‌লে আর সে রুদ্রসেনের পদ না পেতে পারে;—অর্থাৎ কিনা তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে!

রঘু। তা তুমি আমাকে কি ক'র্‌তে বল?

গোবি। যদি তুমি নিজের কার্য্যসিদ্ধি ক'র্‌তে চাও, তবে যা ব'ল্‌চি তাই কর। আজ একটা বেশ্যার বাড়ীতে, একটু পরেই আমার সঙ্গে কেশবের দেখা হবে। সে এখনও জানে না যে, সে রুদ্রসেনের পদ পেয়েছে। তুমি সন্ধান রাখ্‌বে, সে কখন ফিরে আসে। আমি তাকে কোন রকমে, রাত্রি বারোটা আর একটার ভিতরে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌ব। আমিও তোমার কাছে থেকে তোমাকে সাহায্য ক'র্‌ব। সে, তুমি আর আমি এই দু'জনের মধ্যে প'ড়্‌বে;—আর পালাবে কোথায়!—তবে এস। অবাক্ হ'য়ে কি ভাব্‌চ? আমার সঙ্গে চল। এ সময়ে কেশবকে হত্যা করা যে কত আবশ্যক, তা তোমাকে এখনি বুঝিয়ে দিচ্চি। তুমি সে সব কথা শুন্‌লে এখনি ব'ল্‌বে যে, ঠিক্ কথা বটে। তবে চল, ক্রমে রাত্রি অধিক হ'য়ে এল। এখনি কার্য্য উদ্ধার ক'র্‌তে হবে।

রঘু। আমি এখনও সব কথা ঠিক্ বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

গোবি। আমি তোমাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিচ্চি, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—দুর্গ-মধ্যস্থ প্রকোষ্ঠ।

(রুদ্রসেন, চন্দ্রাবতী, মধুসূদন, অমলা ও ভৃত্যগণের প্রবেশ।)

মধু। তবে আপনি আর অকারণ কেন ক্লেশ স্বীকার ক'র্‌চেন?

রুদ্র। না মহাশয়, চলুন। পদব্রজে গেলে আমার স্বাস্থ্যের একটু উপকার হবে।

মধু। তবে আমরা এখন যাই।

চন্দ্রা। আবার শীঘ্র ফিরে আস্‌বেন।

রুদ্র। চলুন তবে।—ওহো—চন্দ্রাবতি!

চন্দ্রা। কি প্রভু?

রুদ্র। তুমি এখনি শয়ন-কক্ষে যাও; আমি এখনি ফিরে আস্‌ব। তোমার সহচরীকে তোমার সঙ্গে রেখ না। দেখ, যেন অন্যথা না হয়।

চন্দ্রা। আচ্ছা, তাই ক'র্‌ব।

[রুদ্রসেন, মধুসূদন ও ভৃত্যগণের প্রস্থান।

অম। এখন বোধ হ'চ্চে, ওঁর সে ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।

চন্দ্রা। উনি এখনি ফিরে আস্‌বেন, ব'ল্‌লেন। তোমাকে আমার কাছে থাক্‌তে নিষেধ ক'র্‌লেন, আর আমাকে একাকিনী শুয়ে থাক্‌তে ব'ল্‌লেন।

অম। আমাকে তোমার কাছে থাক্‌তে নিষেধ ক'র্‌লেন কেন?

চন্দ্রা। কি জানি; এই তাঁর আদেশ। আমার চাদরখানা রেখে দিয়ে তুমি যাও; এ সময় ওঁকে অসন্তুষ্ট করা উচিত নয়।

অম। আমার বোধ হয়,—তোমার সঙ্গে ওঁর যদি দেখা না হ'ত, তা হ'লে ভাল হ'ত।

চন্দ্রা। এ কি কথা ব'ল্‌চ অমলা? আমি ওঁকে এত ভালবাসি যে, ওঁর যে এত ক্রোধ, এত তিরস্কার, এত ভ্রূভঙ্গি, এ সকলেও যেন আমি কত সৌন্দর্য্য, কত উদারতা দেখ্‌চি।

অম। তুমি আমাকে তোমার বিবাহের কাপড়গুলি বিছানায় রাখ্‌তে ব'লেছিলে। আমি সে সব রেখে দিয়েছি।

চন্দ্রা। কোন বিশেষ দরকার নেই। আমরা নারীজাতি কি নির্ব্বোধ! কত রকম কথাই মনে হয়! সখি, আমার একটী মিনতি শুন; আমি যদি ম'রে যাই,—শ্মশানে নিয়ে যাবার সময়, অই কাপড় আমাকে পরিয়ে দিও!

অম। ছি সখি! ও আবার কি কথা?

চন্দ্রা। আমার মার একটী যুবতী চাকরাণী ছিল; তার নাম—কামিনী। কামিনী তার স্বামীকে বড় ভালবাস্‌ত; কিন্তু তার স্বামী, বিনাদোষে তাকে ত্যাগ ক'রে, কোথায় চ'লে গিয়েছিল। কামিনী একটী 'ফুলের' গান বড় ভালবাস্‌ত; সেই গানটীতে তার অদৃষ্টের কথা ব্যক্ত হ'ত। কামিনী যখন ম'রে যায়, সেই গানটী গাইতে গাইতে ম'রেছিল। সেই গান্‌টী আজ রাত্রে আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না। আমি আজ ঠিক্ কামিনীর মতন তেমনি ক'রে—এক পাশে মাথা নীচু ক'রে—সেই গানটী গাইব।—তবে এখন তুমি যাও সখি!

অম। তোমার গায়ে দিবার চাদরখানি এনে দিব কি ?

চন্দ্রা। না, আমার জামাটা খুলে দাও।

[গীত]

প্রেম-সোহাগে করিয়া যতন,
গাঁথিনু স্বজনি! বকুল-হার।
কোথা গেল সখি! বল সে এখন,
এ জনমে দেখা পাব কি তার ?
সাধের হার যতন করি',
রাখিনু স্বজনি! হৃদয়ে ধরি',
নয়ন-সলিল সেচন করি',
হার শুখাল রে!—
কুসুম শুখালে, সৌরভ ছুটিলে,
বল না রে সখি! ফোটে কি আর ?

তবে যাও সখি! এখন আমাকে বিদায় দাও। আজ আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হ'চ্চে!—এ কি রোদনের পূর্ব্ব লক্ষণ ?

অম। ও কিছুই নয়।

চন্দ্রা। আমি শুনেছি, ডান চোখ্ নাচ্‌লে শীঘ্রই অমঙ্গল ঘটে। হায় সখি! পুরুষের মন কেন এত সন্দিগ্ধ হয় ? সত্য ক'রে আমাকে বল দেখি অমলা, স্বামী ছেড়ে পর-পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারিণী হয়, এমন নারী কি পৃথিবীতে আছে ?

অম। নিশ্চয়ই—কত নারী এমন আছে।

চন্দ্রা। যদি এমন কাজ ক'র্‌লে তার পরিবর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীর রাণী হ'তে পার, তা হ'লেও কি তুমি এ কাজ কর ?

অম। কেন—তুমি কি কর না ?

চন্দ্রা। না!—এই আলোকময়ী বসুমতীকে সাক্ষী ক'রে শপথ কর্‌তে পারি, আমি করি না।

অম। আমি আলোকে এ কাজ ক'র্‌তে পারি না বটে, কিন্তু অন্ধকারে ক'র্‌তে পারি।

চন্দ্রা। তুমি কি সমস্ত পৃথিবী পেলে, এমন কাজ ক'র্‌তে পার ?

অম। সমস্ত পৃথিবীটা কত বড়, আর এ কাজটা কত ছোট! এই সামান্য পাপের জন্য যদি এত বড় একটা পুরস্কার পাই, তবে তা ক'র্‌ব না কেন ?

চন্দ্রা। না সখি! আমি একথা বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় জানি,—তুমি কখনই এমন কাজ ক'র্‌তে পার না।

অম। আমি জানি,—যদি সমস্ত পৃথিবী পাই, তবে নিশ্চয়ই এ কাজ ক'র্‌তে পারি,—আবার তার পরেই তার প্রতিকার করি! একথা সত্য বটে যে, একটা সোনার আংটীর জন্য, কি একখানা গয়নার জন্য, কিম্বা একটা ভাল পোষাকের জন্য. কিম্বা কিছু টাকার জন্য এমন কাজ ক'র্‌তে পারি না।—কিন্তু সমস্ত পৃথিবীটার জন্য কেন ক'র্‌ব না ? তা হ'লে

আমার স্বামীতো পৃথিবীর রাজা হ'য়ে যাবে! তবে কেন ক'র্‌ব না বল।

চন্দ্রা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পেলেও, এ পাপ কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

অম। কেন? সে পাপটা তো আর জগৎ ছাড়া নয়? যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তোমার নিজের রাজ্য হ'ল, তখন আর পাপ কোথায় রইল? তোমার পাপ তোমারই নিজের রাজ্যে থাক্‌বে বই তো নয়?—ইচ্ছা ক'র্‌লেই তুমি সে পাপটাকে পুণ্য ক'রে দিতে পার।

চন্দ্রা। আমার বিশ্বাস,—এ রকম পাপ ক'র্‌তে পারে, এমন নারী এ পৃথিবীতে নাই।

অম। কত শত নারী এমন আছে, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়,—স্ত্রী যে ভ্রষ্টা হয়, সে কেবল স্বামীর দোষে। তারা কেন আমাদের অবহেলা ক'রে, পরনারীতে অনুরক্ত হয়?—কেন পরনারীর পায় ঐশ্বর্য্য ঢেলে দেয়?—কেন অকারণ আমাদের সন্দেহ ক'রে যন্ত্রণা দেয়?—কেন আমাদের প্রহার করে?—কেন আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিছুদিন দিয়ে আর দিতে চায় না?—কেন? আমাদের মনে কি রাগ নেই, দ্বেষ নেই? আমরা দয়া ক'র্‌তে জানি, ক্ষমা ক'র্‌তে জানি—কিন্তু আবার প্রতিশোধ নিতেও জানি! পুরুষেরা কি জানে না যে, নারী-জাতিরও তাদের মত বুদ্ধিবৃত্তি আছে?—তাদের মত আমাদেরও

দর্শন-শক্তি আছে, ঘ্রাণ-শক্তি আছে ? তাদের মত আমাদেরও, কোন্‌টা কটু কোন্‌টা মিষ্ট, আস্বাদন কর্‌বার ক্ষমতা আছে ? তবে তারা আমাদের ছেড়ে পরনারীকে কেন ভালবাসে ? আমরা কি তাদের খেলার সামগ্রী, তাই এমন করে ?—তাই বটে ! পুরাণ ছেড়ে নূতনে ইচ্ছা হয়, তাই কি এমন করে ?—তাই ঠিক্‌ ! তাদের রক্ত-মাংসের শরীর বইতো নয়, তাই কি এমন মন্দ কাজ করে ?—তাই হবে ! কিন্তু আমাদেরও কি ইচ্ছা হয় না যে, তাদেরকেও আমরা খেলার সামগ্রী মনে করি ? আমাদেরও কি তাদের মত পুরাণ ছেড়ে নূতনে ইচ্ছা হয় না ? আমাদেরও কি তাদের মত রক্তমাংসের শরীর নয় ?—তবে তারা আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'র্‌বে না কেন ? তা যদি না করে, তবে তাদের জানা উচিত যে,—তারা যেমন ক'র্‌বে, আমরাও তেমনি ক'র্‌ব !

চন্দ্রা। যাও সখি ! আমাকে আজ বিদায় দাও। পরমেশ্বর করুন, যেন আমরা অসদ্ব্যবহার হ'তে সৎকার্য্য শিক্ষা করি। যেন মন্দ কাজ দেখে, ভাল কাজ শিক্ষা ক'র্‌তে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—সৌরাষ্ট্র-দ্বীপ, রাজপথ।

(গোবিন্দপ্রসাদ ও রঘুনাথের প্রবেশ।)

গোবি। এই খানে, এই ভগ্ন প্রাচীরের অন্তরালে দাঁড়াও। সে এখনি আস্‌বে। তলোয়ার খুলে, হাতে ল'য়ে থাক। যেমন আস্‌বে, অমনি সজোরে মার্‌বে; দেরী ক'র না; কোন ভয় নেই, আমি তোমার কাছেই থাক্‌ব। মনে থাকে যেন,—এই কাজটা ক'র্‌তে পারলেই সব ঠিক্ হ'য়ে গেল, আর না পার্‌লেই সর্ব্বনাশ!—মনকে খুব মজ্‌বুত ক'রে রাখ।

রঘু। তুমি আমার কাছে থাক; কি জানি, যদি ঠিক্ ক'রে না মার্‌তে পারি।

গোবি। আমি তোমার পাশেই থাক্‌ব। খুব সাহসী পুরুষের মত, নির্ভয় মনে দাঁড়িয়ে থাক।

[অন্তরালে অবস্থান।

রঘু। আমার তো এ কাজটায় বড় একটা ইচ্ছা নাই। কিন্তু আবার গোবিন্দ যা ব'ল্‌লে, সে সব কথাও তো মিথ্যা নয়; একটা মানুষের জীবন যাবে বই তো নয়। এক বার তলোয়ারটা সাম্‌লাতে পারলেই—বাস্! সে পঞ্চত্ব পাবে।

গোবি। এই বোকা ছোঁড়াকে খুব যা হ'ক্ বশ ক'রেছি। ছোঁড়া আবার মধ্যে মধ্যে রেগে ওঠে! সে যা হ'ক্,—ও কেশবকে মেরে ফেলুক, কিম্বা কেশব ওকে মেরে ফেলুক,—আমার পক্ষে দু'দিকেই লাভ। যদি রঘুনাথ বেঁচে থাকে, তা হ'লে ওকে ঠকিয়ে চন্দ্রাবতীর নাম ক'রে যে সব বহুমূল্য মণি-মুক্তা নিয়েছি, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি কেশব বেঁচে থাকে, তা হ'লে তার যে সব গুণ আছে, তার কাছে আমাকে দিন দিন বড়ই কদর্য্য দেখাবে। তা ছাড়া, রুদ্রসেন কি জানি যদি আমার সব কথা ওর কাছে প্রকাশ ক'রে দেয়, তা হ'লে বড়ই বিপদ ঘ'ট্‌বে! না,—ওর মরণেই আমার মঙ্গল।—তাই ঠিক্।—অই বুঝি আস্‌চে!

(কেশবের প্রবেশ।)

রঘু। হাঁট্‌বার ধরণে চিন্‌তে পেরেছি,—এতো সেই! দুরাত্মা, তোর মৃত্যু উপস্থিত!

[কেশবকে তরবারি প্রহার।

কেশ। এ আঘাত সাংঘাতিক হ'ত; কিন্তু তুই জানিস্ না, আমার শরীর লৌহ-বর্ম্মে আবৃত আছে। এখন দেখি, তুই কেমন ক'রে বাঁচিস্।

[তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া রঘুনাথকে প্রহার।

রঘু। হায়! হায়! আমাকে মেরে ফেল্‌লে!

[পশ্চাৎ হইতে গোবিন্দপ্রসাদের প্রবেশ ও কেশবের পদে তরবারি আঘাত করিয়া প্রস্থান।]

কেশ। আমার পা কেটে গিয়েছে! কে আছ শীঘ্র এস!—খুন! খুন!

(দূরে রুদ্রসেনের প্রবেশ।)

রুদ্র। এ তো কেশবের স্বর! করিতেছে সখা
প্রতিজ্ঞা পালন, বধ করি' দুরাত্মারে!

রঘু। হায়, কি দুর্ভাগ্য আমি!

রুদ্র। কি সন্দেহ তাতে?

কেশ। কে কোথায় আছ! শীঘ্র আলো নিয়ে এস।

রুদ্র। এতো নিশ্চয় কেশব! ধন্য সখা, বীর
গোবিন্দপ্রসাদ! উদারহৃদয় তুমি।
সখার মরম-ব্যথা সহিতে না পারি',
দিলে প্রতিশোধ তুমি হৃদয়-সুহৃৎ!
শিক্ষা দিলে তুমি মোরে। কলঙ্কিনী চন্দ্রা!
গেল যমালয়ে অই উপপতি তোর;
তোরো দশা এইরূপ ঘটিবে এখনি।
যাই আমি—এই যাই—বারবিলাসিনি!
গেছে চলি', মুছিয়াছি এ হৃদয় হ'তে
রূপরাশি তোর—সেই নীরজ নয়ন!

যে পালঙ্ক কলঙ্কিত ক'রেছিস্ তুই,
ভাসিবে সে শয্যা তোর শোণিতধারায়।

[প্রস্থান।

(মধুসূদন ও গোলকনাথের প্রবেশ।)

কেশ। একি? কেউ এল না? একজন পথিকেরও দেখা নাই? খুন!—খুন!

গোল। কোন ভীষণ দুর্ঘটনা ঘ'টেছে; কি ভয়ঙ্কর চীৎকার!

কেশ। এস, সাহায্য কর।

মধু। অই শোন!

রঘু। হায়! অভাগা আমি!

মধু। আবার দুই-তিনবার আর্ত্তনাদ হ'ল। আজ কি ভয়ানক অন্ধকার! হয়তো এ ছলনা মাত্র; আরও অধিক লোক না ল'য়ে, ওখানে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।

রঘু। কই, কেউ যে এল না? তবে কি আমি বিনা সাহায্যে ম'রে যাব?

(আলোক লইয়া গোবিন্দপ্রসাদের পুনঃ প্রবেশ।)

গোল। অই দেখ, কে আলো ও অস্ত্র ল'য়ে এসেছে!

গোবি। কে এখানে?—কে 'খুন হ'ল' ব'লে এত চীৎকার ক'র্‌চে?

মধু। আমরা তো জানি না।

গোবি। আপনারা কি চীৎকার শব্দ শুনতে পান নি?

কেশ। এইখানে—এইখানে! দয়া ক'রে আমাকে সাহায্য কর!

গোবি। কি হ'য়েছে?

গোল। ইনি যে দেখ্‌চি, রুদ্রসেনের সহকারী সেনাপতি!

মধু। তিনিই তো বটে!—সেই বীরপুরুষ!

গোবি। কে তোমরা? কেন এমন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ক'র্‌চ?

কেশ। গোবিন্দ? আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! পাপিষ্ঠেরা আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে! আমাকে সাহায্য কর।

গোবি। একি?—একি? তুমি এখানে? কোন্ দুরাত্মা তোমার এ দশা ক'রেছে?

কেশ। তাদের মধ্যে একজন অইখানে প'ড়ে আছে; পালাতে পারে নি।

গোবি। ওরে বিশ্বাসঘাতক দুর্ব্বৃত্তগণ! [মধুসূদন ও গোলকনাথের প্রতি] তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে কি ক'র্‌চ? এখানে এসে আমাকে একটু সাহায্য কর।

রঘু। হায়! হায়! আমাকে সাহায্য কর!

কেশ। এই সেই দস্যুদের একজন।

গোবি। ওরে হত্যাকারী পাষণ্ড!—ওরে দুরাত্মা!

[রঘুনাথকে তরবারি প্রহার।

রঘু। হায়! পাপাত্মা গোবিন্দ!—নির্দ্দয় পশু!

গোবি। অন্ধকারে নরহত্যা! কি ভয়ঙ্কর! অন্য সব দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ কোথায়? আজ এ নগরে কারও সাড়া-শব্দ নাই দেখ্‌চি!—ওহো এস,—খুন! খুন! এখানে দাঁড়িয়ে তোমরা কে? দস্যুদলের লোক নও তো?

মধু। তা হ'লে কি আর তোমাকে ছেড়ে দেব? এখনি জান্‌তে পার্‌বে, আমরা কে।

গোবি। একি—মধুসূদন? আপনি এখানে?

মধু। আজ্ঞা হাঁ।

গোবি। ক্ষমা ক'র্‌বেন মহাশয়! আপনাকে অন্ধকারে চিন্‌তে পারিনি। এই দেখুন, কেশব দস্যুহস্তে আহত হ'য়েছে!

গোল। বলেন কি?

গোবি। আহা! কোথায় আঘাত লেগেছে?

কেশ। আমার পা দু'খণ্ড হ'য়ে গিয়েছে!

গোবি। সেকি—সেকি? পরমেশ্বর না করুন! কই দেখি? আলোটা নিয়ে আসুন মহাশয়। আমার কাপড় দিয়ে বেঁধে দিই।

(মেনকার প্রবেশ।)

মেন। কি হ'য়েছে?—কে চীৎকার ক'র্‌ছিল?

গোবি। কে চীৎকার ক'র্‌ছিল!

মেন। হায়! এ যে দেখ্‌চি কেশব!—আমার প্রাণের কেশব! হায়! কেশব, কেশব, কেশব!

গোবি। আর তোর ন্যাকামিতে কাজ নেই—বেশ্যা মাগী! কেশব, তোমার কার উপরে সন্দেহ হয় বল দেখি?

কেশ। কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

গোল। আপনার এ অবস্থা দেখে বড় দুঃখিত হ'লেম। আমি আপনারই অনুসন্ধান ক'র্‌ছিলেম।

গোবি। মহাশয়। আপনার রুমালখানা দিন তো। ভাল করে বেঁধে দিই। একখানা ডুলি আনাতে পারেন? তা হ'লে তার উপর কেশবকে বসিয়ে নিয়ে যাই।

মেন। হায়! একি হ'ল! উনি যে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়্‌লেন। হায়! কেশব! কেশব! কেশব!

গোবি। মহাশয়, আমার মনে সন্দেহ হ'চ্চে—এই মাগীর পরামর্শতেই এই সব ঘটনা হ'য়েছে।—ভাই কেশব! একটু ধৈর্য্য ধারণ কর।—আসুন, আসুন, আলোটা আমাকে দিন মহাশয়। এ লোকটাকে আমরা চিনি না? দেখি—দেখি লোকটাকে? কি সর্ব্বনাশ! এ যে দেখ্‌চি আমার বন্ধু—আমার স্বদেশবাসী রঘুনাথ! না—দেখি, সেই তো!—নিশ্চয়ই সেই! হা পরমেশ্বর! এ যে রঘুনাথ!

গোল। কি ব'ল্‌লেন? বিকানিরের রঘুনাথ?

গোবি। হাঁ মহাশয়, আপনি কি একে চেনেন?

গোল। খুব চিনি!

গোবি। আমি প্রথমে আপনাকে চিন্‌তে পারি নি, সে জন্য আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন। এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দেখে, আমি একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়েছি!

গোল। আপনার সঙ্গে সাক্ষাত লাভ ক'রে সুখী হ'লেম।

গোবি। কেশব, এখন কেমন আছ ভাই?—এখনও কেউ একখানা ডুলি নিয়ে এল না?

গোল। আপনি ঠিক্ দেখেচেন কি, ও লোকটা রঘুনাথ?

গোবি। হাঁ মহাশয়, নিশ্চয়ই সেই।

(ডুলি লইয়া বাহকগণের প্রবেশ।)

বেশ,—নিয়ে এস। কেশবকে এই ডুলিতে বসিয়ে নিয়ে চল। আমি সেনাপতি মহাশয়ের বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে আসি। [মেনকার প্রতি] তোমাকে আর কষ্ট স্বীকার ক'র্‌তে হবে না।—কেশব, এই যে লোকটা ওখানে ম'রে প'ড়ে র'য়েছে, ও কে তা জান?—ও আমার প্রিয় বন্ধু রঘুনাথ। তোমার সঙ্গে ওর কি শত্রুতা ছিল?

কেশ। কিছুমাত্র না। ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় অবধি ছিল না।

গোবি। [মেনকার প্রতি] বলি, মুখখানি যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে ? [বাহকগণের প্রতি] ওহে, তোমরা কেশবকে ঘরের ভিতরে নিয়ে চল না।

[কেশব ও রঘুনাথকে লইয়া বাহকগণের প্রস্থান।

তাইতো বিবি ! মুখ দিয়ে যে আর কথা বেরুচ্চে না ?—মহাশয়, আপনারা একবার দেখুন দেখি, মাগীর মুখখানা কেমন বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে।—বলি বিবিজান্ ! এ রকম অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাক্‌লে আর কি হবে ? তোমার সব বজ্জাতি এখনি খুলে যাবে।—আপনারা দেখ্‌বেন মহাশয়, যেন মাগী পালিয়ে না যায় ! দেখ্‌চেন তো ?—চুপ ক'রে থাক্‌লে আর কি হবে ? মুখ দেখ্‌লেই পেটের কথা জান্‌তে পারা যায়।

(অমলার প্রবেশ।)

অম। কি বল দেখি ?—কি হ'য়েছে ?

গোবি। কেশবকে অন্ধকারে দস্যুরা আক্রমণ ক'রেছিল। আর সকলে পলায়ন ক'রেছে, কেবল তাদের মধ্যে রঘুনাথ ধরা প'ড়েছিল—সে মারা গিয়েছে।

অম। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ ! হায় ! হায় ! কেশবের একি হ'ল ?

গোবি। বেশ্যার বাড়ী যাওয়ার এই ফল! দেখ অমলা, তুমি সন্ধান নাও দেখি, আজ রাত্রে কেশব কোথায় খাওয়া দাওয়া ক'রেছিল। [মেনকার প্রতি] বলি কি? কথাটা শুনে, ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লে কেন?

মেন। আমারই বাড়ীতে কেশব আজ খাওয়া দাওয়া ক'রেছিল।—কিন্তু সে জন্য আমার আবার ভয় কিসের?

গোবি। বটে? তোমারই বাড়ীতে কেশব খাওয়া দাওয়া ক'রেছিল?—তবে তুমি আমার সঙ্গে চল।

অম। ধিক্—ধিক্ তোকে বেশ্যা!

মেন। আমি বেশ্যা নই। আমিও তোমার মত ভাল-মানুষের মেয়ে।

অম। বটে? আমার মতন? ধিক্—ধিক্ তোকে!

গোবি। মহাশয়রা, তবে এখন চলুন, কেশবের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যাক্।—চল বিবি, এখন আসল কথা কবুল ক'র্‌তে হবে।—অমলা, তুমি শীঘ্র দুর্গ-মধ্যে যাও, আর আমার প্রভুকে ও প্রভুপত্নীকে এ ঘটনা বল গিয়ে।—তবে চলুন আপনারা। [স্বগত] আজ রাত্রেই আমার অদৃষ্টের শেষ পরীক্ষা হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—দুর্গ-মধ্যস্থ শয়ন-গৃহ।

চন্দ্রাবতী আলোক-পার্শ্বে শয্যায় নিদ্রিতা।

(রুদ্রসেনের প্রবেশ।)

রুদ্র। কি কারণ, কি কারণ, কহিব কেমনে ?
অয়ি সতী তারাদল পবিত্রতাময়ী !
কেমনে কহিব আমি সে পাপ কাহিনী ?
কিন্তু তবু প্রাণবধ করিব না তার ;
স্বর্গের সুষমামাখা, অই সুকোমল
শুভ্র চারু দেহ, করিব না কলঙ্কিত
অসির আঘাতে।—কিন্তু মৃত্যু শ্রেয়ঃ তার ;
নতুবা সে কুহকিনী বাঁচিয়া থাকিলে,
আরো কত জনে করিবে যে প্রতারণা।
নিবাই প্রদীপ আগে,—নিবাইব পরে
জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরীর জ্যোতি মনোহর !
ওরে দীপশিখা ! তোরে নিবালে এখনি,
আবার জ্বালিতে পারি, ইচ্ছা যদি করি।
কিন্তু ওরে—প্রকৃতির কপটতাময়
সুচারু মোহন ছবি !—নিবাইলে তোরে,
ফিরিয়া আসিবে কি রে আর পুনঃ অই

ত্রিদিবের সুধামাখা জ্যোতি মনোহর ?
আর কি ফুটিবে অই গোলাপ-কুসুম,
বৃন্তচ্যুত যদি তারে করি একবার ?
শুখাইয়া যাবে হায় জনমের মত !
লইব আঘ্রাণ তবে শুখাবার আগে ।

[চুম্বন ।

অহো ! সুরভি নিশ্বাস ! পরশে ইহার
ইচ্ছা হয়, বিসরিয়া কর্ত্তব্য আপন,
চূর্ণ করি' ফেলি দূরে এই তরবার !
আর একবার হায় ! আরো একবার ।

[চুম্বন ।

মরিবি যখন, তোরে করিয়া নিধন
হেরিব রে যবে পুনঃ ও চারু মূরতি,—
বাসিব আবার ভাল এমনি করিয়া ।
আর একবার শুধু, আরো একবার ।

[চুম্বন ।

এই হ'ল শেষ । নাহি রে জগতে আর
এমন সুধার সনে এ হেন গরল !
নিবারিতে অশ্রুজল পারি না যে আমি !
নিষ্ঠুর এ অশ্রুজল,—বৃথা এ বিলাপ ;

অমৃতের ধারা বহে অশ্রুজলে মম।
আপনি সংহার করি ভালবাসি যারে,
আপনার হাতে!—অই জাগিতেছে চন্দ্রা!

চন্দ্রা। কে এখানে প্রাণেশ্বর?

রুদ্র। আমি, চন্দ্রাবতি!

চন্দ্রা। আজি কি দাসীরে প্রভো! দিবে অনুমতি
পদসেবা করিবারে?

রুদ্র। শয়নের আগে
ক'রেছিলে হরিনাম?

চন্দ্রা। করিয়াছি নাথ।

রুদ্র। ভাবি' দেখ মনে, ক'রে থাক যদি পাপ,
যে পাপ মোচন-তরে চাহ নাই ক্ষমা
হরির চরণে, ত্বরা করি' কর তাহা।

চন্দ্রা। একি নাথ!—কি কহিছ বুঝিতে না পারি!

রুদ্র। কর ত্বরা করি'—যাহা কহিনু তোমারে;
স্থানান্তরে যাব আমি; তাই বলি আমি,
মরণের আগে যদি চাহ করিবারে
হরিনাম, কর তাহা থাকিতে সময়।
চাহি না বধিতে আমি আত্মারে তোমার!

চন্দ্রা। কেন নাথ? একি কথা?—বধিবে আমারে?

রুদ্র। এখনো আবার তাহা করিছ জিজ্ঞাসা?

চন্দ্রা । পরমেশ তবে দয়া করুন আমারে ।
রুদ্র । আমিও তাহাই চাহি ।
চন্দ্রা । 　　　　　　　　　তবে বুঝি নাথ,
এ দাসীরে দয়া করি' বধিবে না তুমি ।
রুদ্র । হুঁ !
চন্দ্রা ! ঘুর্ণিত নয়ন তবু হেরিয়া তোমার
ভয় হয় মনে ; কিন্তু বুঝিতে না পারি
কিসের এ ভয় । 　করি নাই অপরাধ ;
হ'তেছে আশঙ্কা তবু হৃদয়ে আমার ।
রুদ্র । ভাবি' দেখ একবার, ক'রেছ যে পাপ ।
চন্দ্রা । তোমারে বেসেছি ভাল,—এই শুধু পাপ ।
রুদ্র । সে পাপের তরে তুমি হারাবে জীবন !
চন্দ্রা । এ যে অসম্ভব কথা ! ভালবাসা-তরে
হত্যা কেহ করে কভু ? হায় ! একি নাথ ?
কেন কর রোষাবেশে অধর দংশন ?
কেন কাঁপিতেছে আজ শরীর তোমার
ক্রোধের আবেশে ? বুঝিতে না পারি আমি ;
কিন্তু তবু আশা, আমার উপরে নহে
এ ক্রোধ তোমার ।
রুদ্র । 　　　　　　　　চুপ কর্ কহি তোরে !
চন্দ্রা । করিব তাহাই, কি হ'য়েছে বল তবে ।

রুদ্র। প্রণয়ের নিদর্শন, রুমাল আমার,
দিয়াছিনু তোরে যাহা বিবাহ-সময়,
দিয়াছিস্ কেশবেরে তুই সে রুমাল !

চন্দ্রা। সেকি ? দিই নাই আমি রুমাল তাহারে,
শপথ করিয়া আমি কহিনু তোমারে ;
জিজ্ঞাস তাহারে তুমি ডাকিয়া হেথায়।

রুদ্র। সাবধান ! সাবধান ! শুনলো সুন্দরি !
মিথ্যা কথা কেন আর মরণ-সময় ?
জান না কি, তুমি এবে মৃত্যুশয্যা-'পরে ?

চন্দ্রা। মরণ সময় কিন্তু আসেনি এখনো।

রুদ্র। মরিবি এখনি !—বৃথা কেন আর তবে ?
স্বীকার করিয়া লও নিজ অপরাধ।
শত বার কহ যদি করিয়া শপথ,
তিলমাত্র বিচলিত হইবার নয়
প্রতীতি আমার ! সহিতেছি অনুক্ষণ
অসহ্য যাতনা !—অবশ্য মরিবি তুই।

চন্দ্রা। অভাগীরে কর দয়া, হরি দয়াময় !

রুদ্র। তথাস্তু আমিও বলি।

চন্দ্রা। তুমিও আমারে
তবে দয়া কর নাথ ! এ জীবনে আমি
করি নাই অপরাধ চরণে তোমার।

পাপ চক্ষে কভু দেখি নাই কেশবেরে ;—
দিই নাই তারে আমি রুমাল তোমার।

রুদ্র। সাক্ষী পরমেশ ! স্বচক্ষে দেখেছি আমি
রুমাল তাহার হাতে। কৈতব বচনে
তোর, ওরে পাপীয়সি ! করিলিরে তুই,
পাষাণেতে পরিণত হৃদয় আমার।
ভেবেছিনু আগে, প্রায়শ্চিত্ত শুধু তোর
করিব পাপের ; কিন্তু হায় ! অবশেষে
নারীহত্যা ক্রোধবশে হইল করিতে !
আমি যে স্বচক্ষে দেখিয়াছি সে রুমাল !

চন্দ্রা। অন্য কোথা তবে তাহা পেয়েছে কেশব,—
দিই নাই সে রুমাল আমি তো তাহারে ;
ডাকিয়া পাঠাও তবে তাহারে হেথায়.
সত্য কথা হেথা আসি' করুক স্বীকার।

রুদ্র। সে তো ক'রেছে স্বীকার।

চন্দ্রা। কি ব'লেছে নাথ ?

রুদ্র। স্বীকার ক'রেছে,—তুই উপপত্নী তার !

চন্দ্রা। কহিবে না সে এমন অসম্ভব কথা ;

রুদ্র। না—না ! নিরস্ত হ'য়েছে রসনা তাহার।
আমারি আদেশে সাধু গোবিন্দপ্রসাদ,
করিয়াছে কেশবের জীবলীলা শেষ।

চন্দ্রা। কি বলিলে তুমি নাথ, কেশব নিহত ?
হায় ভেবেছিনু যাহা !—প্রতারিত তুমি !

রুদ্র। কেশরাশি-সম যদি অযুত জীবন
ইত রে তার,—লইতাম প্রতিশোধ
প্রত্যেক জীবন তার করিয়া সংহার।

চন্দ্রা। একি সর্ব্বনাশ ! হায় !—কি হ'ল আমার !
অকারণ—বিনাদোষে কেশব নিহত ?

রুদ্র। ধিক্ তোরে পাপীয়সি ! আমারি সম্মুখে,
উপপতি-তরে তোর করিস্ রোদন ?

চন্দ্রা। হায় নাথ, প্রাণদান করিয়া আমার,
জনমের মত মোরে দাও বনবাস।

রুদ্র। ধিক্ রে পিশাচি !

চন্দ্রা। কাল বধিও আমারে।
আজিকার তরে শুধু প্রাণ ভিক্ষা দাও।

রুদ্র। বৃথা তোর এ মিনতি।

চন্দ্রা। অর্দ্ধ দণ্ড শুধু।

রুদ্র। যথেষ্ট হ'য়েছে—আর নাহিক সময়।

চন্দ্রা। ক্ষণকাল মাত্র তবে, করি হরিনাম।

রুদ্র। তিলমাত্র নহে আর—হ'য়েছে সময়।

[তরবারি প্রহার।

অম। [নেপথ্যে]

প্রভো! প্রভো!—কোথা তুমি?—শুন প্রভো! প্রভো!

রুদ্র। কে ডাকিছে?—হয় নাই জীবনের শেষ?

এখনো বাঁচিয়া আছে?—আমি যে নিষ্ঠুর,

তবুও হৃদয়ে আছে মমতা আমার;

যন্ত্রণার অবসান করিব এখনি।

এই—এই—

অম। [নেপথ্যে]

কোথা তুমি প্রভো! শুন প্রভো!

রুদ্র। কে ওখানে?

অম। শুন প্রভো! একটী সংবাদ।

রুদ্র। তাই বটে—এ অমলা!—তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

নাহি আর চন্দ্রা!—এসেছে অমলা বুঝি

জানাতে আমারে এবে, মৃত্যুর সংবাদ

কেশবের। ডেকেছিল তাই সে আমারে।

হায়! নিস্পন্দ এখন! নিস্পন্দ—নীরব—

চিরনিদ্রা ঘোর!—আসিবে অমলা হেথা?

তাই কি উচিত?—বুঝি কাঁপিছে আবার!

কি করিব তবে? আসিলে অমলা হেথা,

ডাকিবে নিশ্চয় সে তো প্রিয়ারে আমার।

প্রিয়া! প্রিয়া! কে আমার প্রিয়া? কোথায় সে?

নাই যে আমার প্রিয়া !—অসহ্য যাতনা !
কি ঘোর বিষাদ ! আর পারি না সহিতে।
মনে হয় চন্দ্র-সূর্য্য পড়িয়াছে আজি
রাহুর করাল গ্রাসে ! আতঙ্কে বসুধা
তাই দ্বিখণ্ড হইয়া, ব্যাদান করিছে
মুখ।

অম। দ্বার খোল প্রভো ! মিনতি আমার।
রুদ্র। অমলা দাঁড়ায়ে,—তাহা গিয়াছি ভুলিয়া।
এস তবে, ধীরে ধীরে, খুলে দিই দ্বার।
কোথা তুমি ?—কি সংবাদ কহ শুনি তবে।

(অমলার প্রবেশ।)

অম। হায় প্রভো ! নরহত্যা হইয়াছে আজ !
রুদ্র। কথন হ'য়েছে বল।
অম। এই মাত্র প্রভো !
রুদ্র। ধরার নিকটে ভ্রমে এসেছে চন্দ্রমা,
গ্রহদোষে তাই সবে হ'য়েছে পাগল।
অম। রঘুনাথ নামে যুবা, বিকানীরবাসী,
হইয়াছে হত আজ কেশবের হাতে।
রুদ্র। রঘুনাথ হত—আর কেশব নিহত ?
অম। কেশব নিহত নহে—রঘুনাথ হত।

রুদ্র। সেকি ? কি বলিলে ? নহে নিহত কেশব ?
সুধামাখা প্রতিশোধ বিষময় তবে !
চন্দ্রা। অকারণ—বিনা দোষে হারানু জীবন !
অম। একি ? কাহার রোদন ?
রুদ্র। রোদন ?—কোথায় ?
অম। হায় ! হায় ! এ যে মোর সখীর রোদন !
এস ! এস ! কে কোথায় ! শীঘ্র এস হেথা !
কি হ'য়েছে ? প্রাণসখি ! কথা কহ পুনঃ !
সুধামুখী চন্দ্রাবতি ! বল, কি হ'য়েছে ?
চন্দ্রা। বিনাদোষে সখি ! আমি হারানু জীবন !
অম। কে করিল হেন কাজ, কহ মোরে সখি !
চন্দ্রা। কেহ নহে—নিজে আমি ক'রেছি সংহার
নিজের জীবন। কহিও পতিরে মম,
আশীর্ব্বাদ যেন তিনি করেন আমারে।
বিদায় আমারে দাও—জনমের মত !

[মৃত্যু।

রুদ্র। কহ তবে, কে উহারে করিল নিধন ?
অম। হায় ! কেমনে কহিব ?
রুদ্র। শুনিলে তো তুমি
তারি মুখে, আমি তারে করিনি সংহার ?
অম। শুনিলাম তাই বটে, কেমনে না কহি !

দ্র। মিথ্যা কথা কহি' আজ মরণ-সময়,
পিশাচী চলিয়া গেল জ্বলন্ত নরকে ;
আমি করিয়াছি তার জীবন সংহার !
অম। কেন হেন মিথ্যা কথা কহিল রে হায় !
মরণ-সময় সেই স্বর্গের অপ্সরী,
বুঝিবি কেমনে তাহা তুই রে পিশাচ !
রুদ্র। ত্যজি' সতীধর্ম্ম, সে যে বেশ্যা হ'য়েছিল।
অম। মিথ্যা দোষারোপ তারে করিস্ পিশাচ !
রুদ্র। কুলটা রমণী সে তো ঘোর দুশ্চারিণী।
অম। নরাধম তুই, তারে কহিলি অসতী ;
সে যে ছিল সুরনারী—সতীকুল-রাণী !
রুদ্র। বিনাদোষে যদি আমি বধিতাম তারে,
অনন্ত নরকে বাস হইত আমার।
সে সব রহস্য-কথা জানে তব স্বামী !
অম। আমার সোয়ামী !
রুদ্র। জানিত তোমার স্বামী।
অম। ব'লেছে তোমারে—কলঙ্কিনী চন্দ্রাবতী ?
রুদ্র। কেশবের উপপত্নী ছিল সে পিশাচী !
চন্দ্রাবতী যদি হায়! হইতরে সতী,
কোটি-কোহিনুর-পূর্ণ বসুধার তরে
নাহি করিতাম আমি বিনিময় তার !
অম। আমার সোয়ামী !

রুদ্র। সেই তো আমারে আগে,
করিল বিদিত এই রহস্য ভীষণ।
অতি সাধু সেই জন, পারে না সহিতে
পাপের পাশব রূপ।

অম। আমার সোয়ামী!

রুদ্র। কেন বার বার তুই করিস্ জিজ্ঞাসা?
তোর স্বামী! তোর স্বামী! বুঝিলি এবার?

অম। হায় সখি! পিশাচের নিষ্ঠুর শঠতা
করিয়াছে উপহাস প্রণয়ের সনে!—
চন্দ্রা কলঙ্কিনী কহে—আমার সোয়ামী?

রুদ্র। ওরে মূর্খ নারী! শোন্ কহিরে আবার
তোর—তোরি স্বামী, আমার হৃদয়-সখা
গোবিন্দপ্রসাদ! বুঝিলি এবার তুই?

অম। কহে থাকে যদি হেন নিদারুণ কথা,
ভুঞ্জিবে সে অনুক্ষণ নরক-যন্ত্রণা।
ঘোর মিথ্যা কথা সে যে ব'লেছে তোমারে!
হায় চন্দ্রাবতি! কেন হেন বর্ব্বরে,
বেসেছিলে ভাল তুমি প্রাণের সহিত!

রুদ্র। হা!

অম। কর্ যাহা সাধ্য তোর, নাহি ডরি তোরে;
কি কাজ করিলি আজ তুই রে পিশাচ!
সে যে দেববালা,—তুই নরকের কীট!

রুদ্র। চুপ কর্ কহি তোরে, ভাল যদি চাস্।

অম। কি করিবি তুই ? জীবনে আমার আর
নাহিক মমতা। ওরে মূর্খ দুরাচার!
পাষণ্ড! বর্ব্বর! ক'রেছিস্ আজি যাহা—
ভেবেছিস্ মনে, হেরি' তরবারি তোর
ভয় পাব আমি ? শতবার যদি মোরে
হয়রে মরিতে, তবুও ঘোষণা তোরে
করিব জগতে।—শীঘ্র এস! শীঘ্র এস!
কে আছ কোথায়! মূর্খ রুদ্রসেন
করিয়াছে হত্যা হেথা সোনার চন্দ্রারে!

(চন্দ্রনাথ গোলকনাথ ও গোবিন্দপ্রসাদের প্রবেশ।)

চন্দ্র। কি হ'য়েছে ? ব্যাপার কি, সেনাপতি মহাশয়!

অম। [গোবিন্দপ্রসাদের প্রতি]
হায়! আসিয়াছ তুমি ? ভালই হ'য়েছে।
হত্যা করি' নিজ-হাতে, অবশেষে কিনা
মিথ্যা দোষারোপ করে তোমার উপরে।

গোল। কি হ'য়েছে ?

অম। মানুষ যদ্যপি হও, কর সপ্রমাণ,—
মিথ্যাবাদী এই দুরাচার। কহিছে সে,
তুমি বলিয়াছ তারে—চন্দ্রা কলঙ্কিনী!

জানি আমি, তুমি কভু কহ নাই তাহা,
নহ তুমি হেন নরাধম। শীঘ্র কহ,
আকুল হৃদয়, সহিতে না পারি আর।

গোবি। আমি যা বিশ্বাস ক'রেছিলেম, তাই ওঁকে ব'লেছিলেম। উনিও স্বয়ং দেখেচেন, আমি যা ব'লেছিলেম তা সত্য ও যুক্তিসিদ্ধ কি না।

অম। কিন্তু তুমি ব'লেছ কি—চন্দ্রা কলঙ্কিনী?

গোবি। তা তো ব'লেছি।

অম। কহিয়াছ মিথ্যা কথা—ঘোর মিথ্যা কথা,
জানি আমি। সাক্ষী পরমেশ! হায়! এ যে
মিথ্যা কথা, অমূলক—অতি ভয়ঙ্কর!
কেশবের সনে নাকি বলিয়াছ তুমি?

গোবি। হাঁ, কেশবের সঙ্গে। যা-যা, চুপ ক'রে থাক্ ব'ল্‌চি।

অম। চুপ ক'রে রব আমি? অসম্ভব এ যে!
আমার প্রাণের সখী র'য়েছে পড়িয়া
শয্যার উপরে, অই হইয়া নিহতা!—

সকলে। সেকি?—সেকি কথা?—বিধাতা না করুন!

অম। ভয়ঙ্কর হত্যা এই ক'রেছে বর্ব্বর,
শুনিয়া তোমারি মুখে মিথ্যা অপবাদ!

রুদ্র। আপনারা বিস্মিত হবেন না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।

গোল। এ যে অসম্ভব কথা!

চন্দ্র। অহো, কি ভয়ঙ্কর!

অম। শঠতা! শঠতা! হায় ভীষণ শঠতা!
বুঝিয়াছি সব আমি—জানিয়াছি সব!
তখনি সন্দেহ মনে হ'য়েছিল ঘোর।
বিষাদে আমার হায়! বুক ফেটে যায়!
দিব প্রাণ বিসর্জ্জন!—সহে না যে আর!

গোবি। তুই কি পাগল হ'য়েচিস্? আমি ব'ল্চি, ঘরে যা।

অম। অনুমতি দাও মোরে তোমরা সকলে;
পালন পতির আজ্ঞা উচিত নারীর,
জানি আমি তাহা,—কিন্তু নহে এ সময়।
[গোবিন্দপ্রসাদের প্রতি]
ভেবেছ কি ঘরে ফিরি' যাইব আবার?

রুদ্র। ওঃ—ওঃ—ওঃ!

[শয্যায় পতন।

অম। পড়িয়া অমনি করি' কর্ আর্ত্তনাদ;
বিসর্জ্জন দিলি তুই হায়রে বর্ব্বর!
মূর্ত্তিমতী সরলতা—সোনার প্রতিমা—
তুলনা নাহিক যার এ জগত-মাঝে!

রুদ্র। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া]
সে যে অসতী রমণী! কে তুমি?—পিতৃব্য?

পারি নাই এতক্ষণ চিনিতে তোমারে।
অই মৃতদেহ তব ভ্রাতৃতনয়ার,
র'য়েছে পড়িয়া দেখ শয্যার উপরে ;
এই মাত্র, এই হাতে বধিয়াছি তারে।
সত্য বটে, জানি আমি, এ কাজ আমার
অতীব নিষ্ঠুর আর অতি ভয়ঙ্কর।

গোল। অভাগী চন্দ্রাবতি! সুখের বিষয় যে, এখন তোমার পিতার মৃত্যু হ'য়েছে। তোমার বিবাহ তাঁর কালস্বরূপ হ'য়েছিল। ঘোর বিষাদে তাঁর জরাজীর্ণ দেহের অবসান হ'য়েছে। তিনি যদি আজ জীবিত থাকৃতেন, তা হ'লে আজিকার এ ঘটনার প্রতিশোধের জন্য যে কি ভয়ঙ্কর কাজ ক'রে ব'স্তেন, তা বলা যায় না।

রুদ্র। বিষাদের কথা! কিন্তু গোবিন্দপ্রসাদ
জানে, চন্দ্রাবতী করিয়াছে ব্যভিচার
শতবার কেশবের সনে। আপনি সে
ক'রেছে স্বীকার ইহা। দিয়াছিল তারে
চন্দ্রা, প্রণয়ের নিদর্শন রুমাল আমার,—
বিবাহের কালে যাহা দিয়াছিনু তারে ;
দেখিয়াছি সে রুমাল কেশবের হাতে!
সে রুমাল মন্ত্রপূত, অতি পুরাতন,
সন্ন্যাসিনী দিয়াছিল মাতারে আমার।

অম। স্বর্গের দেবতাগণ! কোথায় তোমরা?

গোবি। তুই চুপ ক'রে থাক্ ব'ল্‌চি!

অম। চুপ ক'রে রব আমি? নিশ্চয় কহিব
সব—মুক্তকণ্ঠে চল-সমীরণ-সম।
দেবতা-মানব কিম্বা রাক্ষসনিচয়,
মিলিয়া সকলে যদি নিবারে আমারে,
তবুও কহিব আমি তারস্বরে তাহা।

গোবি। তোর কি কিছু বুদ্ধি নাই? এখনও ব'ল্‌চি, ঘরে চ'লে যা!

অম। যাব না আমি।

[গোবিন্দপ্রসাদের অমলাকে আঘাতের উদ্যম।

গোল। কি লজ্জার কথা,—নারীর দেহে তরবারি আঘাত!

অম। হায় মূর্খ রুদ্রসেন! তোর সে রুমাল
ছিল পড়িয়া ভূতলে; দিয়াছিনু আমি
তাহা স্বামীরে আমার। সে যে কতবার
ক'রেছিল অনুরোধ, সামান্য সামগ্রী
এই, চুরি করি' আনিয়া তাহারে দিতে।

গোবি। দুশ্চারিণী বেশ্যা!

অম। চন্দ্রাবতী দিয়াছে কেশবে? না—না! আমি
নিজে দিয়াছি রুমাল স্বামীরে আমার।

গোবি। রাক্ষসি! তুই মিথ্যা কথা ব'ল্‌চিস্‌।
অম। হা ঈশ্বর! কহি শুন তোমরা সকলে,
অণুমাত্র মিথ্যা কথা নাহিক ইহাতে!
হায়! ওরে ঘোর মূর্খ! নারীহত্যাকারী!
এ হেন বনিতা ল'য়ে কি করিবি তুই?

[গোবিন্দপ্রসাদের অমলাকে আঘাত।

রুদ্র। নাহি কিরে বজ্র আর আকাশ-ভিতরে?
ভীষণ রাক্ষস!—

[গোবিন্দপ্রসাদকে তরবারি আঘাত—চন্দ্রনাথের রুদ্রসেনের হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লওন—গোবিন্দ-প্রসাদের বেগে পলায়ন।]

গোল। কি সর্ব্বনাশ! পাপাত্মা নিজের স্ত্রীর জীবন বধ ক'র্‌লে!
অম। ওহো!—ল'য়ে যাও মোরে সখীর সমীপে!
গোল। দুরাত্মা স্ত্রীকে হত্যা ক'রে পলায়ন ক'রেছে!

চন্দ্র। কি ভয়ঙ্কর রাক্ষস! আমি রুদ্রসেনের নিকট হ'তে তরবারি কেড়ে ল'য়েছি; তোমরা ইহা রেখে দাও। বাহির হ'তে দ্বার রক্ষা কর; দেখিও যেন পলায়ন ক'র্‌তে না পারে। আবশ্যক হ'লে, ওর প্রাণনাশ ক'র্‌তে সঙ্কুচিত হইও না। আমি সেই দুর্ব্বৃত্ত গোবিন্দপ্রসাদের অনুসরণ করি।

[চন্দ্রনাথ ও গোলকনাথের প্রস্থান।

রুদ্র। নাহিরে সাহস আর, হ'য়েছি নিস্তেজ ;
আমার হাতের অসি শিশু কাড়ি' লয়।
কিন্তু হারায়েছি ধর্ম্ম,—কি কাজ সাহসে ?
একে একে সকলেরি হ'ক্ অবসান।

অম। আজিকার সেই গান—কি ভাব তাহার ?
শুন সখি ! গাই,—পাবে কি শুনিতে আর ?
মরণ-সময় আজ গাইব সে গান।

[গীত]

প্রেম-সোহাগে করিয়া যতন
ইত্যাদি—

শুন রুদ্রসেন,—ছিল চন্দ্রাবতী সতী
পতিব্রতা নারী !—নিষ্ঠুর ! তোমার চন্দ্রা
বাসিত তোমারে ভাল প্রাণের সহিত।
চলিলাম স্বর্গে আমি—কহি' সত্য কথা।

[মৃত্যু।

রুদ্র। আরো এক তরবারি আছে এইখানে,
তীক্ষ্ণধার অতি ;—এই দেখ, তরবার।
পথ ছাড়ি' দাও তবে পিতৃব্য ! আমার।

গোল। [নেপথ্যে]
কেন বল অকারণ কর এ প্রয়াস !

তুমি যে নিরস্ত্র আজ—জান না কি তাহা ?
নিশ্চয় আহত হবে ! থাক অইখানে।

রুদ্র। হেথা আমি, একবার চাহ মোর দিকে ;
নিরস্ত্র যদিও আমি, তবু সাবধান !

(গোলকনাথের প্রবেশ।)

গোল। কি হ'য়েছে ?

রুদ্র। এই দেখ তরবারি আমার নিকটে !
এ হ'তে সুন্দর অসি কভু শোভে নাই
সৈনিকের উরুদেশে। ছিল একদিন,
যবে এই হাতে এই ক্ষুদ্র অসি ল'য়ে,
করিয়াছি অতিক্রম আমি, তোমা হ'তে
বিংশগুণ বাধা। কিন্তু বৃথা স্পর্দ্ধা এবে।
কে পারে লঙ্ঘিতে বল অদৃষ্ট-লিখন !
গিয়াছে সে দিন।—সশস্ত্র দেখিয়া মোরে
কেন কর ভয় ? জীবনের যাত্রা মম
হ'ল অবসান ;—এই শেষ অভিনয় !
এসেছে তরণী মম সাগরের তীরে।—
কেন ফিরিতেছ তুমি পশ্চাতে সভয়ে ?
বৃথা এ আশঙ্কা তব ! তৃণখণ্ড ল'য়ে,

হও যদি অগ্রসর করিতে প্রহার
রুদ্রসেন-বক্ষে—সেতো পলাবে সভয়ে !
কোথা যাবে রুদ্রসেন ?—ওহো একি দেখি ?
এ কিরে চাহনি তোর অভাগী রমণী !
রক্তহীন—পাণ্ডুবর্ণ ! আমরা দু'জনে
মিলিত হইব যবে পুনঃ পরলোকে
বিচারের তরে,—অই চাহনি রে তোর
হেরিয়া আবার, স্বর্গ হ'তে আত্মা মম
পলাবে সভয়ে দূরে। প্রেতগণ সবে
আসি' সেথা, দ্রুতবেগে আক্রমিবে তারে।
হিমাঙ্গ ! হিমাঙ্গ ! আহা বরাঙ্গ তোমার !
সেই সতীত্বের মত !—নিষ্ঠুর রাক্ষস !
আয় প্রেতগণ, কষাঘাত করি' মোরে—
ল'য়ে যারে দূরে, যেন না পাই দেখিতে
ত্রিদিবের সুধামাখা ও চারু মূরতি !
উড়াইয়া দে আমারে প্রচণ্ড পবনে,
দগ্ধ কর্ দেহ মোর জ্বলন্ত অনলে,
ডুবাইয়া দে আমারে তোরা সবে মিলি'—
সুগভীর দ্রবীভূত হুতাশন-হ্রদে !
হায় চন্দ্রাবতি ! চন্দ্রাবতি ! কোথা তুমি ?
হায় ! নাই তুমি আর ? ওহো ! ওহো ! ওহো !

(মধুসূদন, চন্দ্রনাথ, কেশব ডুলির উপরে, শৃঙ্খলবদ্ধ
গোবিন্দপ্রসাদ ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

মধু। কোথায় সেই অবিমৃষ্যকারী, হতভাগ্য সেনাপতি?

রুদ্র। এই সেই জন ;—এই সে এখানে আমি ;
এই আমি—নাম যার ছিল রুদ্রসেন।

মধু। কোথায় সে কালসর্প? তাকে এখানে ল'য়ে এস।

রুদ্র। শুনেছি প্রেতের পদ পিছনের দিকে!
কিন্তু কই?—বুঝি অমূলক সে প্রবাদ।
সত্য যদি হও প্রেত, মরিবে না তুমি
মানুষের হাতে—এই অসির আঘাতে।

[গোবিন্দপ্রসাদকে তরবারি প্রহার।

মধু। ওঁর হাত থেকে তরবারি কেড়ে লও।

গোবি। রক্ত প'ড়্‌চে বটে—কিন্তু আমি মরিনি!

রুদ্র। ভালই হ'য়েছে তাহা; এ পাপ জগতে,
জীবন-ধারণ চেয়ে মরণ মঙ্গল।

মধু। হায় রুদ্রসেন! তুমি পূর্ব্বে কি উদারহৃদয় ছিলে, অবশেষে এই পিশাচের কৌশল-জালে প'ড়ে কি হ'লে! জানি না তোমাকে কি ব'ল্‌তে হবে।

রুদ্র। অভিরুচি যাহা; ধর্ম্মশীল হত্যাকারী
কহিও আমারে সবে, ইচ্ছা যদি হয়।

করি নাই কোন কাজ কলুষিত মনে,
ধর্ম্মের আদেশ শুধু ক'রেছি পালন।

মধু। এই পাপাত্মা নিজের পাপকার্য্যসমূহের কিয়দংশ স্বীকার ক'রেছে। আপনি কি তাকে কেশবের প্রাণবধ ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছিলেন ?

রুদ্র। হাঁ।

কেশ। প্রিয় সেনাপতি, আমি তো আপনার নিকট কখন কোন অপরাধ করি নাই!

রুদ্র। এখন আমি তা বুঝ্‌তে পেরেচি, আর তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌চি। এখন এই নর-রাক্ষসকে একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি,—কি কারণে আমার প্রাণ-মন এ ঘোর কুহকজালে বদ্ধ ক'রেছিল।

গোবি। আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তোমরা যা জান তাই যথেষ্ট। এখন থেকে আর আমি একটীও কথা কইব না।

মধু। কি? ভগবানের কাছে ক্ষমাও চাইবি না ?

গোল। প্রহারের যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে, তোকে কথা কইতে হবে।

রুদ্র। তোর পক্ষে এখন চুপ ক'রে থাকাই বিধেয়।

মধু। আপনি এখনও সমস্ত ঘটনা জান্‌তে পারেন নি। সে সকল কথা এখনি আপনাকে বিদিত ক'র্‌চি। এই পত্রখানি

মৃত রঘুনাথের বস্ত্রমধ্যে পাওয়া গিয়েছে; আর এই দেখুন, আর একখানি পত্র; প্রথম পত্রে লেখা আছে যে, রঘুনাথ কেশবকে হত্যা ক'র্‌বে।

রুদ্র। হা রাক্ষস!

কেশ। জঘন্য, ঘৃণিত নারকি!

রঘু। রঘুনাথের বস্ত্রমধ্যে আরও একখানি পত্র পাওয়া গিয়েছে। এখানিতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্চে যে, এই পত্রখানি রঘুনাথ এই নর-রাক্ষসের নিকট পাঠাবার জন্য লিখেছিল। চন্দ্রাবতী-সম্বন্ধে দুরাত্মা তাকে যে সকল আশা দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ না করায়, এই পত্রে সে অসন্তোষ প্রকাশ ক'রেছিল। ইতিমধ্যে দুরাত্মা তার সকল আশা জন্মের মত পূর্ণ ক'র্‌লে!

রুদ্র। ওহো! কি ভয়ঙ্কর পিশাচ! কেশব, আমার স্ত্রীর সেই রুমালখানা তুমি কোথায় পেয়েছিলে?

কেশ। সে রুমাল আমি আমার কক্ষমধ্যে পেয়েছিলেম। এই পাপাত্মা এইমাত্র স্বীকার ক'রেছে যে, সে নিজের অভিসন্ধি সাধনের জন্য সেখানে রেখে এসেছিল। অবশেষে আপন অভীষ্ট সম্পন্ন ক'রেছিল।

রুদ্র। হায়! মূর্খ! মূর্খ! মূর্খ!

কেশ। রঘুনাথের পত্রে আরও পাওয়া যাচ্চে যে,—উৎসব-রাত্রে আমার সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত কর্‌বার জন্য, সে গোবিন্দ-প্রসাদকে ভৎসনা ক'রে এই পত্র লিখেছিল; অবশেষে সেই

জন্যই আমাকে পদচ্যুত হ'তে হ'য়েছিল! আমরা এতক্ষণ রঘুনাথের মৃত্যু হ'য়েছে মনে ক'রেছিলেম ; কিন্তু সে এতক্ষণ পরে এইমাত্র হঠাৎ চেতনা লাভ ক'রে ব'লেছে যে,—গোবিন্দ-প্রসাদই তাকে আমার প্রাণবধের পরামর্শ দিয়ে, অবশেষে আবার নিজেই তাকে তরবারি আঘাত ক'রেছিল।

মধু। আপনাকে এখন এ কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে, আমাদের সঙ্গে আস্‌তে হবে। আপনি এখন পদচ্যুত হ'লেন, আর কেশব সৌরাষ্ট্রদ্বীপের সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হ'লেন। এখন এই পিশাচের জন্য কোন বহুকালব্যাপী, অসহ্য ক্লেশকর দণ্ডের ব্যবস্থা করা যাবে। যতদিন বিকানির-রাজসভায় আপনার অপরাধ বিবৃত না করা হয়, ততদিন আপনাকে বন্দীভাবে থাকৃতে হবে।—এস, এঁকে সঙ্গে ল'য়ে এস।

রুদ্র। ক্ষণেক অপেক্ষা কর ; দু'একটী কথা
যাইবার আগে। রাজসেবা যাহা আমি
করিয়াছি এ জীবনে, বিদিত রাজার ;
কাজ নাই সে কথায়। মিনতি আমার,—
বর্ণিবে যখন এই অনর্থনিচয়,
কহিও আমার কথা—ঠিক্ যাহা আমি।
কহিও না কোন কথা করিয়া গোপন,
রোষাবেশে কিম্বা কিছু ক'র না রঞ্জিত।
কহিও তখন, ভালবাসিতাম আমি

প্রাণের সহিত—কিন্তু মূর্খের মতন!
সহজে সন্দেহ কভু হইত না মনে,
কিন্তু পড়ি' পিশাচের ঘোর মায়াজালে,—
হারায়েছিলাম আমি হিতাহিত-জ্ঞান!
কহিও তখন, লভি' অমূল্য রতন,
তুলনা নাহিক যার এ অবনীতলে,
ফেলিয়া দিলাম দূরে—বর্ব্বরের মত!
কহিও, জীবনে মম, করি নাই কভু
আমি অশ্রু-বরিষণ;—কিন্তু অবশেষে,
এ নয়ন, বিগলিত বিষম বিষাদে,
সহস্রধারায় বারি করিল বর্ষণ!
কহিও এ সব কথা; কহিও আবার—
আজ্‌মিরে এক দিন রাজদ্রোহী, দুষ্ট
দস্যু একজন, প্রহার করিল যবে,
শান্তিভঙ্গ করি' শান্ত নাগরিক-জনে,
গ্রীবাদেশ পাপাত্মার করিয়া ধারণ,
শিরশ্ছেদ করিলাম এমনি করিয়া।

[স্বীয় গলদেশে তরবারি আঘাত।

মধু। অহো! কি ভয়ঙ্কর!

গোল। আমাদের সমস্ত কথোপকথন এই খানে শেষ হ'ল।

রুদ্র। চুম্বন করিয়াছিনু বধিবার আগে
এমনি করিয়া! আবার চুম্বন করি',
চুম্বনের সনে প্রাণ দিই বিসর্জন।

[শয্যায় পতন ও মৃত্যু।

কেশ। আমারও এই আশঙ্কা ছিল; কেননা আমি জান্‌তেম যে উনি উদারহৃদয় ছিলেন। কিন্তু আমি জান্‌তেম না যে, ওঁর কাছে তরবারি ছিল।

মধু। ওরে শ্মশান-কুক্কুর! হিংস্র পশু কিংবা
কালসর্প চেয়ে তুই ঘৃণিত অধম!
ত্যাখ্ একবার, অই শয্যার উপরে
কি ঘোর শ্মশান তুই করিলি সৃজন।
তোরি কাজ ইহা।—বিষময় দৃশ্য আর
পারি না দেখিতে; আবরিত কর ইহা।

* * * *

[চন্দ্রনাথের প্রতি]

উপযুক্ত শাস্তি এই নরপ্রেত-তরে
কর শীঘ্র উদ্ভাবন। কবে, কোন স্থানে,

আর কোন দণ্ড, ভীষণ-যন্ত্রণাময়,
দিতে হবে ওরে—স্থির কর তুমি তাহা।
যাইব ত্বরায় আমি রাজার সমীপে ;
আজিকার এ ভীষণ বিষাদ-কাহিনী
বর্ণিব তাঁহার কাছে বিষণ্ণ অন্তরে।

[প্রস্থান

যবনিকা পতন।

শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলি

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও

অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বসন্তের রাণী	১।০
যুগল প্রদীপ ... ... ১৲, বাঁধাই	১।০
অমৃত পুলিন	॥০
কোহিনুর	॥০
শৈলবালা (যন্ত্রস্থ)	১৲

প্রকাশক—শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

৪১ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।